উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

সেনসেক্স : ৮১,৭৮৫.৭৪ (-১১৮.৯৬)

নিফটি : ২৫,০৬৯.২০ (-৪৪.৮০)

**কমিশনকে সুপ্রিম হুঁশিয়ারি**
ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় যদি কোনও বেআইনি পদ্ধতির প্রমাণ মেলে, তাহলে গোটা প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হবে। কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিল সুপ্রিম কোর্ট। ▸▸ ৭

**এক দশকে সবচেয়ে কম প্রজনন হার**
গত ১০ বছরে রাজ্যে প্রজনন হার কমেছে ১৭.৬ শতাংশ। সম্প্রতি স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সার্ভে রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। ▸▸ ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ২৯° | ৩০° | ২৯° | ২৯° |
| সর্বনিম্ন | ২৫° | ২৫° | ২৫° | ২৫° |

**দিল্লিতে ইডি'র ম্যারাথন জেরা মিমিকে** ▸▸ ৭

৩০ ভাদ্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 16 September 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 120

# জাগতে রহো...

## দেশের সুরক্ষার স্বার্থে বন্ধু হবে সেনা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

এক্সক্লুসিভ — উত্তরবঙ্গ সংবাদ

**শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** কাশ্মীর মডেলে উন্নয়ন এবং জনসংযোগকে হাতিয়ার করে উত্তর-পূর্ব ভারতে অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে নতুন পরিকল্পনা করছে কেন্দ্র। আর সেই পরিকল্পনায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে ভারতীয় সেনা। নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের সমস্যার কথা শুনবেন সেনাকর্তারা। সাধারণের চাহিদা মেটাতে তৈরি করবেন পরিকল্পনা। সীমান্ত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নেও কাজ করবে বাহিনী। শুধু বন্দুক হাতে নয়, বন্ধু হিসাবে উত্তর-পূর্বের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবেন জওয়ানরা। মণিপুর সফরে গিয়ে সেনার বিভিন্ন শাখার সঙ্গে আলোচনা ও নানা রিপোর্ট পর্যালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, তারপরই সেনাকর্তাদের পরামর্শ মেনে নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একগুচ্ছ পদক্ষেপ করেছেন তিনি। সোমবার কলকাতায় সেনা সমাবেশে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ সেনাকর্তাদের সাহায্য নিচ্ছে কেন্দ্র।

সূত্রের খবর, কীভাবে কাজ করবে সেনাবাহিনী তার একটি খসড়া রিপোর্ট তৈরি করবে সেনার ইস্টার্ন কমান্ড। অক্টোবরে সেই রিপোর্ট পর্যালোচনার

### চিকেন নেকের নিরাপত্তায় বিশেষ পদক্ষেপ

জন্য বৈঠক বসবে। সেখানে তিন বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় কর্তারা ছাড়াও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সি এবং অন্য আধাসামরিক বাহিনীর আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন। জাতি দাঙ্গা, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ, অনুপ্রবেশ, মাদক ও অস্ত্র কারবার, নানা কারণে অস্থির উত্তর-পূর্ব ভারতে নয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলেই মনে করছেন সেনাকর্তারাও।

সূত্রের খবর, মণিপুর সফরে নতুন পরিকল্পনার পাশাপাশি

*এরপর দশের পাতায়*

## গণ অভ্যুত্থান রুখতে শা'র সমীক্ষা

**নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** বদলে গিয়েছে স্থান, কাল, পাত্র। বিক্ষোভের মুখগুলোও আলাদা। কিন্তু ধরন সেই একই। ভারতের নিকটতম তিন প্রতিবেশী দেশ শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ও নেপালে গণ অভ্যুত্থানের জেরে সরকার পতনের পর তাই সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারত। সোশ্যাল মিডিয়া নিষিদ্ধ করাকে কেন্দ্র করে জেন জেডের আন্দোলনের জেরে যেভাবে হিংসা ছড়িয়েছে নেপালে, তাতে বাইরের শক্তির ইন্ধন থাকতে পারে বলেও চর্চা শুরু হয়েছে। এমন আবহে এ ধরনের আন্দোলন যাতে ভারতে ছড়িয়ে না পড়ে, তার জন্য ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে অমিত শা'র মন্ত্রক।

সূত্রের খবর, ১৯৭৪ সালের পর থেকে দেশে হওয়া সমস্ত বড় বিক্ষোভ-আন্দোলনের ওপর বিস্তারিত সমীক্ষা চালানোর জন্য ইতিমধ্যে নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপিআরঅ্যান্ডডি)-কে। প্রতিবেশী দেশে গণ অভ্যুত্থানে কোনও বহিঃশক্তির ইন্ধন আছে কি না, তা খতিয়ে দেখাই এই সমীক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো আয়োজিত 'ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজিস কনফারেন্স-২০২৫'-এর দু'দিনের সম্মেলন হয়েছে। সেখানেই এই নির্দেশ দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি বিশেষ করে 'স্বার্থান্বেষী মহল'-এর দ্বারা পরিচালিত গণ আন্দোলন রুখে দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। এর ওপর ভিত্তি করে একটি আদর্শ কার্যপ্রণালী বা এসওপি তৈরি করা হবে, যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়।

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য বিপিআরঅ্যান্ডডি একটি বিশেষ দল গঠন করছে। এই দলটি বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ বিভাগ এবং সিআইডি-র পুরোনো মামলার নথি এবং রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। এটি শুধু আন্দোলনের পদ্ধতিগত দিক বিশ্লেষণ করবে না, বরং এর আর্থিক দিকটি উন্মোচন করাও হবে এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এর জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি), ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট-ইন্ডিয়া (এফআইইউ) এবং সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (সিবিডিটি)-এর মতো আর্থিক

*এরপর দশের পাতায়*

### সতর্ক ভারত

**সমীক্ষার লক্ষ্য :** ভবিষ্যতের গণ আন্দোলন প্রতিরোধ এবং এর পিছনের 'স্বার্থান্বেষী মহল' ও বহিঃশক্তির যোগসূত্র উন্মোচন

**প্রেক্ষাপট :** বাংলাদেশ ও নেপালের মতো প্রতিবেশী দেশে সাম্প্রতিক গণ অভ্যুত্থানের ঘটনা

**দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা :** ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপিআরঅ্যান্ডডি)

**সমীক্ষার বিষয় :** ১৯৭৪ সাল থেকে ভারতে হওয়া সকল বড় বিক্ষোভ ও আন্দোলন

### বিশ্লেষণের ক্ষেত্র

- আন্দোলনের মূল কারণ ও পদ্ধতি
- আর্থিক উৎস এবং অর্থের প্রবাহ (ফিন্যান্সিয়াল ট্রেল)
- নেপথ্যের শত্রুর ভূমিকা
- বৈদেশিক শক্তির সম্ভাব্য প্রভাব ও ইন্ধন

### অন্য পদক্ষেপ

**সন্ত্রাসদমনে :** ইডি, এফআইইউ-আইএনডি, সিবিডিটি-এর মতো আর্থিক তদন্তকারী সংস্থাগুলির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের অর্থায়ন চিহ্নিত করা

**ধর্মীয় সমাবেশে :** জনসমাগমে পদপিষ্ট হওয়া বা হুড়োহুড়ির কারণ খুঁজে এসওপি তৈরি করা

**পঞ্জাবের নিরাপত্তা :** খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অপরাধ দমনে এনআইএ, বিএসএফ ও এনসিবি-কে আলাদা কার্যপদ্ধতি তৈরির নির্দেশ

**জেল থেকে অপরাধ :** জেল থেকে পরিচালিত অপরাধী নেটওয়ার্ক ভাঙতে বন্দিদের অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের প্রস্তাব

মা আসছেন ১২ দিন পর

*বর্ষায় বন্দি বিশ্বকর্মা। সোমবার জলপাইগুড়ি শহরে।*

## বোনাস হয়নি প্রায় ৫০ শতাংশ বাগানে

### সরকারের দেওয়া সময়সীমা পার

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

**১৫ সেপ্টেম্বর :** ডেটলাইন ছিল সোমবার। তা পেরিয়ে যাওয়ার দিন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পরামর্শ মেনে উত্তরবঙ্গের কমবেশি ৫০ শতাংশ বাগানে বোনাস হয়েছে। বাকি বাগানগুলির কিছু অংশ দু'একদিনের মধ্যেই বোনাস দেওয়ার কথা বললেও, অনেক বাগান এখনও এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি। শ্রম দপ্তর অবশ্য মনে করছে, ওই বাগানগুলিও দ্রুত বোনাস দিয়ে দেবে। তবে, এদিনও একাধিক বাগানে বোনাস নিয়ে শ্রমিক-মালিকপক্ষের দড়ি টানাটানির সেই পুরোনো দৃশ্য অব্যাহত ছিল। এদিকে, যে সমস্ত বাগান বোনাস দেয়নি তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের রাস্তায় নামার কথা জানাচ্ছে শাসকদল তৃণমূল ও প্রধান বিরোধী দল বিজেপির ট্রেড ইউনিয়নগুলি।

তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, '২০ শতাংশের কম বোনাস বা কিস্তিতে বোনাস এসব আমাদের বিচার্য বিষয়ই নয়। দ্রুত বাগানগুলিকে সরকার নির্ধারিত ২০ শতাংশ হারেই বোনাস মিটিয়ে দিতে হবে। ওইসব বাগানকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে।' ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও সাংসদ মনোজ টিগ্গা বলেন, 'যারা বোনাস নিয়ে টালবাহানা করছে সেই সমস্ত বাগানে মঙ্গলবার গেট মিটিং হবে। এরপরও সমস্যা না মিটলে ১৮ সেপ্টেম্বর অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারের দপ্তর ঘেরাও করা হবে।'

আলিপুরদুয়ার জেলায় ৬৩টি চা বাগান রয়েছে। আলিপুরদুয়ার লোকসভা এলাকায় বাগানের সংখ্যা ১১৬। এগুলির মধ্যে প্রায় ৭৫ শতাংশ বাগানেই সোমবার পর্যন্ত শ্রমিকরা বোনাস পাননি বলে অভিযোগ বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের ১৯টি চা বাগানের বেশিরভাগের শ্রমিকরা সোমবার পর্যন্ত বোনাস পাননি।

জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়ি সংলগ্ন তিনটি চা বাগান ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিলেও বেশিরভাগ বাগানে এখনও হয়নি। এলেনবাড়ি, বাগ্রাকোট, মানাবাড়ি, ওদলাবাড়ি চা বাগানে এখনও পর্যন্ত বোনাস হয়নি। ওদলাবাড়ি চা বাগানে আগামী ২২/২৩ তারিখ শ্রমিকদের হাতে ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হবে বলে মালিকপক্ষ জানিয়েছে। বাগ্রাকোট চা বাগানের গান্ধি ক্লাব রোডের শ্রমিক রঞ্জিত টোপ্পো বলেন, 'শুনেছি মালিকপক্ষ ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস দেবার কথা বলে শ্রম দপ্তরে চিঠি দিয়েছে। ২০ শতাংশের নীচে আমরা কোনওমতেই মানছি না।' মঙ্গলবার সকাল থেকে বাগ্রাকোট চা বাগানের গেটে মিটিং করা হবে। বাগ্রাকোটের মতোই মানাবাড়ির শ্রমিকদের সমস্যাও এক। মানাবাড়ির শ্রমিকরা পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে বোনাস সংক্রান্ত তথ্য শ্রমিকদের জানানো হবে বলে ম্যানেজার ইনচার্জ পবন ছেত্রী জানিয়েছেন। বিনীতা ওরাওঁ নামে এক মহিলা শ্রমিক বলেন, 'মালিকপক্ষের বক্তব্য শুনে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব।' এলেনবাড়িতেও মালিকপক্ষ ২০ শতাংশের অনেক

*বোনাস নিয়ে বিক্ষোভ। সোমবার নাগরাকাটার গ্রাসমোড় চা বাগানে।*

*এরপর দশের পাতায়*

### কথায় কথায়

## কেরলে সিপিএমের পালটিতে অবাক সবাই

আশিস ঘোষ

সবই বাবা আয়াপ্পার লীলা। আগামী শনিবার কেরলে ভগবান আয়াপ্পাকে নিয়ে শীর্ষ সম্মেলন হচ্ছে। যার উদ্যোক্তা এবং পৃষ্ঠপোষক সেখানকার সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার। এই তিনদিনের সম্মেলনে শিব এবং বিষ্ণু অবতার মোহিনীর পুত্র চিরকুমার আয়াপ্পাকে নিয়ে নানারকম ধর্মচর্চা হবে। দেশ-বিদেশের আয়াপ্পার ভক্তরা সেখানে আসবেন। থাকবেন পাশের রাজ্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। সম্মেলনের জায়গায় লাল পতাকা থাকবে কি না, জানা যায়নি এখনও।

বেশিদিনের কথা নয়। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল, শবরীমালায় আয়াপ্পার মন্দিরে রজস্বলা মহিলারাও যেতে পারবেন।

*এরপর দশের পাতায়*

### সীমান্ত পাঁচিল ভেঙে জল জিতি বাগানে

## মালে শ্রমিক আবাস ধসে জখম ১

সুশান্ত ঘোষ ও শুভজিৎ দত্ত

**মালবাজার ও নাগরাকাটা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** রবিবার রাতভর টানা বৃষ্টিতে দুটি চা বাগানে আতঙ্ক দেখা দিল। মালবাজার শহর লাগোয়া রাজা চা বাগানের ইউনিয়ন লাইনে একটি শ্রমিক আবাস ভেঙে পড়ে গুরুতর আহত হন ৪৮ বছর বয়সি নুয়েল খাড়িয়া। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচেন তাঁর স্ত্রী ও দুই সন্তান। এদিকে, ভুটান পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে হুড়মুড়িয়ে জল ঢুকল জিতি বাগানের দুটি শ্রমিক মহল্লায়। দু'দেশের সীমান্ত পাঁচিল বৃষ্টির জেরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে।

মালে রাজা চা বাগানের শ্রমিকরা জানান, রাত দুটো নাগাদ প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাঁশ ও মাটি দিয়ে তৈরি নুয়েলের ঘরটি ধসে পড়ে। শ্রমিক মহল্লার প্রতিবেশীরাই ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। নুয়েলের পিঠে ও বুকে গুরুতর আঘাত লেগেছে।

বাগানের কোয়ার্টারগুলোর অবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই অত্যন্ত বেহাল। ফাটল ধরা দেওয়াল, ছাউনি চুইয়ে পড়া জল, এসব এখানে নিত্যদিনের সমস্যা। সরকারি আবাসন না পাওয়ায় বহু শ্রমিক কোয়ার্টার্র চত্বরে মাটি ও বাঁশ দিয়ে ঘর বানিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছেন। নুয়েল খাড়িয়ার পরিবারও এর ব্যতিক্রম নয়। ঘটনার জেরে ফের প্রশ্ন উঠছে রাজ্য সরকারের চা বাগান 'চা সুন্দরী' প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে। অভিযোগ, রাজা চা বাগান সহ বহু বাগানে এখনও এই প্রকল্পের সুফল শ্রমিকরা পাচ্ছেন না।

বিজেপির শ্রমিক নেতা মহেশ বাগে বলেন, 'চা সুন্দরী সহ নানা প্রকল্পের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা প্রতিফলিত হচ্ছে না। ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকায় চা শ্রমিকদের জন্য ঘর তৈরির কথা বলা হলেও পাট্টা

*রাজা চা বাগানে ধসে পড়েছে শ্রমিকের ঘর।*

সংক্রান্ত জটিলতায় তার বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এই সুযোগে বাগান কর্তৃপক্ষও কোয়ার্টার্র সংস্কারে অনীহা দেখাচ্ছে।' সিপিএমের শ্রমিক নেতা পবন প্রধান বলেন, 'বর্তমান সরকার ঘর ও পাট্টার

*এরপর দশের পাতায়*

## পরিদের কাছে কুসুমদিদিই 'মা দুর্গা'

### স্কুল যাওয়া শিকেয় উঠেছিল হাতি আর চিতাবাঘের ভয়ে। সবাই যখন অ-আ-ক-খ ভুলতে বসেছে তখন এগিয়ে এসেছিলেন কুসুমদিদি।

মর্ত্যের উমা

পূর্ণেন্দু সরকার

**রামশাই, ১৫ সেপ্টেম্বর :** মা এবার গজবাহিনী। সঙ্গে আসছেন লক্ষ্মী-সরস্বতীও। হাতিতে চড়ে আসছেন দেবী। অথচ এই হাতিদের জন্যই সরস্বতীর আরাধনা বন্ধ হওয়ার জোগাড় পরি, সঞ্জনা, রামেনদের।

ভেলোরডাঙ্গা বনবস্তি। রামশাইয়ের জঙ্গল পেরিয়ে যাদবপুর চা বাগানের শেষপ্রান্তে ছোট্ট এই বনবস্তির খুদে পড়ুয়াদের স্কুল যাওয়া শিকেয় উঠেছিল হাতি আর চিতাবাঘের ভয়ে। সবাই যখন অ-আ-ক-খ ভুলতে বসেছে তখন এগিয়ে এসেছিলেন গ্রামেরই কুসুমদিদি। সেই থেকে রোজ বিকেলে নিয়ম করে কুসুমদিদির পাঠশালায় চলে যায় ওরা। পরি-সঞ্জনাদের কাছে কুসুমদিদিই তাই মা দুর্গা, মা সরস্বতী।

ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাইয়ের যাদবপুর চা বাগানের ভেতর দিয়ে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের শেষ সীমান্তে ভেলোরডাঙ্গা বনবস্তি। শিবু মুন্ডার মেজো মেয়ে কুসুম ময়নাগুড়ি কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। বনবস্তির ২০টি ঘরের মধ্যে কুসুমই একমাত্র মেয়ে, যিনি কিনা কলেজে পড়ছেন। প্রতিদিন বিকেলে ৪টে থেকে কুসুমের বাড়িতে দলবেঁধে পড়তে আসে সঞ্জনা, পরি, উদ্দীপরা। সকলেই প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে।

কিন্তু কেন কুসুমের 'স্কুলে' এত ভিড়? ভেলোরডাঙ্গা বনবস্তিতে পা রাখলেই বোঝা যায় তার কারণ। গরুমারা জাতীয় উদ্যানের একদম গা ঘেঁষে এই বনবস্তি। এখানকার খুদে ছেলেমেয়েরা দু'-তিন কিমি দূরের

*ভেলোরডাঙ্গা বনবস্তিতে নিজের বাড়ির বারান্দায় পড়াচ্ছেন কুসুম মুন্ডা।*

*এরপর দশের পাতায়*

# বর্জ্য ফেলতে হবে সাফারি গাড়ির ঝুড়িতে

**মাদারিহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর :** আজ মঙ্গলবার থেকে জলদাপাড়া সহ সমস্ত বনাঞ্চলে কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইড চালু হচ্ছে। পাশাপাশি, এবার জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে বন দপ্তর। বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'জলদাপাড়া উদ্যানে যত্রতত্র

আবর্জনা ফেললে জরিমানা করা হবে। সাফারির প্রত্যেক গাড়ির ভেতর বাঁশের ঝুড়ি রাখা থাকবে। সেই ঝুড়িতে আবর্জনা ফেলতে হবে। সেই আবর্জনা বিশেষ জায়গায় প্রক্রিয়াকরণের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।'

বিভাগীয় বনাধিকারিক জানান, অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রকে রক্ষা করতেই এই ব্যবস্থা রাখা হল। এখন থেকে প্লাস্টিকের বোতল, পলিব্যাগ, চিপসের প্যাকেট, পানমশলা-গুটখার প্যাকেট জঙ্গলের ভেতর কেউ ফেললে তাদের বন্যপ্রাণ আইনের ৫৪ ধারা অনুযায়ী জরিমানা করা হবে।

সোমবার সাফারির গাড়ির চালকদের লাইসেন্স, গাড়ির ফিটনেস সার্টিফিকেট সমস্ত নথি পরীক্ষা করা হয়েছে। সাফারির গাড়ি রাখার জন্য পার্কিং জোন করা হয়েছে।

তিনধারিয়া ১৭ মাইলে টয়ট্রেনের লাইনের উপর থেকে ধস সরাচ্ছেন শ্রমিকরা। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

# ফের ধসে ক্ষতি টয়ট্রেনের লাইনে

**রাহুল মজুমদার**

**রংটং, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ছোট ছোট ধস টয়ট্রেনের লাইনে। এর জেরে আরও কিছুদিনের জন্য বাতিল করা হল এনজেপি থেকে দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা। লাইন মেরামত না হওয়া পর্যন্ত পরিষেবা বাতিল রাখা হবে বলে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে ধসের কারণে সোমবার পর্যন্ত ট্রেন বাতিল করা হয়েছিল। রবিবার বিকেলের মধ্যে কাজও শেষ করে ফেলেছিল ডিএইচআর। কিন্তু রবিবার রাতের দিকে ফের রংটং এবং তিনধারিয়ার মাঝে একাধিক এলাকায় ধস নামায় লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই মঙ্গলবার থেকে ট্রেন চালু করা যাচ্ছে না।

এই প্রসঙ্গে ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'আপাতত মঙ্গলবার পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়েছে ট্রেন। লাইন মেরামত করে পর্যটকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা না যাওয়া পর্যন্ত ট্রেন চালানো যাবে না।' ডিএইচআরের কর্মীরা অবশ্য বলছেন, এজন্য আরও অন্তত তিনদিন সময় লাগবে।

**হতাশা**

- পুজোর মুখে টয়ট্রেন বাতিল হওয়ায় পর্যটন ব্যবসায় এর প্রভাব পড়ছে
- বহু পর্যটক দার্জিলিং আসছেন টয়ট্রেনের টানে
- কিন্তু এনজেপি থেকে দার্জিলিং পরিষেবা বাতিল থাকায় হতাশ তাঁরা

দিন চারেক আগে রংটং এবং তিনধারিয়ার মাঝে একাধিক জায়গায় ধসের জেরে টয়ট্রেনের লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোথাও কোথাও লাইনের উপর এসে পড়েছে বড় পাথর। এর ফলে গত কয়েকদিন থেকেই বন্ধ রয়েছে টয়ট্রেন। সোমবার পর্যন্ত পরিষেবা বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ফের ছোট ছোট ধসের কারণে লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাই পরিষেবা বাতিলের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। এদিকে, ধস নামায় খুব সতর্কভাবে কাজ করতে হচ্ছে রেলকর্মীদের। সেকারণে আরও বেশি সময় লাগছে বলে রেল সূত্রে খবর।

সোমবার ডিএইচআর কর্তারা এলাকা পরিদর্শন করেছেন। এলাকা ঘুরে দেখার পরই ট্রেন বাতিলের সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। এদিকে, পুজোর মুখে টয়ট্রেন বাতিল হওয়ায় পর্যটন ব্যবসায় এর প্রভাব পড়ছে। বহু পর্যটক দার্জিলিং আসছেন খেলনা গাড়ির টানে। কিন্তু এনজেপি থেকে দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা বাতিল থাকায় অনেকেই হতাশ। এতে রেলেরও আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে বলে ডিএইচআর কর্তারা জানিয়েছেন।

# ঘরে টাকার পাহাড়, জানেনই না শাশুড়ি

**পঙ্কজ মহন্ত ও রাজু হালদার**

**বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর :** অনলাইন গেমিং অ্যাপ এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জুয়াচক্র চালানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার শিক্ষকের শ্বশুরবাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হল মোট ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। টাকা গোনা শেষ হয় রবিবার রাত নয়টা নাগাদ। তল্লাশি শেষে পুলিশের দলটি বেরিয়ে যায় বালুরঘাটের রঘুনাথপুরের সেই বাড়ি থেকে। সোমবার তাঁর শাশুড়ি শিখা মজুমদার দাবি করেন, 'টাকা লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে কিছুই জানতাম না। আমাদের অজান্তে জামাই টাকা রেখে গিয়েছিল।' ধৃত অপূর্ব সরকারের শ্বশুর মনোজ মজুমদারকে বাড়ির বাইরে দেখা যায়নি, তাই প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

শিখার দাবি ঘিরে প্রশ্ন উঠছে স্বাভাবিকভাবেই। বাড়িতে শোয়ার ঘরে বক্সখাটের ভেতরে, ঠাকুরঘরে বাক্সভর্তি অবস্থায় এক কোটিরও বেশি নগদ অর্থ রাখা হল, অথচ বাড়ির কেউই টের পেলেন না কীভাবে? এত টাকা তো আর একদিনে জমানো হয়নি। ধীরে ধীরে মজুত করা হয়েছে। তবুও নজর এড়িয়ে গেল সকলের? ঠাকুরঘরে বড় বাক্স দেখেও সন্দেহ হল না কেন পরিবারের সদস্যদের? এসব প্রশ্নের সদুত্তরের অপেক্ষায় প্রতিবেশী সহ রঘুনাথপুরের সাধারণ মানুষ। তাঁরা এই ঘটনায় হতবাক।

দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশের কাছে অভিযোগ আসছিল অনলাইন গেমিং অ্যাপ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জুয়ার রমরমা কারবার চলছে জেলায়। অগাস্টের ২৭ তারিখ গঙ্গারামপুরে হানা দিয়ে অনলাইন গেমে ব্যবহৃত সরঞ্জাম সহ হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় ১২ জনকে। জেরায় উঠে আসে কুণাল দাস ও অপূর্ব সরকারের নাম। শনিবার গ্যাংটক থেকে গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। তাঁদের কোর্টে পেশ করে হেপাজতে নেয় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে পেশায় শিক্ষক অপূর্ব স্বীকার করেন, নিজের শ্বশুরবাড়িতে টাকা

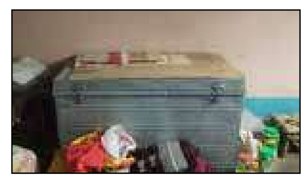

এই ট্রাংকে মিলেছে কোটি টাকা।

লুকিয়ে রেখেছেন তিনি। এরপরই রঘুনাথপুরের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশের দল। টাকা গোনার মেশিন এনে শুরু হয় তল্লাশি। বাজেয়াপ্ত হয় ১ কোটি ১৭ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা। ধৃত শিক্ষকের গঙ্গারামপুরে কায়স্থপাড়ার বাড়ি থেকেও মিলেছে ১৭ লক্ষ টাকা নগদ। এদিন অপূর্বর পরিবারের সদস্যদের কাছে প্রতিক্রিয়া চাইলে কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

গঙ্গারামপুরে বসেই শিক্ষকতার পাশাপাশি এত বড় চক্র চালাচ্ছিলেন অপূর্ব। অথচ এতদিন কিছুই টের পায়নি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ।

এদিন বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল এক সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে অনলাইন গেমিং চক্র সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন।

এসপি বলেন, 'অপূর্বর বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি মিলিয়ে এক কোটি ৩৪ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। এসব অনলাইন গেমে বেআইনিভাবে জেতা টাকা। অ্যাপ ও ওয়েবসাইট বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'


## আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে জোনাল কাজ

**ই-টেন্ডার নোটিস নং.: ৭৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০৬-০৯-২০২৫।** নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ০১-এপি-III-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০১/আলিপুরদুয়ার জংশন - জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কি.মি. ৯.০ (শিলিগুড়ি জংশন ছাড়া) থেকে কি:মি: ৮৩.৩০ (কেরণ সহিত)পর্যন্ত আলিপুরদুয়ার জংশন-শিলিগুড়ি জংশন (বি.জি.) খণ্ডে এবং কিমি ০.০ (নিউ মাল জংশন ছাড়া)থেকে কিমি ৬২.৪২ (চাংরাবান্ধা) পর্যন্ত নিউ মাল জংশন-দোমোহনি-চাংরাবান্ধা খণ্ডে, দোমোহনি স্টেশন এবং আরপিএফ পরিসর সহ। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ৮,৫২,২৪,১৯৮.৯৫ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ এবং গ্রীস গ্র্যাফাইটের যোগান অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংয়ের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৮,৫২,২৪,১৯৮.৯৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৫,৭৬,১০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ০২-এপি-III-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০২/আলিপুরদুয়ার জংশন - জোন-০২/এপি: জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কিমি ৮৩.৩০ থেকে কিমি ১৬৬.৯০ পর্যন্ত (কেরন এবং আলিপুরদুয়ার জংশন ছাড়া) আলিপুরদুয়ার জংশন-শিলিগুড়ি জংশন খণ্ডে (বি.জি.)। (২০২৫-২৭ এর জন্যে ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ থাকা আনুমানিক ব্যয়: ৪,৫৭,৫৯,২০০.৬৬ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংয়ের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৪,৫৭,৫৯,২০০.৬৬/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৩,৭৮,৮০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ০৩-এপি-II-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৩/আলিপুরদুয়ার জংশন - জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে পিডব্লিউডি রোডের পূর্ব দিশায় এবং লোকো শেড সংযোজিত করে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হয়ে মিশন স্কুল পর্যন্ত যাওয়া উত্তরের পথ এবং লোকো শেড থেকে রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হয়ে মিশন স্কুল পর্যন্ত যাওয়া দক্ষিণ পথের সঙ্গে, এআরএলপি কলোনিতে (পূর্ব) ৪ টি গ্যাং কোয়ার্টার সহ, আধিকারিকের বাংলো ছাড়া। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ৯,৪৮,৮২,৬১৩.৩৭ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ এবং গ্রীস গ্র্যাফাইটের যোগান অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংয়ের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৯,৪৮,৮২,৬১৩.৩৭/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৬,২৪,৪০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ০৪-এপি-II-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৪/আলিপুরদুয়ার জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশনে - জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে অফিসার্স কলোনিতে সমস্ত আধিকারিকের বাংলো, আধিকারিকবর্গের বিশ্রাম গৃহ, আধিকারিকবর্গের ক্লাব, হাসপাতাল কলোনিতে আধিকারিকের বাংলো, ইনডোর স্টেডিয়াম, অফিসার্স কলোনি এবং শীতলা কলোনিতে স্টাফ কোয়ার্টার, এসএসই/ওয়ার্কস/I, এসএসই/পিওয়ে/আলিপুরদুয়ার জংশন, এসএসই/সিগন্যাল কার্যালয় এবং স্টোর এবং আলিপুরদুয়ার জংশনে পিডব্লিউডি রোডের পশ্চিম দিশায় ডিআরএম চৌপাথী থেকে রেলওয়ে বাউন্ডারি পর্যন্ত, কাঞ্চন ভিউ কলোনী, দুধিয়া কলোনি, তলতলা কলোনি এবং কালীবাড়ি কলোনির সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টার, এআরএলপি কলোনিত এপিডিসির দিশায় ৬ ইউনিট রেলওয়ে কোয়ার্টার, আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন য়ার্ড, স্টেশন ভবন, লোকো শেড, এসএসই(পি.ওয়ে)/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের কার্যালয় এবং স্টোর সহ। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে) টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয় ৯,৪৮,৭৯,০৪৩.৫৬ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংয়ের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৯,৪৮,৭৯,০৪৩.৫৬/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৬,২৪,৪০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ০৫-এপি-II-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৫/আলিপুরদুয়ার জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশনে জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কিমি ২০০.৪ থেকে কিমি ২৪৮.২ পর্যন্ত (আপ এবং ডাউন) ফরমেশন এবং ফকিরাগ্রাম জংশন থেকে গোলকগঞ্জ জংশন হৈয়া ধুবড়ি পর্যন্ত, শ্রীরামপুর অসম থেকে ভাটেল এবং ফকিরাগ্রাম জংশন থেকে ধুবড়ি পর্যন্ত গোলকগঞ্জ জংশন সহ সমস্ত কোয়ার্টার এবং সেবা ভবন। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ৭,০৩,৭৮,৯২৬.৯২ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংয়ের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৭,০৩,৭৮,৯২৬.৯২/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৫,০১,৯০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ০৬-এপি-II-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৬/আলিপুরদুয়ার জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশনে জ্যেষ্ঠ ডিইএন/II/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে: কিমি ১.০ থেকে কিমি ৭৪.০ পর্যন্ত (আলিপুরদুয়ার জংশন ছাড়া) বামনহাট পর্যন্ত (সহ) এবং নিউ কোচবিহার পরিসর এবং য়ার্ড ছাড়া। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ২,৬৫,০২,৭৪১.৬৫ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠন সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যত বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি পুনরুদ্ধারের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকার মূল্য ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংয়ের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ২,৬৫,০২,৭৪১.৬৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,৮২,৫০০/-। **ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেন্ডার সংখ্যা. ০৭-এপি-I-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৭/আলিপুরদুয়ার জংশন - আলিপুরদুয়ার জংশনে: ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কিমি ১৭০.০০ থেকে কিমি ১৮১.১২ পর্যন্ত শিলিগুড়ি জংশন-শামুকতলা রোড খণ্ডে (আলিপুরদুয়ার জংশন ছাড়া) এবং কিমি ১৩১.৮০ থেকে কিমি ২০০.৪০ পর্যন্ত (আপ এবং ডাউন) শ্রীরামপুর অসমের বাইরে সমস্ত স্টাফ কোয়ার্টার এবং সেবা ভবন ছাড়া। (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে) টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ৫,৩১,৯৯,৪২৩.০৬ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংয়ের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৫,৩১,৯৯,৪২৩.০৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৪,১৬,০০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ০৮-এপি-I-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৮/আলিপুরদুয়ার জংশন - ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কিমি ৩০.৪০ থেকে (রাণীনগর জলপাইগুড়ি জংশন ছাড়া) কিমি ৬১.৪ পর্যন্ত (ধুপগুড়ি ছাড়া), কিমি ৬১.৪০ থেকে (আলতাগ্রাম ছাড়া) কিমি ১৩১.৮০ পর্যন্ত নিউ কোচবিহার-নিউ বানেশ্বরের মধ্যে, নিউ কোচবিহার স্টেশন পরিসর এবং য়ার্ড সহ কিমি ১২৫.০ থেকে ১২৭.০ পর্যন্ত, মণ্ডল অভিযন্তা/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয়: ৭,৫৩,৪৩,১৭৮.৮৯ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ এবং অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংয়ের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৭,৫৩,৪৩,১৭৮.৮৮/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৫,২৬,৭০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ৯। টেন্ডার সংখ্যা. ০৯-এপি-I-জোন-২০২৫। কাজের নাম:** জোন নং ০৯/আলিপুরদুয়ার জংশন - ডিইএন/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে কিমি ২৩.০ থেকে (নিউ চাংরাবান্ধা ছাড়া) কিমি ৮৮.৫০ পর্যন্ত (নিউ কোচবিহার ছাড়া) নিউ কোচবিহার-নিউ চাংরাবান্ধা খণ্ডে, কিমি ৯১.২ থেকে (নিউ কোচবিহার ছাড়া) কিমি ১৪৮.০ পর্যন্ত (গোলকগঞ্জ জংশন ছাড়া) নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ খণ্ডে, মাণ্ডলিক অভিযন্তা/I/আলিপুরদুয়ার জংশনের অধীনে (২০২৫-২৭ এর ০২ বৎসরের সময়সীমার জন্যে): টেন্ডার নোটিসে উল্লেখিত আনুমানিক ব্যয় ৩,৫৩,৮৭,১৯০.৬৬ টাকা। সমগ্র নতুন কাজের সম্পাদন, বিদ্যমান গঠনের সংযোজন/পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতের কাজ যেখানে বন্যা, ঝড় এবং ভূমিকম্পের ক্ষতি, পুনরুদ্ধারের কাজ এবং অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রতিটি ব্যক্তিগত ওয়ার্ক অর্ডারের বিপরিতে কাজের ঠিকা রাশি ৫ (পাঁচ) লাখ টাকার অধিক হবে না এবং সাধারণ মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, লোডিং এবং আনলোডিংয়ের কাজের কোনো ব্যক্তিগত সামগ্রীর উপরে কোনো আর্থিক সীমা না হয়ে, ডিএসআর/২০২১ এ উপলব্ধ থাকা অনুসারে। **টেন্ডার রাশি:** ৩,৫৩,৮৭,১৯০.৬৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৩,২৬,৯০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়:** ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা হবে:** ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডার টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



**UNIVERSITY OF NORTH BENGAL**
**OFFICE OF THE REGISTRAR**

A walk-in interview for appointing one Research Associate (RA)/SRF and one Junior Research Fellow under a Research Project funded by The State Authority of Wetlands, Govt. of West Bengal (memo no. 425-SWA/EN/28/2024-25) will be arranged on 24.09.2025 at 11:30 am onwards in the chamber of HoD, Department of Botany, University of North Bengal. For details, please visit www.nbu.ac.in

Advt. No. 31/R-2025 Registrar (Acting)
Dated : 16.09.2025



**নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপে জানালা অপসারণ, পরিষ্কারকরণ, মেরামতের কাজ**

টেন্ডার নং. আইএমএক্স-এমপি-পিএলজি-এলবিকিউএস-৫৮৩ তারিখ: ৩০-০৮-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নাম:** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওস্থিত সিএণ্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ডেমু টিসি/ডিপিসি, স্পার্ট, টাওয়ার ওয়াগন, ডিআরডিও, বন্দে ভারত পিওএইচ এবং আইওএইচএর কাজ, ডেমু টিসি/ডিপিসির জানালা অপসারণ, পরিষ্কারকরণ, মেরামতের কার্য। **টেন্ডার রাশি:** ২২,২২,১৭৮/- টাকা। **বায়না রাশি:** ৪৪,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ২৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম/নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



**ট্র্যাক মেশিন চাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসএণ্ডটি/এপিডিজে/৩৩ এবং ৩৪ তারিখ: ০২-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **ক্রমিক সংখ্যা. ১। ই-টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৩৩-২০২৫-২৬। কাজের নাম:** রাণীনগর জলপাইগুড়ি-চৌতারা-ট্র্যাক মেশিন সাইডিংয়ের ব্যবস্থা করা- ১০ টি স্টেশন (এসএণ্ডটি সহযোগী কাজ)। **টেন্ডার রাশি:** ৫৯,২৮,৫২৫/- টাকা। **বায়না রাশি:** ১,১৮,৩০০/- টাকা। **ক্রমিক সংখ্যা. ২। ই-টেন্ডার সংখ্যা. এপি-এসটি-৩৪-২০২৫-২৬। কাজের নাম:** আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে- বরাদিঘি, লতাগুড়ি এবং দোমোহনি স্টেশনে জল জমা হওয়া টিসির দরে সংকটপূর্ণ স্থানসমূহে এমএসডিএসির দ্বারা টিসির ব্যবস্থা করার জন্যে অবশিষ্ট কার্য। **টেন্ডার রাশি:** ১,৩৯,৩০,০৬৩.২৪/- টাকা। **বায়না রাশি:** ২,১৯,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়:** ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবে:** ০৯-১০-২০২৫ তারিখের ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার পরে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"



**TENDER NOTICE**

Block Development Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender e-NIQ No - 08/SLK/2025-26 Dated 08.09.2025. Details are available at Office Notice Board.

Sd/-
Block Development Officer,
Sitalkuchi Dev. Block



**TENDER NOTICE**

Block Development Officer, Sitalkuchi has invited online e-Tender e-NIQ No - 09/SLK/2025-26 Dated 12.09.2025. Details are available at Office Notice Board.

Sd/-
Block Development Officer,
Sitalkuchi Dev. Block



**ABRIDGE NOTICE**

Application for NIT No- 38/KCK-II/2025-26 memo no- 326/Kck-II PS 39/Kck-II/2025-26 memo no-327/Kck-II PS, 40/Kck-II/2025-26 memo no- 328/Kck-II PS, 41/Kck-II/2024-25 memo no-329/Kck-II PS & 42/Kck-II/2025-26 memo no- 330/Kck-II PS Date of all NIT-12.09.2025 are invited by the E.O Kaliachak-II PS from the bidders. Last date of bid submission is 23.09.2025 & 13.10.2025 upto 18:00 Hrs respectively. Details are available in the **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Executive Officer**
**Kaliachak-II Panchayat Samity**
**Mothabari, Malda**



**NIT No-DDP/N-56/25-26**

e-Tenders for 1(One) no. of works under Law College Deposit Fund invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. Last date of submission for NIT No-DDP/N-56/25-26 is 08/10/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in **www.wbtenders.gov.in.**

**Sd/-**
**Additional Executive Officer**
**Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**



## কর্মখালি

আল-আজাদ মিশন রথবাড়ি ঘাট, গোসানী রোড, দিনহাটা। পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পড়ানোর জন্য বিভিন্ন বিষয়ে আবাসিক শিক্ষক চাই (B.Ed অগ্রাধিকার)। ইন্টারভিউ ২০শে সেপ্টেম্বর শনিবার সকাল ১১টা (মিশন প্রাঙ্গণে)। মো- 9609946026/ 9932860592. (D/S)

## বিক্রয়

জলপাইগুড়ি পলিটেকনিক কলেজের কাছে পাটকাঠাতে 20 ফুট চওড়া পাকা রাস্তায় 4.75 কাঠা জমি (Rs. 38 Lakh) বিক্রি। (M) 7303920991/ 9093061788. (C/117986)

**e-Tender Notice**

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I..T No:- 1) WBMAD/JM/CH/ eNIT-42/2025-26 Memo No.2547/ JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_902961_1)
2) WBMAD/JM/CH/eNIT-43/2025-26 Memo No.2548/JM Dated: 15/09/2025 (Tender ID: 2025_MAD_903017_1)
**Last date of bidding (On line) dated:- 08/10/2025 at 6.55 P.M.**
Details of which are available in the web portal **www.wbtenders..gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

**Sd/- Executive Officer**
**Jalpaiguri Municipality**

**Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N- 38 of 2025-26 SL No- 1&2**

Corrigendum Notice of NIT No. **NIT NO. DDP/N- 38 of 2025-26 SL No- 1&2** Closing date extended upto 19/09/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

**Sd/- Additional Executive Officer**
**Dakshin Dinajpur Zilla Parishad**

## অ্যাফিডেভিট

আমি, Umesh Kumar Mahato আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত 12-09-25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, Umesh Mahato থেকে Umesh Kumar Mahato নামে পরিচিত হলাম। উভয় একই ব্যক্তি। (C/118256)

আমি Abu Tahir আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No - 12667/16, Dt - 26/08/2016 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 23/07/2025 এ প্রথম শ্রেণী J.M তৃতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Najmin Khatun থেকে Najrin Khatun করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/115430)

আমার ভোটার I কার্ড নং TSX1793397 নাম ভুল থাকায় গত 12-09-25, J.M., 3rd Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rasidul Miya এবং Rasidul Islam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পাটছড়া, কোতোয়ালি, কোচবিহার। আমি এই হলফনামায় ঘোষণা করছি যে আমার পুরো এবং শুদ্ধ নাম Rasidul Miya, S/O Hanif Miya. (C/118111)

আমার ভোটার ID কার্ড নং TSX1669043 বাবার নাম ভুল থাকায় গত 12.09.25, J.M., 3rd Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Khoka Sarkar এবং Khagendra Nath Sarkar এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। সর্বত্র আমার বাবার সঠিক নাম Khoka Sarkar প্রতিষ্ঠার জন্য এই হলফনামা প্রদান করলাম। -Manik Sarkar, (C/118112)

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 2005 0937459 নাম ভুল থাকায় গত 10-09-25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Sanjay Gupta Bania এবং Sanjay Bania এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নতুন পল্লী, ওয়ার্ড নং 08, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পি:ব:। (C/118113)

I, Umma Hanee, D/o.- Md Obaidur Rahaman, Vill- Barogachhia, P.O+P.S- Chanchal, Dt.- Malda (WB) do here by declared vide affidavit Notary Chanchal Court Sl. No. 27 date-30.11.2024 that in my NIOS Student identity card vide roll no- 460538243178 in which my name has been written as 'Ummahanee' instead of 'Umma Hanee'. That 'Umma Hanee' & 'Ummahanee' is the same and one identical person. (S/T)


## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১০৯৮০০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১১০৩০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১০৪৮৫০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ১২৮৫০০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ১২৮৬০০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

## আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

**সিনেমা**

**কালার্স বাংলা সিনেমা :** সকাল ১০.০০ চিরদিনই তুমি যে আমার, দুপুর ১.০০ নাটের গুরু, বিকেল ৪.০০ জামাই রাজা, সন্ধে ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ ওয়ান্টেড

**জি বাংলা সোনার :** বেলা ১১.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ২.০০ এক চিলতে সিঁদুর, বিকেল ৪.৩০ বর কনে, রাত ১১.০০ শিকারপুর

**কালার্স বাংলা :** দুপুর ২.০০ নায়ক-দ্য রিয়েল হিরো

**আকাশ আট :** বিকেল ৩.০৫ প্রেম সংঘাত

**কালার্স সিনেপ্লেক্স এইচডি :** সকাল ৯.০০ কঠপুতলী, দুপুর ১২.০০ রাশলান, বিকেল ৩.০০ ৭৭৭ চার্লি, ৫.০০ বধাই হো, রাত ৮.০০ ভগবতী কেশরী, ১০.৩০ কাস্টডি

**জি অ্যাকশন :** বেলা ১১.০৫ সবসে বড়া খিলাড়ি, দুপুর ২.০৯ বিজনেসম্যান-টু, বিকেল ৫.০২ বাশা, সন্ধে ৭.৩০ আদমি, রাত ১০.৩২ কুরুক্ষেত্র

**জি বলিউড :** বেলা ১১.০৭ প্রেমগ্রন্থ, দুপুর ২.০০ জানওয়ার, বিকেল ৫.২৫ অন্ধা কানুন, রাত ৮.০০ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, ১১.০০ আশিক

**অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি :** বেলা ১১.৯৯ ধড়ক, দুপুর ২.০৯ শমাজি নমকিন, বিকেল ৪.১১ চিনি কম, সন্ধে ৬.৩৬ লয়লা মজনু, রাত ৯.০০ মিলি, ১১.০৭ রশ্মি রকেট

**এমএনএক্স :** দুপুর ১২.৫৩ লেট মি ইন, বিকেল ৪.১৭ সাবোতাজ, সন্ধে ৭.২৫ ট্রেসার্স, রাত ১০.৫৭ এজ অফ টুমরো।

হরিয়ালি ইলিশ আর ঢাকাই মাছ রান্না শেখাবেন তুলি বসু। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

অন্ধা কানুন বিকেল ৫.২৫ জি বলিউড

ওয়াইল্ড আফ্রিকা-রিভার্স অফ লাইফ, রাত ১০.০৩ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

## আজকের দিনটি

**শ্রীদেবাচার্য্য**
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবা ও মায়ের সঙ্গে অযথা মতানৈক্য এবং সারাদিন মানসিক অশান্তি চলবে। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। বৃষ : কাউকে অকারণে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। পাওনা আদায়ে জোর করতে যাবেন না। মিথুন : প্রেমের সঙ্গীকে অন্য কারও কথায় বিচার করতে গিয়ে সমস্যা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। কর্কট : বাবার পরামর্শে দাম্পত্যের অশান্তি কাটবে। নতুন বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। সিংহ : পেটের রোগের কারণে কোনও প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান বাতিল করতে হতে পারে। নতুন জমি কিনতে পারেন। প্রেমে শুভ। কন্যা : অন্যায়কারীকে নিজের ভুলে সমর্থন করে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ। তুলা : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তিলাভ। অতি আকাঙ্ক্ষায় ক্ষতি। বৃশ্চিক : রাজনৈতিক নেতাদের আরও দায়িত্ব বাড়বে। বাবার সঙ্গে মতানৈক্যে মনঃকষ্ট। ধনু : কোনও কারণে ঈশ্বরবিশ্বাস গভীর হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদ স্বস্তি দেবে। মকর : বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নি করার সিদ্ধান্ত। প্রেমে দোলাচল থাকবে। কুম্ভ : বাড়িতে পুজার্চনার উদ্যোগ। নতুন সদস্যের আগমনে বাড়িতে আনন্দ। আর্থিক সমস্যা কাটবে। মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন ব্যবসায়িক পরিকল্পনা গ্রহণ।

## দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২৫ ভাদ্র, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ৩০ ভাদ, সংবৎ ১০ আশ্বিন বদি, ২৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৭, অঃ ৫।৩৯। মঙ্গলবার, দশমী রাত্রি ২।৪৮। আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ১০।৩৪। ব্যতীপাতযোগ দিবা ৭।১৬ পরে বরীয়ানযোগ শেষরাত্রি ৪।৫০। বণিজকরণ দিবা ৩।৪১ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ২।৪৮ গতে ববকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১০।৩৪ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ৩।৫৩ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১০।৩৪ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- উত্তরে, রাত্রি ২।৪৮ গতে অগ্নিকোণে। বারবেলাদি- ৬।৫৮ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১।৪ গতে ২।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৭ গতে ৮।৩৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- রাত্রি ১।৩৬ গতে ৩।৫১ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- দশমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫২ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১২।৪০ গতে ২।১৬ মধ্যে ও ৩।২ গতে ৪।৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৬ মধ্যে ও ৮।৫০ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ১।২৭ গতে ৩।৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## আমবাড়ি চা বাগানে কাজ শুরু

**বানারহাট, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ৬৯ দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে সোমবার খুলল বানারহাট ব্লকের আমবাড়ি চা বাগান। গত ১০ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ির দাগাপুর শ্রমিক ভবনে অনুষ্ঠিত ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাগানে নতুন করে কাজ শুরু হল। পুজোর আগে কাজকর্ম চালু হওয়ায় খুশি বাগানের শ্রমিকরা।

এদিন কাঁচা পাতা তোলা, চা বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ সহ অন্য কাজ শুরু হলেও ফ্যাক্টরি ও স্কুলবাস পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। মঙ্গলবার থেকে ফ্যাক্টরি চালু সহ বাগানের অন্য পরিষেবা আবার শুরু হবে। পুজোর বোনাসের হার নির্ধারণ করতে আগামী সপ্তাহে একটি বৈঠক ডাকা হয়েছে।

আমবাড়ি চা বাগানের তৃণমূল কংগ্রেস চা বাগান শ্রমিক সংগঠন ইউনিটের সভাপতি শংকর হাজমা বলেন, 'বাগান খুললেও শ্রমিকরা খুশি নন। কারণ বৈঠকে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, প্রথম দিন সেগুলি সব চালু হয়নি। প্রথম দিন বলে সবাই মেনে নিয়েছে। আগামীতে যদি এভাবেই চলতে থাকে তাহলে আমরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসব।'

# মৌমাছির হুলে জখম

*ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে সন্তান নিয়ে রবিন।*

**ওদলাবাড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** মৌমাছির ঝাঁকের অতর্কিত আক্রমণে পুজোর বাজার সেরে বাড়ি ফেরার আনন্দ বিষাদে পরিণত হল। সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ ওদলাবাড়ি ও বাগ্রাকোটের মাঝামাঝি চাঁদমারি গোলাইয়ের কাছে জাতীয় সড়কের এই ঘটনায় বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকেও রক্ষা পেয়েছে পরিবারটি। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাস্তায় পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা আক্রান্তদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছে দেন মাল থানার ট্রাফিক ওসি।

বোনাস পেয়ে এদিন সকালে ওদলাবাড়িতে পুজোর কেনাকাটার জন্য সপরিবার এসেছিলেন লিসরিভার চা বাগানের পাতিবাড়ি ডিভিশনের শ্রমিক রবিন টোপ্পো। কেনাকাটা শেষ করে স্কুটারে চেপে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎই এক ঝাঁক মৌমাছি রবিন ও তাঁর পরিবারকে ছেঁকে ধরে। নাগাড়ে হুল ফোটার যন্ত্রণায় রাস্তায় ছিটকে পড়েন ৩ বছরের শিশু সহ রবিন ও তাঁর স্ত্রী মণিকা। ব্যস্ত জাতীয় সড়কে হঠাৎ এই ঘটনা দেখে দ্রুতগতির যানবাহনগুলি সতর্ক হয়ে যাওয়ায় বড় মাপের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় পরিবারটি। সেইসময় বাগ্রাকোটের জুরন্তি সেতুতে টহলদারি সেরে ওদলাবাড়ির দিকে ফিরছিলেন মাল থানার ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বসু। তিনি রবিনদের নিজের গাড়িতে উঠিয়ে দ্রুত ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছে দেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণে রেখে আক্রান্তদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

মৌমাছির ঝাঁকটি 'হিমালয়ান রক বি' প্রজাতির বলে মনে করা হচ্ছে। এই ধরনের মৌমাছি আকারে একটু বড় এবং তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী হয়। অনুমান, চাঁদমারি গোলাইয়ের আশপাশে মৌমাছির চাকে হয়তো কোনও হানা হয়েছে, যার জেরে ফুঁসতে থাকা মৌমাছির ঝাঁক বাছবিচার না করে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই আক্রমণ করেছে।

**হঠাৎ হামলা**

- মৌমাছির হানায় স্কুটার থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়েন শিশু সহ এক দম্পতি
- মৌমাছির ঝাঁকটি 'হিমালয়ান রক বি' প্রজাতির বলে অনুমান
- আক্রান্তদের ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ

## আক্রান্ত শ্রমিক

**বেলাকোবা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** সরকারি কাজ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক শ্রমিক। রবিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে পানিকৌরি অঞ্চলের খলকেরবাড়িতে। আহত শ্যামলকুমার রায় সোমবার আক্রমণকারী বাবুলাল রায়ের নামে বেলাকোবা পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন। পুলিশ বাবুলালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে।

শিকারপুর অঞ্চলে একটি জলপ্রকল্পের কাজ করছিলেন শ্যামল। অভিযোগ, বাবুল প্রথমে তাঁর কাজে বাধা দেন। পরে ছুরি নিয়ে শ্যামলের ওপর চড়াও হন। তাঁর হাতে, বুকে ও পায়ে আঘাত লাগে। শ্যামল কাজ করছিলেন ঠিকাদার নান্টু সাহার অধীনে। ঘটনার পর নান্টু বলেন, 'সেখানে ১২ জন শ্রমিক মেশিনের সাহায্যে মাটি কাটা ও পাইপলাইন বসানোর কাজে নিযুক্ত ছিল। বাবুল কোনও কারণ ছাড়াই কাজে বাধা দিতে ছুরি দিয়ে আক্রমণ চালায় শ্যামলের উপর।' বাবুলের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। পিএইচই'র সহকারী ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) শ্রেয়সী রায় বলেন, 'অভিযুক্তর বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করা হয়েছে। যে এলাকায় ঘটনাটি হয়েছে, সেখানে কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে।'

## স্মারকলিপি

**চালসা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** আদালতের নির্দেশে ১ অগাস্ট থেকে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ চালু হওয়ার কথা থাকলেও সেই কাজ চালু হয়নি। দ্রুত ১০০ দিনের কাজ চালু সহ ছয় দফা দাবিতে সোমবার মেটেলির জয়েন্ট বিডিওকে স্মারকলিপি দিল শ্রমিক কৃষক খেতমজুর সমন্বয় সমিতির মেটেলি ব্লক কমিটি। এদিন চালসা থেকে একটি মিছিল পরিক্রমা করে যায় মাটিয়ালি বিডিও অফিসে। মেটেলি থানার পুলিশ বিডিও অফিসের গেটে মিছিলকে আটকে দেয়। এরপর একটি প্রতিনিধিদল গিয়ে জয়েন্ট বিডিও প্রকাশ প্রামাণিকের হাটে ওই স্মারকলিপি তুলে দেয়। দাবি না মানা হলে আগামীতে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছে নেতৃত্ব।

**অভিযুক্ত তরুণ গ্রেপ্তার : চালসা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ৮ বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ৩২ বছরের তরুণকে গ্রেপ্তার করল মেটেলি থানার পুলিশ। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION
"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
E-Mail: secretary.wbbpe@gmail.com, Website: https://wbbpe.wb.gov.in

RECRUITMENT NOTIFICATION
(Pertaining to Direct Recruitment of Special Education Teachers in Primary Schools)

The **West Bengal Board of Primary Education** invites applications from the eligible candidates for **direct recruitment of Special Education Teachers in Govt. Aided/Govt. Sponsored Primary/Junior Basic Schools in all districts of the State** in accordance with the provisions of "West Bengal Primary School Special Education Teachers Recruitment Rules, 2025" to **2308 vacant posts** of Special Education Teachers sanctioned by the Government of West Bengal in the School Education Department in compliance with the solemn Orders of the Hon'ble Supreme Court of India passed in WP(C) No. 132/2016 and WP(C) No. 876 of 2017 (Rajneesh Kumar Pandey & Ors. - vs. - Union of India & Ors.). For more details, visit our website : **https://wbbpe.wb.gov.in**

Date : 15.09.2025 Sd/- Secretary

# আবর্জনা ফেলার প্রতিবাদে অবরোধ

**শুভদীপ শর্মা**

*পানবাড়িতে পুলিশের সামনে বিক্ষোভ স্থানীয়দের। সোমবার।*

**ময়নাগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** বাজারের সমস্ত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে জনবহুল এলাকায় রাস্তার পাশে। যার জেরে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। বারবার প্রশাসন থেকে ব্যবসায়ী সমিতিকে জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়েও সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। এই ঘটনাকে ঘিরে সোমবার সকালে ময়নাগুড়ি ব্লকের পানবাড়ি বাজারে প্রায় এক ঘণ্টা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা।

ময়নাগুড়ি গ্রামীণ এলাকার বড় বাজারগুলোর মধ্যে অন্যতম রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের পানবাড়ি বাজার। এই বাজারে কয়েকশো স্থায়ী দোকান ছাড়াও রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাটের দিন কয়েকশো অস্থায়ী দোকান বসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ বাজারের ব্যবসায়ীরা তাঁদের সমস্ত আবর্জনা বাজার পার করে রামশাই ক্যানাল ব্রিজের পাশে ফেলে দিয়ে যান। আর তা সাফাই হয় না বছরের পর বছর। যা থেকে দুর্গন্ধে এলাকায় টেকাই দায় স্থানীয়দের। বারবার প্রশাসনকে এই বিষয়ে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই এদিন ওই বাজার এলাকায় পানবাড়ি রামশাইগামী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে শুরু হয় অবরোধ। স্থানীয় গ্রামবাসী হরি সরকার অভিযোগ করে জানান, বারবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতি এবং ব্যবসায়ী সমিতিকে ওই এলাকায় আবর্জনা না ফেলার আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে সমস্যার সমাধান হয়নি। পানবাড়ি বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কিরেন্দ্রনাথ রায় সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়ে জানান, বাজারে আবর্জনা ফেলার কোনও জায়গা নেই। প্রশাসনের তরফে আবর্জনা ফেলার জন্য কয়েকটি ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে। তবে সেগুলোও সাফাই হয় না নিয়মিত। বাধ্য হয়েই অনেকে রাস্তার পাশে আবর্জনা ফেলছেন। প্রশাসনের এই বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তোলেন তিনি। রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিশ্বজিৎ ওরাওঁ জানান, আবর্জনা ফেলার জায়গা যে সাফাই হয় না, সে কথা ঠিক নয়। সমস্ত আবর্জনা নির্দিষ্ট দিনে সাফাই করা হয়। এরপরেও কিছু কিছু ব্যবসায়ী যত্রতত্র আবর্জনা ফেলে রাখছেন। যাঁদের জন্যই সমস্যা চরমে উঠছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসও দেন তিনি। এদিন ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ গিয়ে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ জানান, ব্যবসায়ী সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক স্তরে এই বিষয়ে কথা বলে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় সেই চেষ্টা চলছে। ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুমুদরঞ্জন রায় বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। খোঁজ নিয়ে দেখব। সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

# মদের আসরে প্রতিবাদ, নিগ্রহ

সৌরভ দেব

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** মদের আসরের প্রতিবাদ করায় শারীরিক নিগ্রহের শিকার এক তরুণ। রবিবার রাতে সারদাপল্লি তিস্তার চার নম্বর তিস্তার স্পার এলাকার ঘটনা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় ওই এলাকায়। অভিযোগ, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মদের আসরে থাকা বহিরাগতদের মারামারি হয়েছে। পালটা স্থানীয়দের হাতে নিগ্রহের শিকার বহিরাগত এক কলেজ পড়ুয়া। রাতেই কোতোয়ালি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। স্থানীয়দের দাবি, এলাকায় বন্ধ হোক বহিরাগতদের মদের আসর। পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'ওই এলাকায় পুলিশের নিয়মিত অভিযান চলে। গতকাল রাতে একটি গোলমাল হয়েছে। পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।'

জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন তিস্তার স্পারের সারদাপল্লি এলাকাটি খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত।

*তিস্তার চার নম্বর স্পার এলাকায় রবিবার রাতে গণ্ডগোল হয়।*

তিস্তার স্পার শহরের মানুষের বরাবরই একটি বিনোদনের জায়গা হিসেবে পরিচিত। শীতের মরশুমে পিকনিক থেকে রোজকার আড্ডা মানেই শহরের নতুন প্রজন্মের ডেস্টিনেশন তিস্তার স্পার। একটা সময় হাতেগোনা এক-দুটো চায়ের দোকান থাকলেও আজ তিস্তার স্পার ভরে গিয়েছে ফাস্ট ফুডের দোকান আর রেস্তোরাঁয়। ফলে গভীর রাত পর্যন্ত বহিরাগতদের যাতায়াত লেগে থাকে তিস্তার স্পারে। আর এটাই এখনও নিত্যদিনের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে স্থানীয়দের কাছে।

সন্ধে নামতেই তিস্তার স্পারে নতুন প্রজন্মের জমজমাট আড্ডাস্থলে পরিণত হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, আড্ডার সঙ্গে চলে অবাধ মদ্যপান এবং মাদক সেবন। যার ফলে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে দাবি এলাকাবাসীর। রবিবার রাতে চার নম্বর স্পার এলাকায় ৫ থেকে ৭ জনের একটি বহিরাগত তরুণের দল মদের আসর বসায়। তরুণদের একাংশ

**বহিরাগতদের আনাগোনা**

- রাত নামলেই তিস্তার স্পারে বহিরাগতদের নেশার আসর
- রবিবার সেখানে আসর জমায় স্থানীয় কলেজের কিছু ছাত্র
- নেশা করে চিৎকার ও গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ
- সমস্যা হওয়ায় প্রতিবাদ করেন এক স্থানীয় তরুণ

মদের নেশায় বুঁদ হয়ে চিৎকার ও গালিগালাজ করছিল বলে অভিযোগ। সেই সময় প্রতিবাদ করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন স্থানীয় তরুণ শংকর রায়। অভিযোগ, সেই সময় মদের আসরে থাকা বহিরাগতরা শংকরের ওপর চড়াও হয়। বহিরাগতদের মারধরে মাথা ফাটে শংকরের। এরপর স্থানীয়রা একজোট হয়ে বহিরাগতের ওপর চড়াও হলে একজন বাদে সকলেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। মদের আসরের একজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। ওই মদের আসরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা শহরের একটি কলেজের ছাত্র। তাঁদের একাংশ ভিনজেলার বাসিন্দা। শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থেকে কলেজে পড়াশোনা করেন। শংকরের বাবা সুশীল রায় বলেন, 'বহিরাগতদের আড্ডা আমাদের এলাকায় এখন বড় সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সন্ধে নামতেই এলাকার বিভিন্ন জায়গায় মদ এবং মাদকের আসর বসে। আমার ছেলে মদের আসরের প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিল। বহিরাগতরা আমার ছেলেকে মারধর করেছে। আমরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি চাই।' এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা কুসুম মণ্ডল বিশ্বাস বলেন, 'সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নদীর ধারে বিভিন্ন জায়গায় মদ এবং মাদকের আসর বসে। আমরা প্রতিবাদ করলে উলটে গালিগালাজ করা হয়।' অন্যদিকে, ঘটনার পর পুলিশ মদের আসরের জায়গা থেকে চারটি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
মেঘ-সবুজের খেলা।। লেপচা জগতে ছবিটি তুলেছেন জয় কর্মকার।

## মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের দাবি

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** পৃথক কামতাপুর রাজ্য সহ কামতাপুরি ও রাজবংশী জনজাতির আর্থসামাজিক উন্নতির দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আর্জি জানিয়ে সোমবার জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয় দুই সংগঠন। রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি কমিটির আহ্বায়ক সরোজ ঘোষ এবং কেএলও লিংকম্যান নারী মঞ্চ সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক জ্যোৎস্না রায়ের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল জেলা প্রশাসনের সঙ্গে দেখা করেন। রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি, ইউপিএ আইন প্রত্যাহারের মতো একাধিক দাবি নিয়ে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চান।

## বেহাল সেতু

**ওদলাবাড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ডামডিম থেকে পশ্চিম ডামডিমের সরকারি পর্যটনকেন্দ্র ও বসতি এলাকায় যাওয়ার পথে ঘুঘরি ঝোরা সেতু বেহাল হয়ে পড়েছে। সরু লোহার কাঠামোর ওপর কংক্রিটের ঢালাই দিয়ে তৈরি সেতুর ধারে বড় মাপের একটি গর্ত ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে শুরু করেছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। ডামডিম হাটখোলা পেরিয়ে এই পথ ধরে পশ্চিম ডামডিমে নিয়মিত যাতায়াত করেন মহেন্দ্র প্রধান নামে এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ, 'গত কয়েকবছর ধরেই এই সেতুটি অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় রয়েছে। যাতায়াতের বিকল্প কোনও পথ না থাকার কারণে ঝুঁকি নিয়ে অ্যাম্বুল্যান্স সহ ছোট গাড়িগুলো যাতায়াত করে। যে কোনও সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।'

মালের বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস বলেন, 'নির্দেশ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

## বিশেষ সভা

**রাজগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর :** অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের রাজগঞ্জ ব্লক কমিটির বিশেষ সভা রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজগঞ্জের শাকিরাজোতে মতুয়া সম্প্রদায়ের সংঘ মন্দিরে। বক্তব্য রাখেন অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মাধব গোঁসাই, সহকারী সভাপতি নন্দলাল বিশ্বাস, কার্তিক কবিরাজ এবং সম্পাদক দীনেশ মজুমদার। সিএএ শুরু হলে মতুয়া সম্প্রদায়ের কী হবে সেটি কেন্দ্র সরকারকে জানানোর দাবি তোলা হয়েছে। সেইসঙ্গে ভোটার তালিকা সংশোধনীতে যাঁরা ২-৪ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তাঁদের কী পরিণতি হবে এই বিষয়টিও পরিষ্কার করার দাবি তোলা হয়েছে।

## চোখ পরীক্ষা

**রাজগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর :** সোমবার রাজগঞ্জের বড়ভিটা আমবাড়িতে একটি চোখ পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করে জরিফন নেছা ফাউন্ডেশন। শিবিরে প্রায় ২০০ জন চোখ পরীক্ষা করান। এদিন লায়ন্স ক্লাবে বিনামূল্যে ছানি অপারেশনের ব্যবস্থা করা হবে। এদিনের শিবিরে সহযোগিতা করে লায়ন্স ক্লাব শিলিগুড়ি। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা মিজানুর করিম বলেন, 'বছরের বিভিন্ন সময়ে স্বাস্থ্য, চোখ পরীক্ষা এবং রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকি আমরা। সংস্থার তরফে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষকে সাহায্য করা হয়।'

## প্রস্তুতি বৈঠক

**ময়নাগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ময়নাগুড়ি মাধবডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জল্পেশ এলাকায় সন্তানদলের তরফে কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গড়ার উদ্যোগে সভা অনুষ্ঠিত হল। এরপর পাশাপাশি আগামী ১৮ সেপ্টেম্বর হলদিবাড়িতে সন্তানদলের সভার প্রস্তুতি বৈঠক করা হয়।

*রামশাইয়ের কাওয়াগাব গ্রামে মহাকালবাবার মন্দির। - সংবাদচিত্র*

# বুনোদের ঠেকাতে মহাকাল বন্দনা

পূর্ণেন্দু সরকার

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** সারাবছর গ্রামে হাতির উপদ্রব লেগে রয়েছে। শুধু হাতি নয়, ঝাঁকে ঝাঁকে ময়ূরের আক্রমণে জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পুজোর পর জমি থেকে ধান কাটা হবে। তার আগে গরুমারার জঙ্গল থেকে একপাল হাতি এসে ধানখেতে দিনের পর দিন হামলা চালাচ্ছে। বুনোর এই উপদ্রব ঠেকাতে ময়নাগুড়ির রামশাইয়ের কাওয়াগাবের অধিকাংশ বাড়িতে মহাকালবাবার পুজো করা হয়। বিশ্বকর্মাপুজোর দিনই কাওয়াগাব গ্রামের সত্যমোহন রায়, কৃষ্ণ রায় ও হরেন রায়রা মহাকালবাবার পুজো করেন।

গরুমারার রামশাই জঙ্গলের পাশে কাওয়াগাব অবস্থিত। কৃষিকাজ এখানকার মানুষের পেশা। হীরেন রায়ের বাড়ির প্রাঙ্গণে টিনের চালাঘরে হাতির পিঠে বসে এক রাজবেশী পুরুষের মূর্তি রয়েছে। হীরেন বলেন, 'এই হাতির পিঠে বসে থাকা বিশ্বকর্মা আসলে রাজা। মহাকালবাবা অর্থাৎ হাতিকে এখানে দেবতাজ্ঞানে বিশ্বকর্মাপুজোর দিন পুজো করা হয়।'

কৃষ্ণ রায়ের বাড়ির সিংহী ভান্ডানি দেবীর মন্দিরের পাশে মহাকালবাবার মন্দির। হাতির পিঠে বসে থাকা বিশ্বকর্মাকে এলাকাবাসী 'রাজা' বলে সম্বোধন করেন। বিশ্বকর্মাপুজোর দিন হাতি মহাকালবাবা হিসেবে পূজিত হয়। লোকসংস্কৃতি গবেষক দিলীপ বর্মার কথায়, 'মানুষের সঙ্গে বন্যপ্রাণীর সংঘাত অতীতেও ছিল, এখনও আছে। তাই বংশানুক্রমে গ্রামবাসী বুনোদের দেবতাজ্ঞানে পুজো করেন।'

কাওয়াগাবের সত্যমোহন রায়ের বাড়ির মন্দিরগুলি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের বার্তা দেয়। মন্দিরের কংক্রিটের দেওয়ালে কোথাও হাতি, কোথাও ময়ূরের ছবি আঁকা।

সত্যমোহনের বক্তব্য, 'হাতির উপদ্রব এখানকার গ্রামে এখন স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ময়ূরের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হলেও এরা দেবতাজ্ঞানে গ্রামে পূজিত হয়। ধান পাকার সময় হাতি ও ময়ূরের

উপদ্রব হবেই। কিন্তু জমির ফসল বাঁচাতে আমরা ময়ূর ও হাতির পুজো করি, যাতে কোনও ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি না ঘটে। এবছরও মহাকালবাবার পুজো হবে।'

কাওয়াগাব থেকে রামশাই তিনমাথা মোড় পর্যন্ত বেশিরভাগ বাড়িতে, রাস্তার ধারে মহাকাল মন্দিরে ছেয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন পথচলতি মানুষ মহাকালবাবাকে প্রণাম করে তারপর কাজে বের হন। কাওয়াগাবের মতো পুরো গ্রামটিতে ময়ূরের সঙ্গে হাতির পুজো হয়ে আসছে। এবারও বিশ্বকর্মাপুজোর দিন এলাকাবাসী মহাকালপুজোয় ব্যস্ত থাকবেন।

# শরতের আকাশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে ঘুড়ি

অনীক চৌধুরী

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** একটা সময় ছিল, যখন বিশ্বকর্মাপুজোর প্রাক্কালে ঘুড়ি ওড়ানোর হিড়িক পড়ে যেত ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে। রেডিমেড কেনার পাশাপাশি অনেকে নিজেও বানিয়ে নিত ঘুড়ি। সেই দিন আর নেই। ক'দিন বাদেই বিশ্বকর্মাপুজো। কিন্তু,

ঘুড়ির দোকানে বিক্রি নেই বললেই চলে। নিজে ঘুড়ি বানিয়ে নিতেও এখন সেভাবে কাউকে আর দেখা যায় না।

জলপাইগুড়ি শহরের এক ঘুড়ির দোকানে এসেছিলেন ক্রেতা অপূর্ব চাকি। জানালেন, ওড়ানোর জন্যে নয়, পুজোমণ্ডপের ডেকোরেশনে ব্যবহার করবেন ঘুড়ি। কালো ঘুড়ি লাগবে। কিন্তু না মেলায় ফিরে গিলেন তিনি। বিক্রেতারা কিন্তু কাগজের ঘুড়ি, প্লাস্টিকের ঘুড়ির সঙ্গে লাটাই, মাঞ্জা সুতো সবই মজুত রাখছেন। ঘুড়ির দাম ৫ টাকা থেকে ৩০ টাকা। আছে চিল, রকেট সহ রকমারি ডিজাইনের। কিন্তু ক্রেতা কোথায়?

বিক্রেতা রাজু আগরওয়ালের মন্তব্য, 'বিশ্বকর্মাপুজোর আগে ব্যাপক বিক্রি হত একসময়। শীতকাল অবধি বিক্রি চলত। কিন্তু বেশ কয়েকবছর থেকেই ব্যবসা একদম মন্দা। এখন বাচ্চারা মোবাইল গেমে আসক্ত।' ঘুড়ি ওড়ানোর যে কী আনন্দ, তা এখনকার খুদেরা উপলব্ধিই করতে পারবে না। বলছেন প্রবীণরা। শহরের প্রবীণ নাগরিক অপূর্ব সরকারের কথায়, 'এখন আর ভোকাট্টার পর ঘুড়ির পেছনে ছোটে না কেউ। ঘুড়ি উড়ত যে মাঠ থেকে সেখানে আজ বড় বড় অট্টালিকা। বাবা-মায়েরাও আর উৎসাহ দেন না।'

বছরের এই সময়টায় ঘুড়ি ওড়ানোর রীতি বহুকাল থেকেই চলে আসছিল। কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রার মাঝে একটু একটু করে হারিয়েছে পুরোনো অনেক অভ্যাস। ঘুড়ির ব্যাপারটিও তাই। প্রতি বছর একটু একটু করে আকাশ থেকে কমছে ঘুড়ির সংখ্যা। ঘুড়ি ব্যবসায়ী বিকাশ সেন বলেন, 'বিশ্বকর্মাপুজোর আগের দিন কিছু ঘুড়ি এনে রেখে দেব, কিন্তু বিক্রি হবে বলে মনে হয় না। গত বছর ১৫০ ঘুড়ি এনেছিলাম। বিক্রি

> বিশ্বকর্মাপুজোর আগের দিন কিছু ঘুড়ি এনে রেখে দেব, কিন্তু বিক্রি হবে বলে মনে হয় না। গত বছর ১৫০টি ঘুড়ি এনেছিলাম। বিক্রি করেছি ৩০-৪০টি। তাই এবার অত আনব না।
>
> **বিকাশ সেন**
> *ঘুড়ি ব্যবসায়ী*

করেছি ৩০-৪০টি। তাই এবার অত আনব না।'

জনাকয়েক কিশোর জানাল, আকাশে ঘুড়ি উড়তেই দেখেনি তারা। শহরের পাহাড়িপাড়ার বাসিন্দা বছর দশেকের সুজয় দাস বলে, 'ঘুড়ি উড়তে দেখিনি, দেখেছি শুধু বইয়ের পাতায়।' ১২ বছরের আকাশ বিশ্বাস বলে, 'দুই-একবার ঘুড়ি ওড়ানোর চেষ্টা করেছি। খুব বোরিং। তাই হয় ক্রিকেট খেলি নয়, মোবাইলে গেম।'

*দিনবাজারে কার্টুন ঘুড়ি দেখছে এক খুদে। - সংবাদচিত্র*

## র‍্যাশনে কম দেওয়ার অভিযোগ

**ওদলাবাড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** র‍্যাশনে কম খাদ্যসামগ্রী দেওয়ার অভিযোগ উঠল ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এক এমআর ডিলারের বিরুদ্ধে। পিএইচএইচ অর্থাৎ প্রায়োরিটি হাউস হোল্ড কার্ডে মাথাপিছু খাদ্যসামগ্রী, বিশেষ করে ৩ কেজি চাল এবং ২ প্যাকেট আটা বরাদ্দ রয়েছে। কিন্তু পাথরঝোরা চা বাগানের ওই ডিলার সাধারণ গ্রাহকদের তা দিচ্ছেন না বলে অভিযোগ। নিশান্ত ছেত্রী নামে পাথরঝোরা চা বাগানের এক ব্যক্তি সরাসরি র‍্যাশন ডিলারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, 'আমার তিনজনের পরিবারে ৯ কেজি চাল ও ৬ প্যাকেট আটা প্রাপ্য। কিন্তু ওই র‍্যাশন ডিলার ৮ কেজি চাল ও ৫ প্যাকেট আটা দিয়েছেন।' বিষয়টি নিয়ে ডিলারের কাছে অভিযোগ জানাতে গেলেও তিনি গুরুত্ব দেননি বলে নিশান্ত জানিয়েছেন।

অভিযুক্ত ডিলার তুলসী আগরওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি গ্রাহকের অভিযোগ মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'খাদ্যসামগ্রী নিয়ে আসার সময়ে বা গুদামে রাখতে গেলে অনেক নষ্ট হয়, ইঁদুর খেয়ে নেয়। সে কারণেই গ্রাহকদের সঙ্গে কথা বলেই সবাইকে এমনভাবে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।' জানা গিয়েছে গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে এমনভাবেই খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে পাথরঝোরায়।

বিষয়টি নিয়ে খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের মাল মহকুমার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক কিংশুক মিত্র বলেন, 'গ্রাহকদের বরাদ্দ থেকে কোনওভাবেই প্রাপ্য খাদ্যসামগ্রী কেটে নিয়ে নিজের খুশিমতো কম দেওয়া যাবে না। পাথরঝোরার ওই এমআর ডিলার এমন করে থাকলে অভিযোগ খতিয়ে দেখে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

## ধূপগুড়িতে নাকা চেকিং

**ধূপগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** দুর্ঘটনা রুখতে এবারে এশিয়ান হাইওয়ের ওপর বিশেষ নাকা চেকিং বসাল ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড। সোমবার ধূপগুড়ির একাধিক জায়গায় সড়কে মদ্যপ চালকদের ধরপাকড়ের উদ্দেশ্যেই এই নাকা চেকিং বসানো হয়েছে বলে খবর। ট্রাফিক গার্ডের ওসি সহ একাধিক অফিসার ময়দানে নেমে চেকিং চালিয়েছেন। মূলত মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেলসেন লেপচার নির্দেশেই নাকা চেকিং বসানো হয়েছে। একনাগাড়ে বৃষ্টি ও পুজোর মুখে যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে, সেই থেকেই এই ধরপাকড় ও নজরদারি শুরু করা হয়। ধারাবাহিকভাবে নজরদারি ও চেকিং চালানো হবে বলেই জানিয়েছে পুলিশ।

# বিগ বাজেটের পুজো পরিদর্শন

শুভদীপ শর্মা

**ক্রান্তি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ঢাকে কাঠি পড়তে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। পুজো কমিটিগুলোর প্রস্তুতিও প্রায় শেষের পথে। ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে মাকে স্বাগত জানানোর তোড়জোড়। বাতাসে শিউলির গন্ধ, শরতের আকাশ আর কাশফুল, জানান দিচ্ছে দেবীর আগমন। এই পরিস্থিতিতে, সোমবার ক্রান্তি ব্লকের বিভিন্ন বিগ বাজেটে দুর্গাপুজোর আয়োজন ঘুরে দেখল প্রশাসনের একটি বিশেষ দল। পুজোর মণ্ডপ থেকে দর্শনার্থীদের সুরক্ষা, সমস্ত বিষয়ে খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখে পুজো কমিটিগুলোকে বেশ কিছু নির্দেশ দেওয়া হল প্রশাসনের তরফে। এছাড়াও বিসর্জনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিয়মাবলী বেঁধে দেওয়া হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

এদিন ক্রান্তি ব্লকের বিডিও রিমিল সোরেন, ট্রাফিক ইনস্পেকটর হাইওয়ে সন্দীপ সুব্বা, ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কুষাণ লেপচা, ক্রান্তি ট্রাফিক ওসি ফারুক আলম ও ক্রান্তি বিদ্যুৎ সরবরাহ দপ্তরের এসএম অভিষেক ঘোষ রায় মিলে ক্রান্তি ব্লকের লাটাগুড়ি, মৌলানি ও ক্রান্তির প্রায় আটটি বিগ বাজেটের পুজো মণ্ডপ পরিদর্শন করেন। ক্রান্তি ব্লকের বিডিও রিমিল সোরেন জানান, প্রশাসনের তরফে পুজোকে নির্বিঘ্ন করতে বেশ কিছু নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছিল। সেগুলো পুজো কমিটিগুলো সঠিকভাবে পালন করছে কিনা সেই বিষয়ে খতিয়ে দেখতেই এদিনের পরিদর্শন।

ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি কুষাণ লেপচা বলেন, 'বেশিরভাগ পুজো কমিটি সরকার নির্ধারিত নিয়মকানুন মেনেই পুজো প্যান্ডেল তৈরি করেছে। তবে কয়েকটি পুজো কমিটির প্যান্ডেলে কিছু খামতি ছিল সেগুলো তাদেরকে ঠিক করতে বলা হয়েছে।' ওসি জানান, বেশ কিছু পুজোমণ্ডপের পেছন দিক দিয়ে বের হওয়ার জায়গা ছিল না। সেই জায়গাগুলো তৈরির পাশাপাশি, সেখানে আলো দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের ক্রান্তির স্টেশন ম্যানেজার অভিষেক ঘোষ রায় বলেন, 'বেশ কিছু মণ্ডপ বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে আসার সম্ভাবনা ছিল। সেগুলো যাতে সঠিকভাবে নির্মাণ করা হয় সে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' অন্যদিকে, প্রতিবছর বিসর্জনের দিন একই সঙ্গে

**প্রশাসনের পরিদর্শন**

- বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন ঘুরে দেখলেন প্রশাসনের কর্তারা
- নিয়মবিধি ও সুরক্ষাবিধি যথাযথভাবে পালন হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখতে এই পরিদর্শন
- পরিস্থিতি দেখে কমিটিগুলিকে প্রশাসনের পরামর্শ
- বিসর্জনে সুবিধার জন্য প্রশাসনের বিশেষ ব্যবস্থা

বেশ কিছু পুজোমণ্ডপ বিসর্জনের জন্য বের হওয়ায় সমস্যা দেখা দেয়। প্রত্যেকটি পুজোমণ্ডপকে বিসর্জনের জন্য আলাদা সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হবে বলেও এদিন প্রশাসনের তরফে ঘোষণা করা হয়। লাটাগুড়ির বিগ বাজেটের পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম নেতাজি সংঘের পুজো। পুজো কমিটির সভাপতি জগবন্ধু সেন জানান, প্রশাসনের নিয়ম মেনে মণ্ডপ তৈরির কাজ করা হয়েছে। পাশাপাশি জাতীয় সড়কের পাশে পুজো হওয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

# বার্ষিক অধিবেশন

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** সোমবার জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের ৮৬তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাংকের কনফারেন্স হলে এদিনের অধিবেশন প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, 'এই বর্ষে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক ৮০০ কোটি টাকার টার্ন ওভারে পৌঁছেছে। এবছর প্রায় ২৪ হাজার কৃষককে কৃষিঋণ দেওয়া হয়েছে। নতুন করে পশুপালন, মৎস্য চাষে ঋণ দেওয়া হবে জলপাইগুড়ি জেলায়।' সঙ্গে আলিপুরদুয়ার জেলায় জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক দুগ্ধ সমবায় গড়ে তুলে শিশুদের প্রয়োজনীয় দুধ জোগান দেবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পাশাপাশি এই জেলায় বন্যাপ্রবণ এলাকা রয়েছে, তাই সেখানে কৃষি বিমার ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হবে। ১৭৭টি কৃষি সমবায় উন্নয়ন সমিতিকে কম্পিউটারাইজড করবে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক।

তিনি এও বলেন, 'মোট ৪১৩টি সমবায় সমিতি রয়েছে। যার মধ্যে ১৭৭টিতে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে।'

# বৈদিক রীতিতে পুজো

আব্দুল লতিফ

**গয়েরকাটা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** আর মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা। তারপর শুরু হবে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব। বেশিরভাগ জায়গায় দেখা যায় সবাই নতুন জামা পরে সেজেগুজে অষ্টমীর দিন মণ্ডপে অঞ্জলি দিতে যান। তবে বানারহাট ব্লকের সাঁকোয়াঝোরা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানপাড়া, উত্তর ডাঙ্গাপাড়া, দক্ষিণ সাঁকোয়াঝোরায় মহাষ্টমীতে নয় বরং মহানবমীর পুণ্যলগ্নে দেবী দুর্গাকে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার রীতি রয়েছে। বৈদিক রীতি মেনে মহাষষ্ঠীর দিন পুজোর সূচনা হয়। সপ্তমী, অষ্টমীতে নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পুজো হয়। তবে নবমীতে দেবীকে পিঠে, পায়েস ও ফল দিয়ে পুজো দেওয়া হয়। এই দিনই গ্রামবাসী দেবীকে অঞ্জলি দেন।

নবমীতে নতুন পোশাক পরে পুষ্পাঞ্জলি দিতে মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় জমান এলাকার পুরুষ ও মহিলারা। গ্রামীণ এলাকার এই সকল পুজোর মধ্যে অন্যতম হল প্রধানপাড়ার

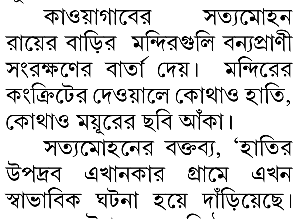

*বটতলা কোরিয়ান ক্লাবের প্যান্ডেল।*

বটতলা কোরিয়ান ক্লাবের পুজো। এই পুজো প্রায় ১৩১ বছরের পুরোনো। পূর্বপুরুষদের সংস্কৃতি বজায় রেখে উদ্যোক্তারা পুজোর আয়োজন করেন। গ্রামাঞ্চলের পুজো হলেও প্রতি বছর নিজস্বতা বজায় রেখে পুজোর আয়োজন করেন তাঁরা। সরকারি অনুদানের পাশাপাশি গ্রামবাসীর আর্থিক সহযোগিতায় পুজোর আয়োজন করা হয়। নিজেদের লোকসংস্কৃতিকে ধরে রাখতে পুজোর দিনগুলিতে সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই পুজোকে ঘিরে এলাকাবাসী আনন্দে মেতে ওঠেন।

গ্রামাঞ্চলের পুজো হলেও প্রতি বছর দর্শনার্থীদের নতুন কিছু উপহার দেয় বটতলা কোরিয়ান ক্লাবের পুজোর উদ্যোক্তারা। এবছরও মণ্ডপসজ্জা ও প্রতিমার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সন্ধ্যায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাইরের থেকে শিল্পীরা আসেন। নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে এই ক্লাবের পুজো করেন ক্লাবের সদস্য হরেকৃষ্ণ দেব শর্মা।

তিনি জানান, বৈদিক রীতিতে এই পুজো করা হয়। স্থানীয় জমিদার সুখমন রায়ের বাড়িতে এই পুজো শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে এই পুজো সর্বজনীন হয়ে যায়। পুজো কমিটির সভাপতি ফণীভূষণ রায় জানান, শতাব্দীপ্রাচীন এই পুজো রাজবংশী ঐতিহ্য মেনে হয়। এছাড়া নবমীতে দর্শনার্থীদের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হয়।

এল এল পুজো এল

# নবমীতে পূজিতা হন সোনার দুর্গা

অভিরূপ দে

**ময়নাগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** কোনও মন্দিরে নয়। সারা বছর ট্রেজারির বিশেষ ভল্টে দেবী দুর্গা থাকেন। পুজোর সময় নবমীর দিন মাকে নিয়ে আসা হয়। পুজো করে ফের ভল্টে রেখে দেওয়া হয়। ময়নাগুড়ি ব্লকে এভাবেই শতাধিক বছর ধরে সোনার দুর্গা পূজিতা হয়ে আসছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে এই দেবী মা গোসানি হিসেবে পরিচিত। এবছরও গ্রামে জোরকদমে পুজোর প্রস্তুতি চলছে। মন্দিরের পুরোহিত কুমুদ রায় বলেন, 'আমার বাবা, ঠাকুরদা এর আগে এই পুজোয় পুরোহিতের দায়িত্ব সামলাতেন। দুই বছর ধরে আমি এই পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছি।'

ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টি পার করে খয়েরখাল গ্রাম। গ্রামে রাস্তার

*খয়েরখাল গ্রামের সোনার দুর্গা। -সংবাদচিত্র*

পাশে টিনের চাল দেওয়া মন্দির। দুর্গাপুজোর নবমীর দিন ভল্ট থেকে সোনার তৈরি দুর্গা প্রতিমা নিয়ে আসা হয়। মূর্তির উচ্চতা ৭ ইঞ্চি। ওজন প্রায় ৪০০ গ্রাম। সোনার তৈরি এই দশভুজার দুটি সিংহ রয়েছে। বিগ্রহের মধ্যে একই সঙ্গে অসুর ও মোষের মাথা আছে। তবে এই দুর্গার সঙ্গে তাঁর কোনও সন্তানসন্ততি থাকেন না। দেবীর হাতে কোনও অস্ত্র থাকে না। কিন্তু অসুর বধের ভঙ্গিতে তিনি বিরাজমান। তবে কয়েকবছর থেকে গ্রামবাসীরা দুর্গার হাতে রুপোর অস্ত্র দিয়েছেন। বসার জন্য রুপোর সিংহাসন তৈরি হয়েছে। খয়েরখালের এই দুর্গার সঙ্গে জলপাইগুড়ি বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ি ও কোচবিহার রাজবাড়ির মন্দির দশভুজার যথেষ্ট মিল রয়েছে। নবমীর দিন বৈষ্ণব মতে দুর্গাপুজো হয়। ভল্ট থেকে বিগ্রহ নিয়ে এসে স্নান করিয়ে এই মন্দিরে পুজো করা হয়। পুজোতে পাঁঠা ও পায়রা বলি দেওয়ার রেওয়াজ থাকলেও কয়েক বছর ধরে বলিপ্রথা বন্ধ আছে। পুজো শেষে ওইদিনই সূর্যাস্তের আগে ঘটে জল ঢেলে বিগ্রহ চুবিয়ে প্রতীকী বিসর্জন দেওয়া হয়। বর্তমানে এলাকাবাসী কমিটি গঠন করে পুজোর আয়োজন করেন। পুজো কমিটির সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ রায়ের কথায়, 'পুজোর আয়োজনে কোনও খামতি রাখা হয় না।'

অনেক বছর আগে এই খয়েরখাল এলাকা গভীর জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। জনশ্রুতি আছে, সেসময় এক সাধু শত্রুদের হাত থেকে বাঁচতে খয়েরখালের পাশে ওই জঙ্গলে আশ্রয় নেন। তিনি ওই খাল থেকে সোনার দুর্গাটি পেয়েছিলেন। জঙ্গল ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার সময় সোনার দুর্গা তিনি গ্রামবাসীকে দিয়ে যান। তারপর থেকে সোনার দুর্গা নবমীর দিন পূজিতা হন।

## সংস্কার

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবানন্দপুরের জন্মভিটের সংস্কার করা হবে। তাঁর জন্মদিবসে শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বরাদ্দ হয়েছে ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

## নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

প্রাথমিক স্তরে স্পেশাল এডুকেশন টিচার্স নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল সোমবার। ন্যূনতম বয়সসীমা ২০ ও সর্বাধিক বয়স ৪০ বছর। টেট পাশ বাধ্যতামূলক। ২৩০৮টি শূন্যপদ রয়েছে।

## শংসাপত্র

এসসি শংসাপত্র পেতে যেন অসুবিধায় না পড়েন সাধারণ মানুষ। সোমবার নবান্নে এসসি কাউন্সিলের বৈঠকে এই কথা মুখ্যসচিবকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

## অদ্ভুত অতিথি

১০ অক্টোবর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে দেখা যাবে ৩আই/অ্যাটলাস বা অদ্ভুত অতিথি। সূর্যাস্তের পর ১২ ইঞ্চির ব্যাসের টেলিস্কোপ দিয়ে এটি দেখতে হবে বলে জানাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

# এক দশকে সবচেয়ে কম প্রজনন হার

## রাজ্যে নারীর সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে পরিবর্তন, বলছে রিপোর্ট

**কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** গত ১০ বছরে রাজ্যে প্রজনন হার কমেছে ১৭.৬ শতাংশ। সম্প্রতি স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সার্ভে রিপোর্টে উঠে এসেছে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। গ্রামাঞ্চলে প্রজনন হার কমেছে ১৬.৭ শতাংশ। শহরাঞ্চলে সেই সংখ্যাটা ৮.৩ শতাংশ। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, রাজ্যে ১৫-৪৯ বছর বয়সি নারীদের সাক্ষরতার হার জাতীয় গড়ের তুলনায় অনেকটাই বেশি। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলায় ৪ জন সাক্ষর নারীর মধ্যে মাত্র ১ জন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। সারা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়সি নারীদের মোট সাক্ষরতার হার ৯৩.১ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় মাত্র ৯০.৫ শতাংশ। এই বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসতেই রীতিমতো চর্চা শুরু হয়েছে রাজ্যের সব মহলে। বিশেষজ্ঞদের মত, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নতি, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির কারণেই এই উন্নতির

ছবি-এআই

শিখর ছুঁতে পেরেছে পশ্চিমবঙ্গ।

এই পরিসংখ্যান উঠে এসেছে ২০১১-২০১৩ ও ২০২১-২০২৩ সালের স্যাম্পেল রেজিস্ট্রেশন সার্ভের তুলনামূলক বিশ্লেষণ থেকে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে নারীদের প্রজনন হারের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, একজন মহিলা তাঁর প্রজননকালে যত সংখ্যক শিশু জন্ম দিতে পেরেছেন তার হারকেই বলে মোট প্রজনন হার। সাধারণত দেশের জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখতে এই গড়ের মান হওয়া প্রয়োজন ২.১। ২০২৩ সালের রিপোর্ট বলছে, এই রাজ্যে সেই মান মাত্র ১.৩। অথচ ১০ বছর আগেও এই মান ছিল ১.৭। অর্থনীতিবিদ অভিরূপ সরকারের কথায়, এই রিপোর্ট নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দিচ্ছে নারীরা বর্তমানে কতটা উন্নত। সম্প্রতি অন্যান্য রিপোর্টেও দেখা গিয়েছে, মেয়েদের স্কুলছুটের হার তুলনায় কমেছে অনেকটাই।

যদিও বাল্যবিবাহের অন্ধকার এখনও কাটেনি বাংলায়। গোটা দেশে ১৫-১৯ বছর বয়সি নারীদের প্রজনন হারের গড় যেখানে ১১, সেখানে রাজ্যের ক্ষেত্রে ওই হার ২৩.৩। কিছুটা হলেও চিন্তা বেড়েছে শিক্ষামহলের। গ্রামগুলিতে সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নারীদের স্কুলমুখী করতে উদ্যোগ নেওয়া শুরু করেছে তারা। রিপোর্ট বলছে, ১৮ বছরের গণ্ডি পেরোনোর আগেই রাজ্যের ৬.৩ শতাংশ বালিকা বাল্য বিবাহের শিকার। গ্রামবাংলায় সেই হার ৫.৮ শতাংশ। শহরাঞ্চলে ৭.৬ শতাংশ বালিকা এর শিকার। বিজেপির দাবি, 'কন্যাশ্রী', 'রূপশ্রী'র মতো প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাই দাবি করুন না কেন, বাস্তবে তা ব্যর্থ। দারিদ্র্য, কর্মসংস্থান ও মহিলাদের নিরাপত্তার অভাবের জন্যই বাবা-মায়েরা অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। সম্প্রতি সরকারি প্রকল্প পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো জেলায় বাল্য বিবাহ বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

কেরল ও হিমাচলপ্রদেশ বরাবরের মতোই সাক্ষরতার হারে এগিয়ে রয়েছে। সেখানে ১৫-৪৯ বছর বয়সি নারীদের সাক্ষরতার হার ৯৯ শতাংশেরও বেশি। এছাড়াও মোট প্রজনন হারের দিক থেকে সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে শহুরে বাংলা। তারপরই রয়েছে দিল্লি। বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান প্রজনন হারের দিক থেকে সবচেয়ে এগিয়ে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নারীদের উচ্চশিক্ষার হার বাড়িয়ে নেতিবাচক দিকগুলিকে কাটিয়ে ওঠাই পশ্চিমবঙ্গের কাছে এখন সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

*তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে...*

*মৃন্ময়ীতে মগ্ন পদ্মশ্রী সনাতন রুদ্র। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

# প্রতিরক্ষা পরিকাঠামোয় জোর মোদির

**কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের মধ্যে দিয়ে দেশের সেনা বাহিনীকে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রস্তুত হতে হবে। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামে তিনদিন ব্যাপী কম্বাইন্ড কমান্ডার্স কনফারেন্সের উদ্বোধন করে এই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতের জন্যে আরও শক্তিশালী করতে হলে এখনই দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। সোমবার সকালে ফোর্ট উইলিয়ামে আয়োজিত সেনা কনফারেন্সে সেনা কর্তাদের কাছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দুপুর ১টা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়াম থেকে রেসকোর্স হয়ে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছোন প্রধানমন্ত্রী। সেখান থেকে ১টা ৪০ মিনিটে বিহারে পূর্ণিয়ার উদ্দেশে রওয়না দেন প্রধানমন্ত্রী।

সাম্প্রতিককালে নেপাল-বাংলাদেশের পালাবদলে দেশের সীমান্ত সুরক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বা প্যালেস্টাইন-ইসরাইয়েল যুদ্ধে কৌশল বদলেছে। পলেহগাঁও কাণ্ডের বদলা নিতে অপারেশন সিঁদুরেও যুদ্ধ কৌশল বদলেছে ভারত। এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আজকের দিনে যুদ্ধ শুধু সীমান্তে গুলি চালানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বরং প্রযুক্তি, কৌশল, উদ্ভাবনের ওপর নির্ভর করছে যুদ্ধের সাফল্য। তাই ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর যৌথ কার্যক্ষমতা আরও জোরদার করতে হবে। কার্যত এবারের বৈঠক তিন বাহিনীর মধ্যে সেই সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যেই। একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরিতে দেশীয়

**সেনা সম্মেলনে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী**

প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা বাড়াতে গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। আত্মনির্ভর ভারতের কথা মনে করিয়ে দিয়ে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার জন্যে সেনা বাহিনীকে প্রস্তুত হতে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নকে আরও উৎসাহিত করা হবে বলেও ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিশেষজ্ঞদের মতে প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা শুধু দেশের সামরিক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণই নয় তার দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত আত্মনির্ভরতার দিকেও তাতে এগিয়ে দেবে।

এদিন অপারেশন সিঁদুরের প্রসঙ্গ টেনে এনে সেনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের নিরাপত্তা, জলদস্যু দমন, বিদেশে বিপন্ন ভারতীয়দের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দেশবাসীর সেবায় সেনাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন সোমবার সকালে রাজভবন থেকে সাড়ে ৯টা নাগাদ ফোর্ট উইলিয়ামে পৌঁছোন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেনা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ও সেনা বাহিনীর তিন বিভাগের শীর্ষকর্তারা। আগামী দু-দিনের বৈঠকে সেনা বাহিনীর কাঠামোগত, প্রশাসনিক ও অপারেশনাল প্রস্তুতি নিয়ে তিন বাহিনীর সেনা কর্তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময় করবেন। মঙ্গলবার সেনা সম্মেলনে ভাষণ দেবেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং ও সম্মেলনের শেষ দিনে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিন প্রধানরা।

*সোমবার সেনা সমন্বয় বৈঠকে কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী। ফোর্ট উইলিয়ামে আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় ।*

# জাল জন্ম শংসাপত্রের তদন্তে সিআইডি

## পুর এলাকায় দুর্নীতির অভিযোগ

**দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** রাজ্যের পুরসভায় জাল জন্ম শংসাপত্র বিলি করার ঘটনা সামনে এসেছে। বিষয়টি পুর দপ্তরের নজরে আসার পরেই এই নিয়ে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। পুর দপ্তর সূত্রে খবর, মূলত জন্ম শংসাপত্র বিলি করার জন্য প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ না করেই কয়েকটি পুরসভা তা বিলি করছে। হাসপাতালের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য না নিয়ে জন্ম শংসাপত্র কেন বিলি করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গের কোচবিহার সহ বেশ কয়েকটি পুরসভায় এই অনিয়মের ঘটনা সামনে এসেছে। তারপরেই এই নিয়ে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুর দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সিআইডি তদন্তের পাশাপাশি পুর দপ্তর বিভাগীয় তদন্তও শুরু করেছে। পুর দপ্তরের এক ডেপুটি সেক্রেটারির নেতৃত্বে এই তদন্ত চলছে। ১৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতেও বলা হয়েছে।

এর আগে জাল ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে রাজ্য সরকারকে যথেষ্ট বিব্রত হতে হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে উচ্চ আদালতে মামলাও চলছে। ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে মামলার জেরে নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। এরই মধ্যে জাল জন্ম শংসাপত্র বিলির ঘটনা সামনে আসার পরেই অস্বস্তিতে পড়েছে রাজ্য সরকার। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর নিয়ে নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছে। ১৯৮৯ সালের পরে যাঁদের জন্ম, তাঁদের ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য জন্ম শংসাপত্র বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে যাতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোনও আঙুল না ওঠে, সেদিকে নজর রয়েছে রাজ্যের পুর দপ্তরের। কিন্তু কীভাবে পুরসভার কর্তাদের নজর এড়িয়ে এই জাল শংসাপত্র বিলি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে নগরোন্নয়ন দপ্তরের কর্তাদের।

প্রাথমিক তদন্তে পুর দপ্তরের কর্তারা জানতে পেরেছেন, পুরসভার নীচুতলার কিছু অফিসার ও কর্মীর মদতে এই জাল শংসাপত্র বিলি করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা না নিয়েই তাঁদের শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এরপর এই নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত সপ্তাহেই পুর দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানেই তিনি এই বিষয়টি উল্লেখ করেন। প্রয়োজনে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করে তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতেও বলা হয়েছে। জাল ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে রাজ্য সরকার এমনিতেই বিব্রত। এর মধ্যে জাল জন্ম শংসাপত্র নিয়ে অভিযোগ ওঠায় চিন্তা বেড়েছে নবান্নের কর্তাদের।

# ইআরওদের সতর্ক হতে নির্দেশ কমিশনের

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরকে আইনানুগভাবে নির্ভুল করতে ইআরও, এইআরও সহ তালিকা সংশোধনের কাজে যুক্ত আধিকারিক ও কর্মীদের প্রশিক্ষণ শুরু করল কমিশন। কমিশনের নির্দেশে মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। ভোটার তালিকার কাজে যুক্ত সমস্ত এডিএম, ওসি ইলেকশন, ইআরও, এইআরও এবং রাজ্য পর্যায়ের মাস্টার ট্রেনারদের মঙ্গলবার দুপুর ২টোয় এই কর্মশালায় ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত হতে হবে। এদিন জেলা নির্বাচনি আধিকারিক (জেলা শাসক) এই ব্যাপারে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে সিইও দপ্তর।

পুজো মিটলেই পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের অধিকাংশ রাজ্যে এসআইআর শুরু হওয়ার কথা কার্যত জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। বিহারের চূড়ান্ত ভোটার তালিকাও ইতিমধ্যে প্রস্তুত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এসআইআরে ভোটার তালিকা থেকে নাম তোলা ও বাদ দেওয়া নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না কমিশন। প্রতিটি ক্ষেত্রে আইনানুগ সবদিক খতিয়ে দেখে যাতে এই কাজ করা হয়, সেই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে চায় কমিশন। যাতে পরবর্তী ৭ অক্টোবরের শুনানিতে এসআইআর নিয়ে শীর্ষ আদালতে কোনও অস্বস্তির মুখে পড়তে না হয় কমিশনকে।

ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল দায়িত্ব ইআরওদের। ইতিমধ্যেই তা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে কমিশন। এই কর্তব্যে কোনওরকম গাফিলতি হলে চূড়ান্ত শাস্তির মুখে পড়তে হতে পারে বলেও আগাম সতর্ক করে দিয়েছে কমিশন। এই পরিস্থিতিতে ভোটার তালিকা পরিমার্জনের ক্ষেত্রে আইন মেনে ঠিক কী করা উচিত, সেই বিষয়ে ইআরও, এইআরও সহ এসআইআরের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত ভোটকর্মীকে আরও একবার স্পষ্ট করে দিতে চায় কমিশন। এই লক্ষ্যেই এই বিশেষ প্রশিক্ষণের আয়োজন। ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত বিএলও-র প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। বুধবার রাজ্যে আসছেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। রাজ্য সফরে এসে জেলায় জেলায় এসআইআর সংক্রান্ত কাজের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন।

# পার্থকে ধমক বিচারপতির

## ২৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন

**রিমি শীল**

**কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নিম্ন আদালতের বিচারকের ধমক শুনলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সোমবার ভার্চুয়ালি আদালতে হাজিরা দিয়ে ফের তিনি বলেন, 'আমি নির্দোষ।' আর তারপরই বিচারকের ধমক খেতে হয় তাঁকে। এদিন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে নবম-দশমে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চার্জ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছে।

সংশোধনাগার থেকে ভার্চুয়ালি হাজির ছিলেন অশোক সাহা, জীবনকৃষ্ণ সাহা, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীরেশ ভট্টাচার্য। রাজ্যের উচ্চ আদালতে এদিনই সিবিআইয়ের মামলায় বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের এজলাসে পার্থর বিরুদ্ধে শুনানি শেষ হয়েছে। রায় দান স্থগিত রাখা হয়েছে। এই মামলায় জামিন পেলে জেল মুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে পার্থর। ফলে পুজোর আগে পার্থর জেলমুক্তি হবে কিনা তা নিয়ে ইতিমধ্যেই চর্চা শুরু হয়েছে।

এদিন নিম্ন আদালতে পার্থকে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিতে দেখা যায়। চোখে কালো চশমা পরে হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি দাবি করেন, তিনি নির্দোষ। বিচারক সমস্ত অভিযুক্তকে অভিযোগগুলি পড়ে শোনাতে থাকেন। তিনি বলেন, 'আপনারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে অযোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরকেও বিকৃত করেছেন।' জীবনকৃষ্ণ সাহাদের উদ্দেশে বিচারক বলেন, 'আপনারা এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। চাকরিপ্রার্থীদের প্রভাবিত করে ঘুষ দিতে বাধ্য করেছেন। কখনও ভুয়ো নিয়োগপত্র ব্যবহার করেছেন, কখনও নথি জাল করে প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছেন।'

পার্থর উদ্দেশে বিচারক আরও বলেন, 'অশোক সাহা, শান্তিপ্রসাদ সিনহা, কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়কে মধ্যশিক্ষা পর্ষদে নিযুক্ত করে অবৈধ কাজ করিয়েছেন তিনি।' তারপরই পার্থ দাবি করতে থাকেন, 'আমি বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা রাখছি। আমি রোজ একই কথা বলব। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ।' তখনই বিচারক বলেন, 'আপনার আইনজীবী রয়েছেন, কিছু জানার থাকলে তাঁকে বলুন।'

ফের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য, 'তাহলে আমার কিছু বলার অধিকার রইল না?' ধমকের সুরে বিচারক উত্তর দেন, 'যখন সময় আসবে তখন বলবেন। এখন যতটুকু জানতে চাওয়া হয়েছে ততটুকু বলুন।' পার্থর আইনজীবীর দাবি, এই মামলায় মোট চারটি চার্জশিট জমা পড়েছে। প্রথমদিকে তাঁর মক্কেলের নাম ছিল না। পরে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। পার্থকে ফাঁসানো হয়েছে। নিরপেক্ষ কোনও সাক্ষীর বয়ানেও দাবি করা হয়নি পার্থ বেআইনি নিয়োগের সঙ্গে জড়িত। তাই তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হোক।

এদিন কলকাতা হাইকোর্টেও প্রাথমিকে সিবিআই মামলায় পার্থর জামিনের আবেদনের শুনানি শেষ হয়েছে। রায় দান কবে ঘোষিত হবে তা স্পষ্ট করা হয়নি।

# খুনের অভিযোগ দায়ের বাবার

**কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** অবশেষে যাদবপুর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃতা পড়ুয়ার বাবা। এই ঘটনায় প্রথম থেকেই ষড়যন্ত্রের সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সোমবার থানায় গিয়ে খুনের মামলা দায়ের করলেন তিনি। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা নথিভুক্ত করেছে পুলিশ। আগেই এই ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। এবার খুনের মামলারও তদন্ত করবে। মেয়ের মৃত্যুতে আইনি পথে হাঁটবেন বলেও জানিয়েছিলেন মৃতার বাবা। ঘটনার পর চারদিন কেটে গেলেও এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। পরিবারের তরফে রবিবার পর্যন্ত কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে এদিন সকালে লালবাজার যান ওই পড়ুয়ার বাবা। সেখানে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলার পর যাদবপুর থানায় যান তিনি।

লালবাজার সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় খুনের তথ্য পাননি তদন্তকারীরা। তবে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। সিসিটিভি ফুটেজের ওপর বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। মৃতার ঘনিষ্ঠদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এদিনও যাদবপুরের তিন ছাত্রকে তলব করে পুলিশ। তবে তাঁর পরিবার আত্মহত্যার তত্ত্ব মেনে নিতে নারাজ। এদিনও তাঁর বাবা বলেন, 'এটা দুর্ঘটনা নয়, খুনের ঘটনা।' তবে যাদবপুরের পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে রাজনৈতিক তর্জা চলছেই। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'যাদবপুরে অতিবাম, মাকুরা আড্ডা মারছে। ওরা সংবিধান মানে না। ওরা যাদবপুরে সিসিটিভি বসাতে দেবে না। এরাই ভোটের সময় 'নো ভোট টু মোদি' স্লোগান তোলে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার লাভ পান।' ঘটনার প্রতিবাদে এদিন প্রতিবাদ দেখায় এসএফআইও।

# বিমানবন্দরে সুকান্তর গাড়ি আটকাল পুলিশ

**অরূপ দত্ত**

**কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** প্রধানমন্ত্রীর সফরেও বিতর্ক পিছু ছাড়ল না। সোমবার সেনার অনুষ্ঠান সেরে দমদম বিমানবন্দর থেকে বিহারে যাওয়ার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রীর। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানাতে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গেই উপস্থিত থাকার কথা ছিল কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের। সেই উদ্দেশ্যেই এদিন বিমানবন্দরের ৪ নম্বর গেট দিয়ে ঢুকে তাঁর কনভয় যাচ্ছিল ভিভিআইপি লাউঞ্জের

**সিপিকে কান ধরে ওঠবস করানোর হুঁশিয়ারি**

দিকে। আর তখনই সুকান্তর কনভয় আটকে দেয় পুলিশ। কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে বচসার পর শেষপর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে ভিভিআইপি লাউঞ্জে পৌঁছোতে হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে। কিন্তু রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বিনা বাধাতেই পৌঁছে গেলেন সেখানে। এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অবমাননা করার অভিযোগ এনেছে বিজেপি। উঠেছে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও। ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী স্বাধিকারভঙ্গের অভিযোগ তুলে চিঠি দিয়েছেন লোকসভার স্পিকারকে।

সুকান্তর মতে, রাজনৈতিক কারণেই এই পক্ষপাতমূলক আচরণ। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর প্রতি চূড়ান্ত অবমাননা। পুলিশ কমিশনারের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে সুকান্ত বলেন, 'আপনাদের মাধ্যমে ওই অফিসারকে বলে দিচ্ছি, পারলে কোর্টে যান। যেখানে পারেন যান। আমি ব্যাক করাব দিল্লি থেকে। দিল্লিতে গিয়ে কান ধরে ওঠবস করাব।'

যদিও সুকান্তর উদ্দেশে তৃণমূলের কটাক্ষ, প্রধানমন্ত্রীকে কারা বিদায় জানাবেন, তার তালিকায় হয়তো উনি ছিলেন না।

# রক্ষী থেকে গ্রন্থাগারিক, সাজল বইবাগান

**নয়নিকা নিয়োগী**

**কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** 'রকেট সিং-সেলসম্যান অফ দ্য ইয়ার' সিনেমায় গড়পরতা রেজাল্ট করা পঞ্জাবের অজ গ্রামের ছেলে হরপ্রীত সিং বেদি দেখিয়ে দিয়েছিলেন, সৎভাবে জীবনে সফল হওয়া যায়। সঠিক পথে থেকে জীবনযুদ্ধে জেতা যায়। সুদূর সুন্দরবন অঞ্চলের পাথরপ্রতিমা থেকে আসা নিরাপত্তারক্ষী সত্যরঞ্জন দলুইয়ের গল্পটাও ঠিক এমনই। 'রকেট সেলস'-এর মতো ব্যবসা সত্যরঞ্জন দাঁড় করাতে পারেননি ঠিকই, তবে সৎ পথ অবলম্বন করে জিতে গিয়েছেন জীবনযুদ্ধে। ২০১০ সালে উত্তর কলকাতার বহু পরিচিত জগৎ মুখার্জি পার্কে এসে তিনি তৈরি করে ফেলেছেন একটি গোটা বইবাগান।

এখন তাঁর মুক্ত গ্রন্থাগারে ১৫ হাজারেরও বেশি বইয়ের ভিড়। হঠাৎ নিরাপত্তারক্ষী থেকে লাইব্রেরিয়ান হয়ে উঠলেন কীভাবে? সত্যরঞ্জনের উত্তর, 'প্রথমে সামনের বস্তি এলাকার বাচ্চাদের নিয়ে প্রথমে পড়াতে শুরু করি। এই চত্বরে প্রচুর স্কুল রয়েছে। ছেলেমেয়েদের স্কুলে পৌঁছে বাবা-মায়েরা বরাবরই এই মাঠে গল্পগুজব করেন। তাঁদের অনুরোধেই প্রথম ছোট বই, সংবাদপত্র, পত্রিকা রাখতাম। গরিব বাচ্চাগুলোর যা যা বই দরকার হত, ওরাও বিনা পয়সায় এখানে এসে সেগুলি পড়ত। ছোট থেকে ভেবেছিলাম, সমাজের জন্য কিছু করব। আজ অনলাইনের দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে বইয়ের পোকা ঢোকাতে পেরে মনে হচ্ছে কিছু তো পেরেছি!' মাধ্যমিকের গণ্ডি পেরিয়েই ১৯৮৮ সালে কম্পিউটার শিখতে কলকাতায় চলে এসেছিলেন সত্যরঞ্জন। প্রথম

*নিজের তৈরি লাইব্রেরিতে সত্যরঞ্জন দলুই। -সংবাদচিত্র*

মাসিক বেতন ছিল মাত্র ১৫০ টাকা। ঘাড়ে তখন সংসারের বোঝা। তাই ইচ্ছা থাকলেও পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। নিরাপত্তারক্ষীর দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর বই সংগ্রহের উদ্যোগে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিনামূল্যে বই দিয়েছিলেন। কিছু আবার কিনতে হয়েছিল সত্যরঞ্জনের নিজের পয়সায়। আলমারি কিনেছেন। বানিয়েছেন বই রাখার জন্য সারি সারি তাকও। এখন সাহায্য আসে আমেরিকা সহ একাধিক দেশ থেকে। সম্প্রতি ঢাকুরিয়ার এক বাসিন্দা কম্পিউটারও দিয়ে গিয়েছেন বিনামূল্যে।

ব্যস্ত কুমোরটুলির রাস্তায় তখন বেশ ভিড়। তার মধ্যেই কেউ কেউ সবান্ধব উঁকি মারছেন গ্রন্থাগারের দরজায়। কেউ আবার দুপুরের অবসর সময়ে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন সংবাদপত্রের পাতায়। পার্কের সেক্রেটারি দৈপায়ন রায় বলেন, 'সবটাই সত্যরঞ্জনের নিজস্ব চেষ্টায়। ভিড় আগের থেকে অনেক বেড়েছে। আমাদের এবারের থিম এআই। যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে সৃজনশীলতা হারিয়ে ফেলছেন মানুষ, তখন সত্যরঞ্জনের এই প্রচেষ্টা মানুষের কাছে অক্সিজেনের মতো।' দ্বিতীয়ার পর থেকে প্রতিমা দর্শনের জন্য বছর বছর ভিড় উপচে পড়ে পার্কে।

বাবার সঙ্গে ঠাকুর দেখতে আসেন সত্যরঞ্জনের দুই সন্তান ও স্ত্রীও। সত্য বলেন, 'নো এন্ট্রি থাকায় গ্রন্থাগারে পুজোর সময় ভিড় কিছুটা কম থাকে। তাই দশমীতে সুযোগ পেলে আমিও সপরিবারে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়ি।' গ্রন্থাগারে এখন তাক সাজানো চলছে। ধর্মগ্রন্থ, গোয়েন্দা, ভূত, ঐতিহাসিক গল্প ও উপন্যাসগুলি আলাদা আলাদা ঠিকানা পাচ্ছে। ছুটি নেই সত্যরঞ্জনের। গ্রন্থাগারের দীর্ঘদিনের এক পাঠকের কথায়, 'যাঁর নামেই সত্য, তিনি তো সৎ পথে মানুষের জন্য কাজ করবেনই। এটাই তো স্বাভাবিক।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩০ ভাদ্র ১৪৩২

# বিরামহীন নরসংহার

দেশ বলে কি আর কিছু আছে! টানা প্রায় ২৩ মাস নিরন্তর হামলায় বিপর্যস্ত ভূখণ্ড। জনপদের পর জনপদ গুঁড়িয়ে গিয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মতো ধ্বংসস্তূপ চারদিকে। 'গাজা' নামটা শুধু টিকে আছে। রোজ উধাও হয়ে যাচ্ছে মানুষও। জনসংখ্যা ছিল ২ লক্ষের কাছাকাছি। প্রায় দু'বছরে তার মধ্যে নিকেশ হয়ে গিয়েছে প্রায় ৬৫ হাজার প্রাণ। তার মধ্যে শিশু ও মহিলা অগুনতি। সংবাদমাধ্যমের দৌলতে অনাহার, অপুষ্টি, বিনা চিকিৎসার ছবিগুলি টাটকা।

তবু বিরাম নেই। পৃথিবীর কোনও শক্তি যেন এই নরমেধযজ্ঞ থামাতে অপারগ। কথা হচ্ছে অনেক। একসময় আরব দুনিয়ার মধ্যস্থতার চেষ্টা দেখা গিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে দ্বিতীয়বার আসীন ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন হাবভাব দেখিয়েছেন যেন ইজরায়েল-প্যালেস্তাইন যুদ্ধ থামানো তাঁর বাঁ হাতের খেলা। রাষ্ট্রসংঘ একের পর এক ইজরায়েলকে নিরস্ত করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু তাতে থোড়াই পরোয়া তেল আভিভের।

যুদ্ধের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রীতিনীতি, নিয়মকানুনগুলো পদদলিত করে প্যালেস্তাইনে নরসংহার চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েল। হামাস জঙ্গিদের খোঁজে কাতারেও হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল সেনা। তাতে সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী আমেরিকা বিরক্ত হলেও ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু অকুতোভয়। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না তাঁর আচরণ, পদক্ষেপ ও মন্তব্যে। রাষ্ট্রসংঘ, বিভিন্ন দেশ ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ত্রাণ পর্যন্ত আটকে দিয়ে গাজাকে ভাতে মারের পথে এগিয়ে চলেছেন তিনি।

ইতিমধ্যে রাষ্ট্রসংঘে আরও একবার যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। এতদিন প্যালেস্তাইনকে স্বীকৃতি না দিলেও অনাহারে বুভুক্ষু শিশুদের খাদ্যের লাইনে দাঁড়িয়ে হাহাকারের ছবি বিশ্বের বিবেককে নাড়িয়ে দেওয়ায় ইউরোপের দেশগুলির জনমানসে প্রভূত ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। দেশগুলি আমেরিকার সহযোগী হলেও এখন দেশগুলির মুখে ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট সরাসরি ইজরায়েলের যুদ্ধোন্মত্ততার সমালোচনা করেছেন। অস্ট্রেলিয়া আক্ষেপ করছে, ক'দিন পর হয়তো আর একজন প্যালেস্তিনীয়কেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এত ক্ষোভ, এত প্রতিবাদ, এত ঘৃণা সত্ত্বেও গাজার ওপর আক্রমণে বিরতি দেওয়ার কোনও লক্ষণ তেল আভিভ দেখাচ্ছে না। হামাস জঙ্গিদের শিক্ষা দেওয়ার নাম করে গোটা প্যালেস্তাইনকে বধ্যভূমি বানিয়ে ফেলেছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সরকার। এই অবস্থান বদলে যাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই আপাতত নেই। তাছাড়া রাষ্ট্রসংঘ যাই বলুক, অন্য দেশগুলি যত প্রতিবাদই করুক, সাময়িক নানা কথা বললেও আমেরিকার হাত সরে যাবে না জানেন বলে নেতানিয়াহু আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন।

মুখে প্যালেস্তাইনকে নিকেশ করার কথা ঘোষণা করলেও ইজরায়েলের প্রেসিডেন্টের অন্য বাধ্যবাধকতা এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কারণ। তাঁর থামার উপায় নেই। যুদ্ধটা না বাধালে একদিন নির্বাচনে তাঁকে গদিচ্যুত হতে হত। যুদ্ধের দামামায় ইহুদি আবেগ উসকেও যে তিনি খুব রেহাই পাচ্ছেন, তা নয়। ইজরায়েলে তাঁর ঘাড়ের ওপর নানা মামলা ঝুলছে। যুদ্ধ বন্ধ হলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

তাঁর নিজের দেশে যুদ্ধবিরোধী মনোভাব থাকলেও তা এত প্রবল নয় যে, নেতানিয়াহুকে পরাস্ত করতে পারে। ইউরোপীয় দেশগুলি মুখে যাই বলুক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে মহাশক্তিশালী ইজরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যিক বন্ধন একেবারে ছিন্ন করবে না। প্যালেস্তাইনের প্রতি প্রকাশ্যে সহমর্মিতা প্রকাশ করলেও ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলবে রাশিয়া ও চিনও।

প্যালেস্তাইনের বরাবরের সমর্থক ভারতও কিন্তু ইজরায়েলের ঘনিষ্ঠ। বিশ্বমঞ্চে নয়াদিল্লির শাসকরা কখনও তেল আভিভের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়, এমন প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেনি। ফলে প্যালেস্তিনীয়দের অপরিসীম দুর্দশার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার আশু কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। হামাস জঙ্গিগোষ্ঠীর ইজরায়েলে হামলা একটি অজুহাত হয়েছিল বটে। কিন্তু ইহুদিদের স্বার্থ সুরক্ষার নামে নেতানিয়াহু আসলে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে যুদ্ধটা চালিয়ে যাবেন আরও অনেকদিন।

## অমৃতধারা

ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, তিনি সর্বশক্তিমান। ক্ষুদ্রকে বিশ্বাস কর, ছোটকে মর্যাদা দাও। নিজে ঈশ্বর বিশ্বাসী হও আগে, তারপর ভগবানের কথা অপরকে বলিও। বিশ্বাসে যে অবিচল, কর্মে প্রবল হইতে তাহার অধিক সময় লাগে না। কাম তুচ্ছতা-মুক্ত হইলে প্রেম হইয়া যায়, প্রেম কলঙ্কিত হইলেই কামের রূপ পায়। কুসংসর্গের প্রভাব হইতে নিজেকে প্রাণপণ বিক্রমে বাঁচাইয়া চল। জগৎজোড়া সমস্ত প্রাণীই তোমার বান্ধব, হৃদয়ের প্রেম ডোরে বাঁধিয়া তাহাদের আকর্ষণ কর। জীবিকার্জনের পন্থা হইতে পাপকে দূর করিয়া দাও-তোমার বংশে মহাপুরুষের জন্ম বিনা সাধনাই সম্ভব হইবে। অলসকে কর্মঠ কর, বেকারকে কাজ দাও। চিন্তাহীনের মনে চিন্তার ফোয়ারা ছুটাও, দুশ্চিন্তাকারীর মনে সুচিন্তার সমাবেশ কর।

-শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

# জিএসটি ২.০ : জনগণের স্বস্তির ঠিকানা

সবচেয়ে বড় এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল ২৮% করের হারটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া।

সৌম্যকান্তি ঘোষ

বাজারে গেলে জিনিসের দাম শুনে কপালের ভাঁজ বাড়বেই। এই অবস্থায় যদি সরকার এমন কোনও পদক্ষেপ নেয়, যার ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কিছুটা কমে আসে, তাহলে সেটা আমাদের সবার জন্যই দারুণ খবর। সম্প্রতি জিএসটি কাউন্সিলের ৫৬তম বৈঠকে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা আমাদের দেশের কর ব্যবস্থাকে আরও সহজ এবং সাধারণ মানুষের জন্য সুবিধাজনক করে তুলবে। এই নতুন পরিবর্তনকে বলা হচ্ছে 'জিএসটি ২.০', এবং এর মূল লক্ষ্য হল একটি নাগরিককেন্দ্রিক কর ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

### জিএসটি'র নতুন রূপ : কী বদল আসছে?

জিএসটি চালু হওয়ার পর থেকে আমরা চার ধরনের কর হার দেখে আসছি— ৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮%। এই স্তরবিন্যাস ছিল কিছুটা জটিল। এখন এই জটিলতা কমানোর জন্য নতুন করে দুটি স্তর তৈরি করা হয়েছে। বেশিরভাগ পণ্যের ওপর করের হার হবে ১৮%, আর কিছু নির্দিষ্ট পণ্যের ওপর তা কমিয়ে ৫% করা হয়েছে। এই পরিবর্তনটি আগামী ২২ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। তবে, তামাকজাত পণ্যের ওপর এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

সবচেয়ে বড় এবং যুগান্তকারী পদক্ষেপ হল ২৮% করের হারটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া। যেসব পণ্যে আগে ২৮% জিএসটি নেওয়া হত, সেগুলোর ওপর এখন থেকে ১২% হারে কর ধার্য করা হবে। তবে, কিছু ক্ষতিকর পণ্য, যেমন— জুয়া, নেশাজাতীয় দ্রব্য ইত্যাদির ওপর ৪০% হারে কর নেওয়া হবে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এতে কি সরকারের রাজস্ব ঘাটতি হবে? প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ₹৪৮,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হতে পারে। তবে, এটি একটি স্বল্পমেয়াদি ধারণা। ইতিহাস বলছে, যখনই করের হার কমানো হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদে রাজস্ব আদায় বেড়েছে। কারণ, করের হার কমলে মানুষ আরও বেশি জিনিস কেনে, আর তাতে করের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এর ফলে সামগ্রিকভাবে সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়। ২০১৮ এবং ২০১৯ সালের উদাহরণও একই কথা বলে। তখনও করের হার কমানোর ফলে প্রথমে রাজস্ব কিছুটা কমে গিয়েছিল, কিন্তু কয়েক মাস পরেই তা আবার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

### শুরুর ভুল নাকি বিচক্ষণতা?

কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, যদি এই পরিবর্তনগুলো করাই হত, তাহলে ২০১৭ সালে জিএসটি চালুর সময় কেন করা হয়নি? এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের ভারতের কর ব্যবস্থার বিবর্তনের ইতিহাস বুঝতে হবে। জিএসটি চালু করা একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ছিল, যা রাতারাতি সম্ভব ছিল না। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের সম্মতিতে একটি জটিল কর কাঠামোকে সরলীকরণ করা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ ছিল। এটি শুধু অর্থনৈতিক নয়, প্রাতিষ্ঠানিক এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতারও বিষয় ছিল।

ভারতীয় সংবিধানের ৮০তম সংশোধনী (২০২০) একটি বড় ভূমিকা রেখেছিল, যখন কেন্দ্রীয় করের ভাগ রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে, আয়কর এবং আন্তঃশুল্কের মতো কয়েকটি করের রাজস্বই কেবল রাজ্যগুলির সঙ্গে ভাগ করা হত। নতুন সংশোধনীতে আরও অনেক করের রাজস্ব ভাগ করে নেওয়ার বিধান রাখা হয়, যা কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখে।

এরপর আসে ২০১৬ সালের ১০১তম সংশোধনী, যা জিএসটি-কে বাস্তব রূপ দেয়। এই সংশোধনী বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য কর যেমন—আন্তঃশুল্ক, পরিষেবা কর, বিক্রয় কর, বিনোদন কর ইত্যাদিকে জিএসটি'র আওতায় নিয়ে আসে। এতে রাজ্যগুলি যদি রাজস্ব ঘাটতির সম্মুখীন হয়, তবে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়, যা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই আর্থিক স্বার্থ সুরক্ষিত হয়।

**প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী, নতুন জিএসটি কার্যকর হওয়ার পর প্রায় ₹৪৮,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হতে পারে। তবে, এটি স্বল্পমেয়াদি। ইতিহাস বলছে, যখনই করের হার কমানো হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদে রাজস্ব আদায় বেড়েছে। কারণ, করের হার কমলে মানুষ আরও বেশি জিনিস কেনে, আর তাতে করের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। এর ফলে সামগ্রিকভাবে সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়।**

জিএসটি কাউন্সিল কেন্দ্র এবং ২৮টি রাজ্যের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে, যা ভারতের মতো একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার জন্য এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। এই সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়েছে জনগণের জীবনযাত্রার ব্যয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির কথা মাথায় রেখে। এর থেকে বোঝা যায় যে, জিএসটি'র সরলীকরণ কোনও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং একটি ধারাবাহিক বিবর্তনের ফল।

### নতুন জিএসটি'র পাঁচ সুবিধা

এই নতুন জিএসটি কাঠামো আমাদের জন্য কী কী সুফল বয়ে আনবে, তা একনজরে দেখে নেওয়া যাক :

**বাঁচবে পকেট, মিলবে স্বস্তি :** নতুন কাঠামোয় খাদ্যদ্রব্য এবং বস্ত্র সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর করের হার ১২% থেকে কমে ৫% হচ্ছে। এর ফলে খুচরো বাজারে জিনিসপত্রের দাম কমবে। এটি সরাসরি আমাদের পকেটে স্বস্তি আনবে। এই পরিবর্তন মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করবে। আমাদের সাশ্রয় হওয়া টাকা দিয়ে আমরা আরও অনেক পণ্য ও পরিষেবা কিনতে পারব, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

**অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়বে :** যদিও প্রথমে প্রায় ₹৪৮,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে, কিন্তু এর ইতিবাচক দিক হল, নাগরিকরা এই ব্যবস্থায় প্রায় ১.১ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারবেন। যখন মানুষ বেশি অর্থ সাশ্রয় করে, তখন তারা আরও বেশি কেনাকাটা করে, যা দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (GDP)-কে প্রায় ০.৩% বৃদ্ধি করবে।

**সহজতর ব্যবসার পরিবেশ :** করের হার কম হওয়ার ফলে ব্যবসা করা আরও সহজ হবে। আগে বিভিন্ন কর স্তর নিয়ে যে সমস্যা হত, তা এখন কমে আসবে। করের স্তর কমে যাওয়ায় নিয়মকানুন মেনে চলার খরচও কমে যাবে, যা ব্যবসার দক্ষতা বাড়াবে। এর ফলে ছোট-বড় সব ধরনের ব্যবসায়ীই লাভবান হবেন।

**বাড়বে কর আদায় :** এই নতুন ব্যবস্থায় অনেক বেশি পণ্যকে করের আওতায় আনা হবে, কিন্তু করের হার কম থাকবে। এর ফলে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা কমবে এবং সরকারের কর আদায় বৃদ্ধি পাবে। এটি নিশ্চিত করবে যে সরকারি উদ্যোগগুলো দক্ষতার সঙ্গে অর্থায়ন পাবে।

**ব্যাংকিং খাতে সুবিধা :** এই সরলীকরণ ব্যাংকিং এবং বিমা খাতের জন্যও দারুণ খবর। ব্যাংকিং পরিষেবার খরচ কমবে, যা ব্যাংকগুলোকে আরও বেশি গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করবে। বিমা পরিষেবাও আরও সাশ্রয়ী হবে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যবিমা। এর ফলে আরও বেশি মানুষ স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা নিতে পারবেন, যা আমাদের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্যও অত্যন্ত ইতিবাচক।

জিএসটি ২.০ শুধু করের হার পরিবর্তন নয়, এটি আমাদের দেশের পরোক্ষ কর ব্যবস্থার একটি কাঠামো পরিবর্তন। এটি মুদ্রাস্ফীতি কমিয়ে মানুষের ব্যয় করার ক্ষমতা বাড়াবে। এর ফলে তাৎক্ষণিক সুবিধার পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি সুফলও পাওয়া যাবে। তাই বলা যায়, এই পরিবর্তন একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়, বরং আরও সহজ এবং কার্যকর কর ব্যবস্থার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

**(লেখক ষোড়শ অর্থ কমিশন, পিএমইএসি'র সদস্য এবং স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গ্রুপ চিফ ইকনমিক অ্যাডভাইজার)**

## আজ

**১৯৩২**

নোবেলজয়ী স্কটিশ চিকিৎসক স্যর রোনাল্ড রস প্রয়াত হন আজকের দিনে।

**১৯৩১**

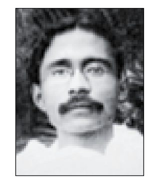

শহিদ সন্তোষকুমার মিত্র প্রয়াত হন আজকের দিনে।

## আলোচিত

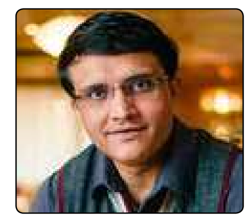

**এই পাকিস্তান দল ওয়াসিম আক্রাম, জাভেদ মিয়াঁদাদের পাকিস্তান নয়। ভারত অনেক এগিয়ে। কালকের ম্যাচেও সেটাই দেখেছি। এখন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বড় ম্যাচই নয়। ৫ বছরে ওরা ভারতকে ক'টা ম্যাচে হারিয়েছে? যতবার খেলা হবে, ভারত ওদের হারাবে।**

**- সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

## ভাইরাল/১

মৌমাছির বন্ধু! উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের বাসিন্দা রাজেন্দ্রর মৌমাছির সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিডিও নিয়ে চর্চা চলছে। রাজেন্দ্রর গায়ে অসংখ্য মৌমাছি বসে রয়েছে। কিন্তু তাঁকে হুল ফোটাচ্ছে না।

## ভাইরাল/২

অসমে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। নগাঁওয়ের হাসপাতালে দুই নার্সের জীবন বাজি রেখে শিশুদের রক্ষার ভিডিও ভাইরাল। ৩ সদ্যোজাত বেডে শুয়ে। ভূমিকম্পে বাচ্চাদের যাতে ক্ষতি না হয় সেজন্য নার্সরা দু'হাতে তাদের রক্ষা করছেন। মুগ্ধ নেটনাগরিকেরা।

জনমন
## জনমত

### সব সাইনবোর্ডে বাংলা যুক্ত করার আর্জি

শিলিগুড়ি শহরজুড়ে সমস্ত সাইনবোর্ডে বাংলা যুক্ত করার শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর। শিলিগুড়ি পুরসভার তরফে ১৮ মার্চ নোটিশ জারি হয়েছিল যাতে ১৪ এপ্রিলের মধ্যে নামফলকে বাংলা যুক্ত হয়। পরবর্তীতে অনুরোধে তা করা হয় ৩০ জুন। কিন্তু তা কার্যকরী না হওয়ায় পুরসভার তরফে বহু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সাধারণ সভা হয় রামকিঙ্কর হলে এবং সিদ্ধান্ত হয় ২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমস্ত সাইনবোর্ডে বাংলা যুক্ত করা হবে। সত্যি বলতে সেই অর্থে তেমন বড় সাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলে মনে হয় না। তাই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, দোকানদার, অফিস প্রভৃতির দায়িত্বে থাকা মানুষজনের কাছে অনুরোধ, দয়া করে মহালয়ার মধ্যে শিলিগুড়ি শহরের আশপাশের সমস্ত সাইনবোর্ডে বাংলা অবশ্যই যুক্ত করুন।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট সবাই যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। কমসে কম বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান দেখান। গত অক্টোবর মাসে বাংলা ভাষা ধ্রুপদি সম্মান পেয়েছে। একদিকে যখন বাংলা ভাষার গুরুত্ব বাড়ছে তখন এই রাজ্যে কেন বাংলা ভাষা যথাযথ সম্মান পাবে না?

বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য শিলিগুড়ি পুরসভার কাছে অনুরোধ রইল।

**সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।**

### বেহাল রাস্তায় প্রতিমা আনা নিয়ে চিন্তা

নাগরাকাটা বাজারের প্রাণকেন্দ্র ডাকঘর, নিত্য সবজি বাজার, কালীবাড়ি যাওয়ার রাস্তার অবস্থা শোচনীয় । সবসময় জল জমে থাকে। কাদার মধ্যে যাতায়াত করা খুবই কঠিন।

নাগরাকাটা কালীবাড়ির দুর্গাপুজো এলাকার বৃহত্তম পুজো। শত শত মানুষ আসেন কালীবাড়ির পুজো দেখতে। রাস্তার এমন হালে পুজো কমিটি চিন্তায় রয়েছে কীভাবে এই রাস্তা দিয়ে প্রতিমা নিয়ে আসবে? প্রশাসনের কাছে আবেদন, যে কোনও মূল্যে রাস্তাটি শীঘ্র বানানো হোক।

**বিনয়কুমার নাগ, মধ্যসুখানি, নাগরাকাটা।**

**পত্রলেখকদের প্রতি**

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

# স্বজনপোষণের পক্ষাঘাতে ইথানল নীতি

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ওই নীতির সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী।

শেখর সাহা

কেন্দ্রীয় পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির নেতৃত্বে ই-২০ নীতি ঘোষিত হয়েছিল পরিবেশ রক্ষা, দূষণ কমানো, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে। তাতে আখ, গম বা ভুট্টার মতো কৃষিজ পণ্য থেকে তৈরি ইথানল পেট্রোলে মিশিয়ে জ্বালানির খরচ কমানো, গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা ছিল। ২০৩০ সালের মধ্যে ধাপে ধাপে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানোর লক্ষ্য নেওয়া হয় এবং পুরোনো যানবাহনের উপযোগী প্রযুক্তি বিকাশের কথাও বলা হয়েছিল। পরিবেশবান্ধব এই উদ্যোগকে ঘিরে কৃষক সমাজের মধ্যে আশার আলো জাগে।

কিন্তু বাস্তবে তা অন্যরকম রূপ নিয়েছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে ওই নীতির সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। বিশেষভাবে পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির দুই পুত্রের মালিকানাধীন কোম্পানির দ্রুত আর্থিক বৃদ্ধির ঘটনা সামনে আসে। যেমন, মাত্র ছয় মাসে ১৭ কোটি থেকে সম্পদ ৫০০ কোটি টাকায় পৌঁছানো, শেয়ারে কয়েকশো গুণ বৃদ্ধি এবং সরকারি ক্রয়ে বেশি দামে ইথানল বিক্রির সুযোগ। শুরুতে কম দামে জ্বালানি সরবরাহের কথা বলা হলেও পরে নীতিটির ব্যাখ্যা বদলে ইথানলকে পেট্রোলের চেয়ে দামি বলে প্রচার করা হয়।

এতে পরিবেশের মহৎ উদ্দেশ্য হারিয়ে ব্যবসায়িক মুনাফা মুখ্য হয়ে ওঠে। কৃষকদের জন্য পর্যাপ্ত লাভের ব্যবস্থা না রেখে, বৃহত্তর জনগণের পরিবর্তে গুটিকয়েক ব্যবসায়ীর হাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে। অন্যদিকে, পুরোনো যানবাহনের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া ইথানল মেশানোর তাড়াহুড়ো নতুন সমস্যা তৈরি করছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন এই বলে যে, এতে পুরোনো গাড়ির ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, মাইলেজ কমে যেতে পারে এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচ বাড়বে। তবুও দ্রুত মুনাফা নিশ্চিত করতে ওই নীতির বাস্তবায়নে তাড়াহুড়ো চলছে।

পরিবেশ রক্ষার নামে সাধারণ মানুষের খরচ বাড়ছে। অথচ পরিবেশের দীর্ঘমেয়াদি ভারসাম্য রক্ষায় কোনও পরিকল্পনা নেই। গণসম্পৃক্ততা ছাড়া নীতি বাস্তবায়নের ফলে জনগণের স্বার্থ উপেক্ষিত হচ্ছে। সরকার চাইলে নিজে বা কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে ইথানল উৎপাদন করে এই সুযোগকে বৃহত্তর জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে পারত। এতে কৃষকদের আয় বাড়ত, আমদানি নির্ভর পেট্রোলের দাম কমত এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানির প্রসার ঘটত। পাশাপাশি স্বচ্ছ নীতির মাধ্যমে পুরোনো যানবাহনের জন্য প্রযুক্তির উন্নয়ন করা সম্ভব হত।

ইথানল কৃষিজাত পণ্য থেকে উৎপাদিত হওয়ায় এটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নানাভাবে ব্যবহার করা যেত। যেমন, (১) সরকার নিজে উৎপাদন করতে পারত, (২) কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন হলে লাভ কৃষকের কাছে পৌঁছোত, (৩) জ্বালানির দাম কমানো সম্ভব হত ও (৪) গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি ঘটত। অন্যদিকে, দ্রুত ইথানল মেশানোর ফলে পুরোনো যানবাহনের ইঞ্জিনে সমস্যা হয়, মাইলেজ কমে যায় এবং যানবাহনের জীবনকাল হ্রাস পায়।

অথচ ইথানলের ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই পরিবেশবান্ধব হতে পারে। কিন্তু সেটা তখনই সম্ভব, যখন সেটা কয়েকজনের ব্যবসায়িক হাতিয়ারে পরিণত না হয়। এর জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। যেমন, (ক) স্বচ্ছ নীতি, (খ) কৃষক সমবায় ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা, (গ) পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও (ঘ) পুরোনো যানবাহনের উপযোগী পরিকল্পনা। বাস্তবে নীতিনির্ধারকদের কাছে দ্রুত মুনাফা কামানোই প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের বিষয়টি উপেক্ষিত হয়ে আছে।

সামাজিক আন্দোলন, আলোচনা, গবেষণা এবং গণমাধ্যমের সক্রিয় ভূমিকা এই ই-২০ নীতিকে সঠিক দিশায় নিয়ে যেতে পারে। সেজন্য বিশ্বাসে নয়, তথ্য ও যুক্তির ভিত্তিতে নীতির মূল্যায়ন করতে হবে। বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষায় সচেতন নাগরিক উদ্যোগই পারে প্রকৃত উন্নয়নের পথ তৈরি করতে।

*(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা)*

**সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com**

## শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৫

**পাশাপাশি :** ১। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি রাজ্য ৩। বিশেষ সুবিধা, সুবর্ণ সুযোগ ৫। মনসার মাহাত্ম্যসূচক আখ্যানকাব্য ৬। কয়েকদিন, অল্পদিন, কত দিন ৭। গতিশীল, গমনশীল ৯। পরস্পর কথা বলা, আলোচনা ১২। আগুনে পোড়া, জ্বালা, প্রদাহ, আগুন ১৩। শাঁখের মধ্যে সেরা।

**উপর-নীচ :** ১। সংযতবাক, অল্পভাষী ২। মনের যা কাজ, চিন্তন, ভাবনাচিন্তা ৩। মধ্যবর্তী, মেজো, মাঝামাঝি, মাঝারি ৪। যোগ্য, সমর্থ, উপযুক্ত, লায়েক ৫। চিত্ত, হৃদয়, অন্তঃকরণ, মাপবিশেষ ৭। মানুষ, সাধারণ মানুষ, দিনমজুর, লোক ৮। মহান ও বীর, মহাপরাক্রমশালী, জৈন তীর্থঙ্করবিশেষ ৯। জেলখানা, কারাদণ্ড, বন্দিদশা ১০। প্রাণ, প্রাণতুল্য প্রিয়জন, বিশেষ আদরের পাত্র ১১। থেমে থেমে চলার ধরন।

### সমাধান ■ ৪২৪৪

**পাশাপাশি :** ১। আশ্বিন ৪। বর্ণিকা ৫। ধাম ৭। শতধা ৮। কিংশুক ৯। ধনুষ্কোটি ১১। মালুম ১৩। কম্বু ১৪। টিকলি ১৫। কাবিল।

**উপর-নীচ :** ১। আতশ ২। নবধা ৩। হাঁকাহাঁকি ৬। মড়ক ৯। ধমক ১০। টিমটিম ১১। মালিকা ১২। মঞ্জুল।

## বিন্দুবিসর্গ

## এসআইআর বেআইনি কিছু হলে গোটা প্রক্রিয়া বাতিল হবে

# কমিশনকে সুপ্রিম হুঁশিয়ারি

**নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় যদি কোনও বেআইনি পদ্ধতির প্রমাণ মেলে, তাহলে গোটা প্রক্রিয়াই বাতিল করে দেওয়া হবে। সোমবার নির্বাচন কমিশনকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখল সুপ্রিম কোর্ট।

একইসঙ্গে এই মামলার চূড়ান্ত রায় দেশব্যাপী এসআইআর-এর জন্যই কার্যকর হবে বলে স্পষ্ট করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ।

দুই বিচারপতির বেঞ্চ বলেছে, নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইন ও নিয়ম মেনে কাজ করছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত শুনানির সময় যদি ভিন্ন প্রমাণ মেলে, কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি দেখা যায় এই প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়ে কোনও বেআইনি পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে, তাহলে সবটাই বাতিল করা হবে। এই বিষয়ে চূড়ান্ত শুনানি ৭ অক্টোবর হবে। এসআইআর সংক্রান্ত সব মামলা একসঙ্গে শোনা হবে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে সেদিনই বিশেষ রিভিশন প্রক্রিয়ার বৈধ্যতা নিয়ে আদালত চূড়ান্ত রায় দেবে।

সুপ্রিম কোর্ট আরও জানিয়েছে, এই রায় কেবল বিহার নয়, গোটা দেশের জন্যই কার্যকর হবে। আদালত ইতিমধ্যেই নির্দেশ দিয়েছে যে, আধারকে ভোটার তালিকায় নাম তোলার বৈধ পরিচয়পত্র হিসাবে ধরা হবে। যদিও আধার নাগরিকত্ব প্রমাণ করে না, তবে এটি পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছে, এই 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন' (এসআইআর)-এর নামে লক্ষ লক্ষ প্রকৃত ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের মতে, আধারকে বাদ দিয়ে অন্য কাগজপত্রে জোর দেওয়ায় সমস্যায় পড়েছেন সাধারণ ভোটাররা। নির্বাচন কমিশন গত ১৮ অগাস্ট প্রকাশিত খসড়া তালিকায় জানিয়েছে, প্রায় ৬৫ লক্ষ নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে নির্বাচন কমিশন বিরোধীদের 'ভোট চুরি'র অভিযোগকে বিভ্রান্তিকর আখ্যা দিয়ে বলেছে, নাম মুছে ফেলার প্রক্রিয়া আইন মেনেই হয়েছে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে প্রমাণ সহ হলফনামা জমা দিতে বা প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে বলেছেন।

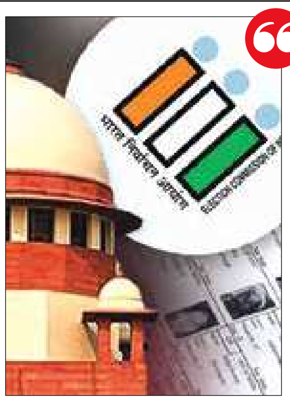

"নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইন ও নিয়ম মেনে কাজ করছে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত শুনানির সময় যদি ভিন্ন প্রমাণ মেলে, কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি দেখা যায় এই প্রক্রিয়া কার্যকর করতে গিয়ে কোনও বেআইনি পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে, তাহলে সবটাই বাতিল করা হবে।

বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী

## বিধ্বস্ত ভবন, তাঁবুতেই শুনানি

**কাঠমান্ডু, ১৫ সেপ্টেম্বর :** জেন জেড আন্দোলনকারীদের অনুরোধে নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কি। তবে বিক্ষোভ আন্দোলনের চিহ্ন এখনও রয়ে গিয়েছে কাঠমান্ডুতে। বিক্ষোভকারীদের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড বহু সরকারি দপ্তর। আগুনে পুড়ে গিয়েছে পার্লামেন্ট ভবন, প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের বাড়ি। বিক্ষোভের আঁচ থেকে বাদ যায়নি সুপ্রিম কোর্টও। পুড়ে যাওয়া ভবনটি আপাতত ব্যবহারযোগ্যতা হারিয়েছে। তাই সোমবার সেই ভবনের সামনেই তাঁবু খাটিয়ে শুরু হয়েছে শীর্ষ আদালতের কাজ। কার্যত খোলা আকাশের নীচেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি চলেছে।

### নেপালের মন্ত্রীসভায় আরও ৩

তবে মামলা চালাতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছেন বিচারপতি, আদালত কর্মী ও মামলাকারীরা। কারণ, সুপ্রিম কোর্ট ভবনের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে প্রায় ৬২ হাজার নথি। নষ্ট হয়ে গিয়েছে বহু গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড। ফলে পুরোদমে আদালতের কাজকর্ম শুরু হতে কয়েকমাস সময় লেগে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টে হামলার কড়া নিন্দা করেছেন প্রধান বিচারপতি প্রকাশমান সিং রাউত। একইসঙ্গে তাঁর আশ্বাস, 'অবস্থা যাই হোক না কেন আমরা ন্যায়ের পথে চলব। আদালতের কাজ বন্ধ হবে না।' আন্দোলনকারীদের একাংশের হিংসাত্মক মনোভাবের জন্য সোমবার প্রধানমন্ত্রী কার্কির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন জেন জেড নেতারা। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পর হিংসায় প্ররোচনা দেওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেন কার্কি। তারপর জেন ডেজ নেতৃত্বের তরফে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিন মন্ত্রীসভা সম্প্রসারণ করেছেন কার্কি। ৩ জনকে মন্ত্রীপদের শপথবাক্য পাঠ করান প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পোড়েল। এর ফলে অন্তর্বর্তী সরকারে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে মন্ত্রীর সংখ্যা বেড়ে ৪ হল। নেপাল বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষের প্রাক্তন প্রধান কুলমান ঘিসিংকে জ্বালানি, পানিসম্পদ ও সেচমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। রামেশ্বর খানালকে দেওয়া হয়েছে অর্থমন্ত্রকের ভার। ওমপ্রকাশ আরিয়ালকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী করা হয়েছে। এদিকে আন্দোলনের সুযোগে অন্তত ৭৯ জন বন্দির সীমান্তের বিভিন্ন চেক পয়েন্ট দিয়ে ভারতে প্রবেশের সময় ভারতীয় সশস্ত্র সীমা বলের (এসএসবি) জওয়ানরা ধরে ফেলেছেন। তাদের মধ্যে দুই নাইজিরীয়, একজন ব্রাজিলীয় এবং একজন বাংলাদেশি।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে দেশ। স্কুলে ফিরতেই হাসিমুখে পড়ুয়ারা। সোমবার কাঠমান্ডুতে।

## বোঝাপড়া ভাঙার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবে : রাশিয়া

# ভারতে বাণিজ্য বৈঠকে মার্কিন কর্তা

**নয়াদিল্লি ও মস্কো, ১৫ সেপ্টেম্বর :** মস্কো-দিল্লি-বেজিং সমীকরণের ইঙ্গিত মিলতেই সুর নরম করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সম্প্রতি একাধিক পোস্টে ভারত ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে উদ্দেশ্য করে সদর্থক বার্তা দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্পের সেই মনোভাবের সঙ্গে তালমিলিয়ে সোমবার ভারতে এসেছেন আমেরিকার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের সহকারী প্রধান ব্র্যান্ডেন লিঞ্চ। মঙ্গলবার দিল্লিতে বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির আগে লিঞ্চের এই ভারত সফর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতীয় পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিল ট্রাম্প সরকার। সেই শুল্ক এখনও বহাল রয়েছে। অগাস্টে আমেরিকায় ভারতের রপ্তানি লক্ষণীয়ভাবে কমেছে। তবে ভারতের সঙ্গে শুল্ক সংঘাতে জড়িয়ে আমেরিকার পক্ষে এশিয়ায় প্রভাব ধরে রাখা যে কঠিন তা বেশ বুঝতে পারছেন ট্রাম্প প্রশাসনের কর্তারা। তাই বাণিজ্য জট কাটিয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে ভারসাম্য আনতে চাইছেন তাঁরা। লিঞ্চের সফরের পর ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির পথ মসৃণ হবে বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

ভারতের পাশাপাশি তাঁরা যে চিনের সঙ্গে শুল্ক সংঘাতে রাশ টানার চেষ্টা করছেন খোদ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কথায় তার আভাস পাওয়া গিয়েছে। সোমবার ট্রুথ সোশ্যালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লিখেছেন, 'ইউরোপের মাটিতে আমেরিকা ও চিনের বাণিজ্য আলোচনা ইতিবাচক মোড় নিয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এটা শেষ হবে। আশা করি আমরা দ্রুত একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে পারব। তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে এটা একটা খুশির খবর।'

ভারত, চিনের ক্ষেত্রে নমনীয় হওয়ার বার্তা দিলেও রাশিয়া প্রশ্নে এখনও কঠোর ট্রাম্প। তাঁর মতে, ইউক্রেন যুদ্ধে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা রাশিয়াকে বেগ দিতে হলে তাদের অর্থনীতিতে আঘাত করতে হবে। এটা আমেরিকার একার পক্ষে সম্ভব নয়। ইউরোপের দেশগুলিকেও একসঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। তেল বিক্রি বাবদ রাশিয়ার আয়ের উৎস বন্ধ করতে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভারতীয় পণ্যে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা উচিত বলে মনে করেন তিনি। রবিবার এ সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের বাণিজ্য নীতির প্রশংসা করেছে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রক।

মস্কো জানিয়েছে, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ভিত কতটা পোক্ত, ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সেটা বোঝা গিয়েছে। বিদেশমন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'খুব কঠিন সময়ে স্থিতিশীলভাবে এগিয়ে চলেছে রাশিয়া-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। এই প্রক্রিয়াকে বাধা দেওয়ার যে কোনও চেষ্টা ব্যর্থ হবে। দিল্লির দৃষ্টিভঙ্গি ভারত-রাশিয়া বন্ধুত্বের চেতনা এবং ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত, যা আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে সার্বভৌম নীতি নির্ধারণের দিকে ইঙ্গিত করে।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'আমেরিকা এবং ন্যাটো দেশগুলির অনবরত চাপের মুখেও ভারত নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেনি। তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেটা পালন করেছে। ভারতের এই অবস্থান আমাদের বহু বছরের সুসম্পর্কের ফল।'

## ইডি'র ম্যারাথন জেরা মিমিকে

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** প্রায় সাড়ে ন'ঘণ্টা জেরার পর অবশেষে ইডির সদর দপ্তর থেকে বেরোলেন টলিউড অভিনেত্রী ও যাদবপুরের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী।

সোমবার সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ দিল্লির প্রবর্তন ভবনে পৌঁছোন তিনি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর আইনজীবী। ছিল প্রয়োজনীয় ফাইলপত্রও। রাত আটটা নাগাদ ইডি অফিস থেকে বেরিয়ে গেলেও সাংবাদিকদের কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি মিমি। যদিও হাজিরা দিতে ঢোকার সময় তিনি জানিয়েছিলেন, জেরা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন।

ইডি সূত্রের খবর, মামলায় মিমির কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়, বেটিং অ্যাপের সঙ্গে কোনও চুক্তি হয়েছিল কি না, হয়ে থাকলে তার নথি কী কী আছে। খতিয়ে দেখা হয় তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, লেনদেনের তথ্য সহ একাধিক আর্থিক নথি। এদিন তদন্তকারী আধিকারিরা জানতে চান, বেটিং অ্যাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়ে কত টাকা পেয়েছিলেন? কীভাবে সেই টাকা পেয়েছিলেন? বেআইনি জানার পরও কেন প্রচারের মুখ হয়েছিলেন তিনি?

সূত্রের দাবি, প্রথম দফায় প্রায় আড়াই ঘন্টা জেরার পরে মিমিকে মধ্যাহ্নভোজের জন্য সময় দেওয়া হয়। তবে তাঁকে ইডি অফিসের বাইরে বেরোতে দেওয়া হয়নি। দুপুর ২টোর পরে মিমির দ্বিতীয় দফার জেরা শুরু হয়। দ্বিতীয় দফার জেরা চলাকালীন মিমির আইনজীবীকে ইডি অফিসের ভিতরে যেতে দেখা যায় বেশ কিছু নথি ও ফাইল হাতে। দেশের পাশাপাশি বিদেশের কোন কোন শহরে গিয়েছেন মিমি, কেন, কী কারণে? সেই বিষয়েও এদিন মিমিকে বেশ কিছু প্রশ্ন করা হয়েছে বলে ইডি সূত্রের দাবি।

দীর্ঘ সাড়ে ৯ ঘণ্টার জেরা শেষে সোমবার রাত আটটার সামান্য আগে ইডি দপ্তর থেকে বাইরে বেরোন মিমি চক্রবর্তী। অপেক্ষামান গাড়িতে উঠে সোজা বেরিয়ে যান, সাংবাদিকদের প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়েই। সূত্রের দাবি, তাঁকে আবার জেরায় ডাকা হতে পারে শীঘ্রই। বেআইনি অনলাইন বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত মামলায় মিমি-সহ একাধিক তারকাকে তলব করেছে ইডি।

## কয়েকটি ধারায় স্থগিতাদেশ

# ওয়াকফ আইন আংশিক বদলের পক্ষে কোর্ট

**নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে মিশ্র রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই এবং বিচারপতি এজি মসিহ-র ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, ২০২৫ সালের ওয়াকফ সংশোধনী আইন পুরোপুরি স্থগিত করা হবে না। তবে আইনের কিছু ধারা, যেমন—৩(আর), ২(সি) প্রোভিসো, ৩(সি) এবং ২৩--আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

সংশোধিত ওয়াকফ আইনের ধারা ৩(আর) অনুযায়ী কোনও ব্যক্তিকে ওয়াকফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাঁকে অন্তত পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করতে হবে। সোমবার আদালত স্পষ্ট করে বলেছে, ওয়াকফ আইনে উল্লেখিত এই 'কমপক্ষে পাঁচ বছর ইসলাম পালন করা'র শর্ত এখন কার্যকর হবে না। যেহেতু এখনও নিয়ম তৈরি হয়নি, তাই এটা হলে ক্ষমতার অপব্যবহার হতে পারে। ওয়াকফ আইনের ধারা ২(সি) প্রোভিসো-তে বলা হয়েছিল, কোনও সম্পত্তি ওয়াকফ সম্পত্তি বলে গণ্য হবে না। আদালত এটাও স্থগিত রেখেছে।

আইনের ৩(সি) ধারায় জেলা শাসকের হাতে ওয়াকফ সম্পত্তি সরকারি জমি কি না তা নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সেটিও আপাতত স্থগিত করে আদালত বলেছে, 'কোনও জেলা শাসক নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। নাগরিকের অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রশাসনের কাজ নয়। ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা নির্ধারণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে হবে।'

কেন্দ্র ও রাজ্য ওয়াকফ বোর্ডে সর্বোচ্চ তিনজন অমুসলিম এবং কেন্দ্রীয় ওয়াকফ কাউন্সিলে মোট চারজন অমুসলিম সদস্য রাখা যেতে পারে বলে। আইনের ২৩ নম্বর ধারার প্রেক্ষিতে 'ওয়াকফ বোর্ডের এক্স-অফিসিও আধিকারিক যতটা সম্ভব মুসলিম হওয়া উচিত' বলেও আদালত মন্তব্য করেছে।

প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের বেঞ্চ বলেছে, 'সংসদে পাশ হওয়া আইনকে প্রথমেই বৈধ বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই সম্পূর্ণ স্থগিত করার প্রশ্ন ওঠে না। তবে কয়েকটি ধারা নিয়ে আপাতত সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।'

রায়ের পর অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড জানিয়েছে, তাদের অনেক দাবি আদালত মেনে নিয়েছে। কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি বলেছেন, 'এই রায় ভূমিদাতাদের ভরসা দিয়েছে। আমরা লড়াই চালিয়ে যাব।'

### একনজরে

- ■ সংশোধিত ওয়াকফ আইনের ৩(আর), ২(সি) প্রোভিসো, ৩(সি) এবং ২৩--আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে
- ■ সংসদে পাশ হওয়া আইনকে প্রথমেই বৈধ বলে ধরে নেওয়া হয়, তাই সম্পূর্ণ স্থগিত করার প্রশ্ন ওঠে না
- ■ 'কমপক্ষে পাঁচ বছর ইসলাম ধর্ম পালন করা'র আইনি শর্ত কার্যকর হবে না
- ■ নাগরিকের অধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রশাসনের কাজ নয়, তাই জেলা শাসক সম্পত্তির অধিকার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না
- ■ ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিম সদস্য রাখা যাবে

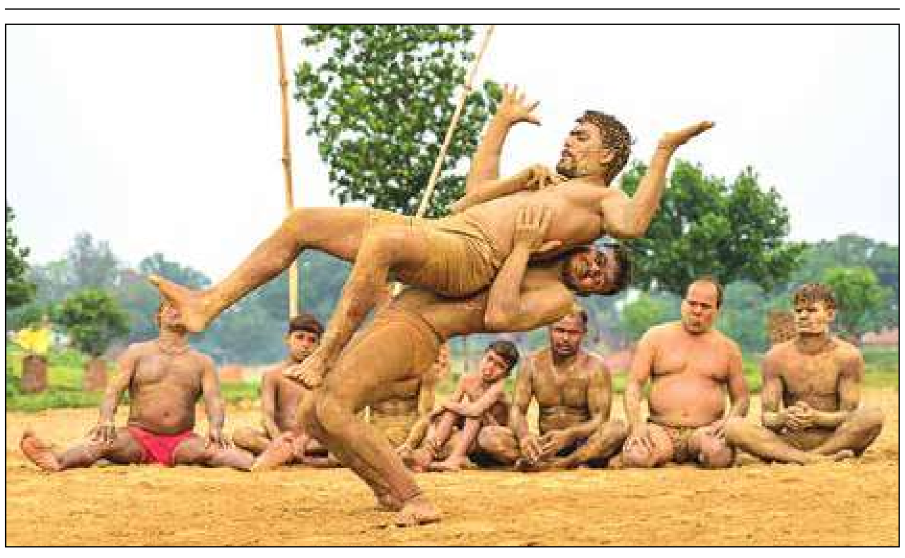

লে পাঙ্গা...

সোমবার প্রয়াগরাজের লালগোপালগঞ্জে এক কুস্তি প্রতিযোগিতায়।

## নিন্দা ট্রাম্পের

**ওয়াশিংটন, ১৫ সেপ্টেম্বর :** চার্লি কার্ক হত্যা ও নাগামাল্লাইয়ার প্রকাশ্যে মাথা কেটে দেওয়ার ঘটনা ট্রাম্পের অভিবাসন বিরোধিতাকে এগিয়ে দিল। টেক্সাসের ডালাসে অবৈধ কিউবান অভিবাসী সহকর্মীর হাতে খুন হন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মোটেল ম্যানেজার। সেই ঘটনার কড়া মন্তব্য করে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তাঁর প্রশাসন অবৈধ অভিবাসী অপরাধীদের প্রতি 'নরম' হবে না। ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্প বলেছেন, 'কিউবা থেকে অবৈধভাবে আমেরিকায় আসা এক ব্যক্তি যার আমেরিকায় থাকা উচিত ছিল না, কাজটা করেছে। এর আগেও সে শিশুদের যৌন নির্যাতন, গাড়ি চুরির মতো অপকর্ম করেছে। তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু বাইডেনের মতো অযোগ্য সরকার থাকায় মুক্তি পেয়ে যায়। কিউবা কিন্তু ওই দুষ্ট লোককে তাদের দেশে ফিরিয়ে নেয়নি। বাইডেন সরকারের জন্য সে এদেশে থাকতে পেরেছে। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, এখন আমেরিকা আমার তত্ত্বাবধানে। অবৈধ অভিবাসীদের প্রতি নরম থাকার দিন শেষ।'

## 'বিহারের উন্নতি ওরা দেখতে পারে না'

# বিরোধীদের 'বিড়ি' নিয়ে খোঁচা নমোর

**পাটনা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ভোটমুখী বিহারে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি যে বিরোধীদের নিশানা করবেন, তা তো জানা কথাই। কিন্তু আক্রমণের হাতিয়ার যদি বিরোধীরাই হাতে তুলে দেয়, তাহলে আর তাঁকে দেখে কে!

বিহারের পূর্ণিয়ায় সোমবার নির্বাচনি সমাবেশে কংগ্রেস ও আরজেডি'র বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান মোদি। সাম্প্রতিক 'বিড়ি-বিহার' বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যখনই বিহার উন্নতির পথে এগোয়, কংগ্রেস ও আরজেডি রাজ্যের মানুষকে অপমান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিহারে তৈরি রেল ইঞ্জিন আজ আফ্রিকায় যাচ্ছে, কিন্তু বিরোধীদের তা সহ্য হচ্ছে না।'

কয়েকদিন আগে কংগ্রেসের কেরল শাখা জিএসটি সংস্কার নিয়ে বিজেপিকে উপহাস করে একটি পোস্ট করেছিল। তাতে লেখা হয়েছিল, 'বিড়ি ও বিহার দুটোই 'বি' দিয়ে শুরু। তাই আর এগুলিকে পাপ বলে মনে করা যাবে না।' বিড়ির ওপর জিএসটি কমানোর বিষয়টিকে তুলে ধরা এই পোস্টটি তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ার পর ক্ষমা চেয়ে সেটি তুলে নিতে বাধ্য হয় কংগ্রেস।

এই মওকা এদিন ছাড়েননি মোদি। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস আরজেডি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিহারকে বিড়ির সঙ্গে তুলনা করে রাজ্যের সম্মান নষ্ট করছে। এই মানুষগুলি বিহারকে ঘৃণা করে।'

মোদির অভিযোগ, কংগ্রেস ও আরজেডি নিজেদের পরিবারের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখে না, বোঝেও না। অন্যদিকে এনডিএ সরকার সাধারণ মানুষের খরচ ও সঞ্চয়ের কথা ভাবে। তিনি জানান, উৎসবের আগে জিএসটি কমানো হয়েছে যাতে দরকারি জিনিসের দাম যেমন—টুথপেস্ট, সাবান থেকে শুরু করে খাবারদাবার—সস্তা হয়। এর ফলে উপকৃত হবেন গরিব ও মধ্যবিত্তরা।

বিহারে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী কড়া হুঁশিয়ারি দেন। তাঁর বক্তব্য, সীমান্ত ও পূর্ব ভারতের জনসংখ্যা সংকটের জন্য কংগ্রেস-আরজেডি দায়ী। তাঁর কথায়, 'যে-ই অনুপ্রবেশকারী হোক, তাকে দেশ ছাড়তেই হবে।' নিরাপত্তা ও মহিলাদের সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রের 'ডেমোগ্রাফি মিশন'-এর কথাও তিনি তুলে ধরেন।

এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৩৬ হাজার কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেন। এর মধ্যে ছিল পূর্ণিয়া বিমানবন্দর, নতুন রেললাইন, আবাসন প্রকল্প ও জাতীয় মাখানা বোর্ড। ভাগলপুরে বিশাল বেসরকারি তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন তিনি।

বিহারের পূর্ণিয়াতে মোদি।

"যখনই বিহার উন্নতির পথে এগোয়, কংগ্রেস ও আরজেডি রাজ্যের মানুষকে অপমান করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিহারে তৈরি রেল ইঞ্জিন আজ আফ্রিকায় যাচ্ছে, কিন্তু বিরোধীদের তা সহ্য হচ্ছে না।

নরেন্দ্র মোদি

## রুশ তরুণীর ভারত ত্যাগে দূতাবাসের সাহায্য

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** রুশ গুপ্তচর সন্দেহে অভিযুক্ত চন্দননগরের বাঙালি পরিবারের বৌমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে রুশ দূতাবাসের কূটনীতিক সরাসরি সাহায্য করেছেন, দিল্লি পুলিশের তদন্তে এমন তথ্য সামনে আসতেই সোমবার সুপ্রিম কোর্টে এই মামলায় ফের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি হল। আদালতের তিরস্কারের মুখে পড়ল দিল্লি পুলিশও।

হুগলির চন্দননগরের বাসিন্দা সৈকত বসু অভিযোগ করেছিলেন, তাঁর রুশ স্ত্রী ভিক্টোরিয়া জিগালিনা বসু তাঁদের একমাত্র সন্তান স্টাভিওকে নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। এদিন শুনানিতে বিচারপতি সূর্য কান্ত নির্দেশ দেন, দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও সময় নষ্ট না করে দ্রুত পদক্ষেপ করে শিশুটিকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক।

দিল্লি পুলিশের রিপোর্টে উঠে এসেছে, রুশ দূতাবাসের কনসুলার ডিভিশনের প্রধান আর্থার গার্বস্ট ব্যক্তিগতভাবে ভিক্টোরিয়াকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে দেন। সেই ট্যাক্সিতেই ভিক্টোরিয়া দিল্লি থেকে বিহারের নারকাটিগঞ্জ পৌঁছে ভারত-নেপাল সীমান্ত পেরিয়ে কাঠমান্ডু যান এবং সেখান থেকে শারজা হয়ে রাশিয়ায় পালিয়ে যান। পুলিশ জানিয়েছে, ট্যাক্সির ভাড়া বাবদ ৭৫ হাজার টাকাও মেটান ওই কূটনীতিক।

এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি সূর্য কান্তের মন্তব্য, 'ওই ব্যক্তিকে জেরা করলে অনেক তথ্য সামনে আসতে পারে। তবে এ বিষয়ে আদালত কোনও সরাসরি নির্দেশ দিচ্ছে না।' একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভারত-রাশিয়ার বহু পুরোনো কূটনৈতিক সম্পর্কের খাতিরে রাশিয়া সরকার এই তদন্তে ভারতের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

দিল্লি পুলিশের প্রতি ক্ষোভও প্রকাশ করে বিচারপতির নির্দেশ, মামলার পরবর্তী শুনানি দশদিন পর, তার আগে দিল্লি পুলিশ ও বিদেশ মন্ত্রককে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টে।

## মাওবাদী নেতা সহ ৩ নিকেশ

**রাঁচি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** সোমবার ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগের পানতিতারি জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে মাওবাদীদের লড়াইয়ে মৃত্যু হল নিষিদ্ধ সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা সহদেব সোরেন ওরফে পরবেশ সহ তিনজনের। সোরেনের মাথার দাম ছিল এক কোটি টাকা। বাকি দু'জনের মধ্যে রঘুনাথ হেমব্রম ওরফে চঞ্চলের ২৫ লক্ষ ও বীরসেন গঞ্জু ওরফে রামখেলাওনের মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। তাদের মধ্যে মোস্ট ওয়ান্টেডের তকমা ছিল সোরেনের। হাজারিবাগের এসপি অঞ্জনি অঞ্জন জানিয়েছেন, ঘটনাস্থল থেকে এক-৪৭ সহ একাধিক অস্ত্র মিলেছে।

# অর্থমন্ত্রকের কর্তার মৃত্যুতে রহস্য

**নয়াদিল্লি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** দিল্লিতে বিএমডব্লিউর ধাক্কায় রবিবার মৃত্যু হয়েছে অর্থমন্ত্রকের উপসচিব নভজ্যোৎ সিংয়ের। সোমবার ঘাতক গাড়ির চালক গগনপ্রীত কৌরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

দিল্লি ক্যান্টনমেন্ট মেট্রো স্টেশনের কাছে দুর্ঘটনা ঘটলেও গগনপ্রীত কেন নভজ্যোৎকে প্রায় ১৯ কিলোমিটার দূরে একটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন তা নিয়ে এখনও ধন্দে তদন্তকারীরা। মৃতের পরিবারের বক্তব্য, যদি দ্রুত কাছের কোনও হাসপাতালে অর্থমন্ত্রকের কর্তাকে নিয়ে যাওয়া যেত, তাহলে তিনি হয়তো প্রাণে বেঁচে যেতেন।

তদন্তে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুর ১টা ১৫ মিনিট নাগাদ যখন নভজ্যোৎ এবং তাঁর স্ত্রী সন্দীপের বাইকের সঙ্গে গগনপ্রীতের গাড়ির ধাক্কা লাগে তখন বিএমডব্লিউতে ছিলেন গগনপ্রীতের স্বামী পরীক্ষিত মাক্কড় ও তাঁদের দুই সন্তান। দুর্ঘটনার পরেই সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন গুলফাম নামে অন্য এক গাড়ি চালক।

### দুর্ঘটনায় গ্রেপ্তার গাড়ির চালক

গুলফামের গাড়িতে নভজ্যোৎ ও সন্দীপকে জিটিবি নগরের হাসপাতালে নিয়ে যান গগনপ্রীত। গুরুতর আহত সন্দীপ জানিয়েছেন, গাড়িতে ওঠার পর তিনি বারবার গগনপ্রীতকে কাছের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু রাজি হননি গগনপ্রীত। গুলফাম জানান, যে এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটি তিনি ভালো করে চেনেন না। তাই গগনপ্রীতের নির্দেশ মতো একটি হাসপাতালে গিয়েছিলেন। যে হাসপাতালে গগনপ্রীত নভজ্যোৎকে ভর্তি করেছিলেন, সেটির ৩ জন মালিকের একজন হলেন গগনপ্রীতের বাবা। স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন উঠেছে তাহলে কি দুর্ঘটনায় নিজের অপরাধ ধামাচাপা দিতেই নভজ্যোৎকে বাবার হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন গগনপ্রীত? হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, আগেই গগনপ্রীতের মৃত্যু হয়েছিল। মৃত কেন্দ্রীয় আধিকারিকের ছেলে নবনূরের বক্তব্য, 'ধৌলা কুয়ানের কাছে দুর্ঘটনা ঘটার পর আমার বাবা-মাকে কেন জিটিবি নগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তা আমার বোধগম্য হয়নি। কে তাঁদের ওই হাসপাতালে এনেছেন চিকিৎসক ও নার্সদের বারবার জিজ্ঞাসা করেও তার সদুত্তর মেলেনি।'

তিনি বলেন, 'প্রায় পাঁচ ঘণ্টা বাদে এক চিকিৎসককে একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট তৈরি করতে এবং তাতে গগনপ্রীতের নাম লিখতে দেখি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কেন আপনি এই নথি তৈরি করছেন? জানতে পারলাম যে গগনপ্রীতও ওই হাসপাতালেই ভর্তি ছিলেন।'

# কাজল-টুইঙ্কলের নতুন শো

ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আঁচ করেননি যে, এতটাও ধামাকা আসতে পারে। এটা নিশ্চিন্তে পুজো স্পেশাল। একেবারে বাজি রেখে বলা যায়। কাজল আর টুইঙ্কল খান্না একসঙ্গে কোনও সিনেমা করেননি। কিন্তু পাশাপাশি এসে বসলে একেবারে হাসির ফোয়ারা ছোটে। ফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেসে গড়িয়ে পড়েন দুজনেই। কথা তো থামতেই চায় না।

একদিন ফোনেই ঠিক করে ফেললেন, ব্যাপারটা ক্যামেরার সামনে করলে কেমন হয়? মানে এই আড্ডাটা আর কি। যা ভাবা, সেই কাজ। তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াল অ্যামাজন প্রাইম। ব্যস, তৈরি হয়ে গেল 'টু মাচ'। মানে দুজনের শো। গেস্টও আসছেন দুজন। একেবারেই কোনও স্ক্রিপ্ট নেই, কোনও রিহার্সাল নেই। এসে বসলেই মন খুলে কথা বলা ছাড়া উপায় নেই। ভেতরের কথা তো আসবেই। লুকোনো যাবে না। ট্রেলারেও সেই ছাপ স্পষ্ট। আমির খান, সলমন খান, গোবিন্দা, আলিয়া ভাট, করণ জোহার, ভিকি কৌশল, বরুণ ধাওয়ান, জাহ্নবী কাপুর--সব্বাই, সব্বাই মিলে জমিয়ে হাহা-হিহি আর দেদার গল্প করেছেন। কেউ তেমন করে কিচ্ছু লুকোননি।

২৫ সেপ্টেম্বর থেকে এই শো যখন আসবে, সত্যিই ভারতীয় পডকাস্ট এবং চ্যাট শোর দুনিয়াটাই বদলে যাবে। আপাতত 'টু মাচ'-এর দিকেই দর্শকদের নজর। শুধু এদেশের নয়, বিদেশেরও।

# ক্যাটরিনা মা হচ্ছেন?

এই বিষয়টি নিয়ে লুকোচুরি চলছে অনেক দিন ধরেই। ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ কি সন্তানের বাবা-মা হচ্ছেন? অনেকবার ক্যাটকে ঢোলা শার্টে দেখে এসব আলোচনা হয়েছে। কৌশল পরিবার বলেছেন সময় এলে জানাবেন। এবার বোধহয় সময় এল। সর্বভারতীয় এক পোর্টালের সূত্র অনুযায়ী ক্যাটরিনা অন্তঃস্বত্তা। তাঁদের প্রথম সন্তানের আসার সময় অক্টোবর কিংবা নভেম্বর। হবু বাবা-মা নাকি তাদেরই এই খবর দিয়েছেন, যদিও ভিকি-ক্যাট এ ব্যাপারে মুখ খোলেননি কারওর কাছে। পোর্টালি বলছে ক্যাট নাকি সন্তানের জন্মের পর লম্বা ছুটি নেবেন মায়ের দায়িত্ব পালনের জন্য। অন্য বহুল প্রচলিত সংবাদমাধ্যম এই বিষয়ে ভিকিদের এজেন্টের কাছে জানতে চাইলেও কাজ হয়নি, তাঁরা ফোন ধরেননি। ফলে এ খবর কতটা সত্যি, জানার আপাতত উপায় নেই। ভিকির চলতি বছর খুব ভালো কেটেছে। ছাওয়া ছবি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। তিনি তৈরি হচ্ছেন সঞ্জয় লীলা বনশালির লাভ অ্যান্ড ওয়ার নিয়ে, আসবে আগামী বছর। ক্যাটরিনা অবশ্য সেই বিজয় সেথুপতির সঙ্গে মেরি খ্রিস্টমাস ছবিতে দেখা দিয়েছেন।

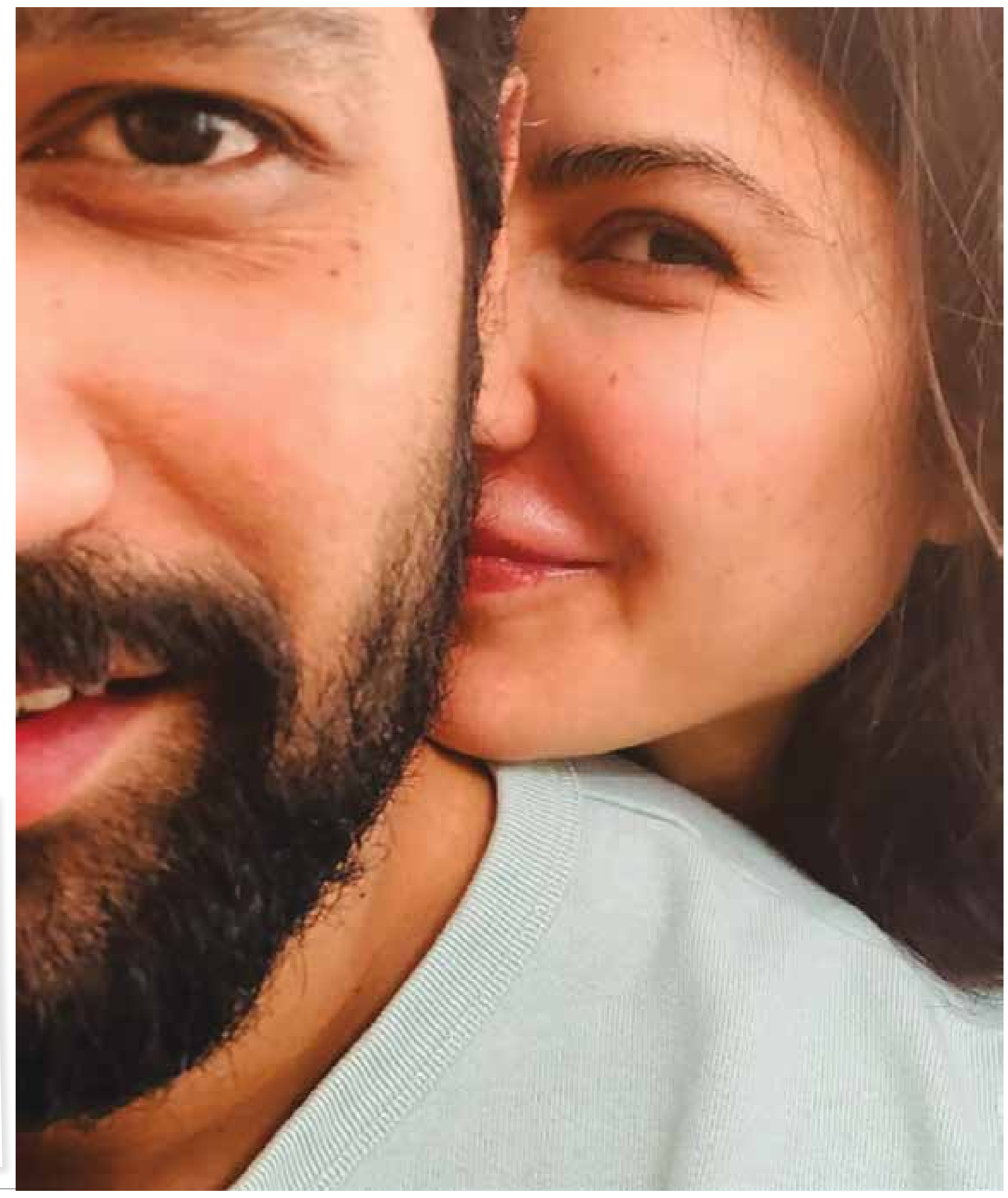

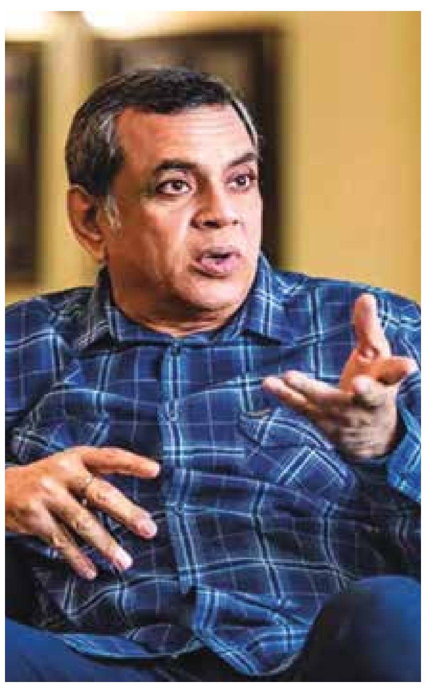

# হেরা ফেরি ৩ ছবিতে ফেরা নিয়ে পরেশ

চলতি বছর মে মাসে পরেশ রাওয়াল জানিয়েছিলেন, হেরা ফেরি ৩-এ তিনি নেই। গল্প তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। এর ওপর ছিল ছবির প্রয়োজক অক্ষয় কুমারের পরেশের বিরুদ্ধে পাঠানো আইনি নোটিস। মনে করা হচ্ছিল, তাঁর সঙ্গে এই নির্মাতাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। তিনি আর বাবুভাই হবেন না। পরে পরেশ আবার বাবুভাই হয়েই ছবিতে ফিরে আসেন। কিন্তু এতকিছুর পরেও পরিচালক প্রিয়দর্শনের সঙ্গে কি তাঁর সেই আগের সম্পর্ক আছে? এই নিয়ে পরেশ বলেছেন, ' প্রি প্রোডাকশনের কাজ এগোচ্ছে। আগামী বছর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ শুটিং শুরু হবে। হয়তো অনেক কিছু হয়েছে মাঝখানে, তবে প্রিয়দর্শনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ তো হয়ইনি, বরং এখন আমাদের সম্পর্ক আরও শক্তপোক্ত হয়েছে। এত সহজে কারওর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয় না।'

শোনা যাচ্ছে, বাবুভাইয়ের স্পিন অফ থাকবে হেরা ফেরি ৩-এ। পরেশ বলেছেন, 'এরকম কোনও আলোচনা আমাদের মধ্যে হয়নি। তবে সেটা যদি হয়ও, তাহলেও রাজু বা অক্ষয় কুমার এবং শ্যাম বা সুনীল শেট্টিকে দরকার হবে। আমি তেমন লোভী বা বোকা নই, যে ভাবব আমিই সব। এমনকী বাবুভাইকে নিয়ে আলাদা ছবি হলেও রাজু আর শ্যামকে লাগবে।'

# শাহরুখের কাছে হার, কী বললেন মনোজ

চলতি বছরে সেরা অভিনেতার জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন শাহরুখ খান, জওয়ান ছবির জন্য। তাঁর কাছে হেরেছেন মনোজ বাজপেয়ী। অনেকেই বলছে 'ন সির্ফ এক বান্দা কাফি হ্যায়' ছবির জন্য তাঁরই সেরা হওয়ার কথা। সে প্রসঙ্গে মনোজ বলেছেন, 'এই আলোচনাটার কোনও মানে হয় না কারণ এখন এটা অতীত। আমার পছন্দের ছবির মধ্যে সির্ফ এক বান্দা বা জোরাম সব সময়ে ওপরের দিকে থাকবে। আমি মনে করি, এই জাতীয় পুরস্কার বা অন্য যে কোনও পুরস্কারই তার মর্যাদা হারিয়েছে। সবাই পপুলার সিনেমাকে জায়গা দিচ্ছে। যারা পুরস্কার দিচ্ছে, তাদের এটা নিয়ে ভাবা উচিত। আমি শুধু ভালো ছবি বেছে ভালো অভিনয়কেই গুরুত্ব দিই, কারণ এটাই আমার ভিতরে থাকা অভিনেতার প্রতি আমার দায়িত্ব। তাছাড়া এত বিভিন্ন ধরনের এবং ধারার ছবি এবং সেই অনুযায়ী পারফরম্যান্স হয়, তাদের সকলের প্রতি মর্যাদা দিয়ে কীভাবে পুরস্কৃত করা যেতে পারে, তা নিয়েও আমার সংশয় আছে। আমি এসব ইভেন্টে যাই ওই সংস্থাদের যারা পুরস্কার দিচ্ছেন, তাদের প্রতি সম্মান দেখাতে। পুরস্কার জেতাকে খুব একটা গুকুত্ব দিই না। এগুলো বাড়িতে সাজানো শো পিস মাত্র।'

প্রসঙ্গত, শাহরুখ এই প্রথম জাতীয় পুরস্কার পেলেন। মনোজ এর আগে তাঁর প্রথম ছবি সত্য, পরে পিঞ্জর এবং তারও পরে আলিগড়-এর জন্য জাতীয় স্তরে সেরা হয়েছেন।

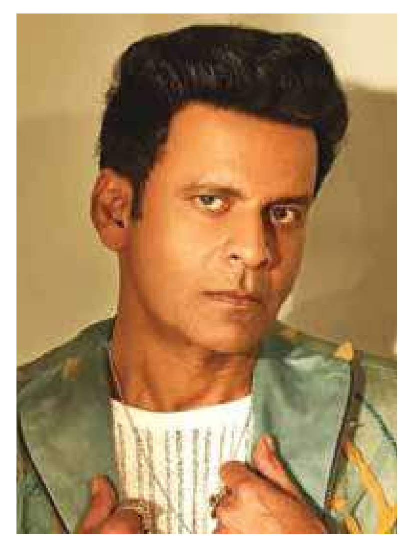

# ইমেজ বাঁচাতে কোর্টে করণ

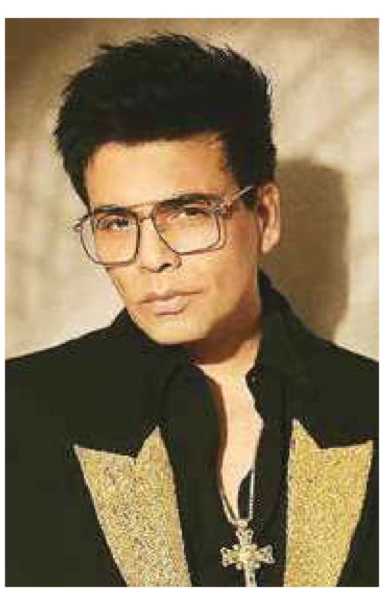

নিজের পার্সোনালিটি রাইট বাঁচাতে আদালতে গেলেন করণ জোহার। অবৈধ বিজ্ঞাপনে যাতে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নাম বা তাঁর কোনও প্রতিকৃতি বা তাঁরই মতো কাউকে ব্যবহার না করা হয়, তার জন্যই দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেছেন তিনি। সোমবার আদালতে তাঁর তরফের আইনজীবী বলেছেন বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তাঁর ছবি ডাউনলোড করে যত্রতত্র ব্যবহার করছে ব্যবসায়িক স্বার্থে। কোথায় তাঁর ইমেজ ব্যবহার করবেন, এটা তাঁরই অধিকারে থাকা উচিত। অন্যদিকে মেটা প্ল্যাটফর্মের তরফে বলা হয়, সাধারণ মজা, মিমস বা নেটমহলের মন্তব্য নিষিদ্ধ করলে বেআইনি কাজ বাড়বে, তখন সবাইকে কোর্টে টেনে আনতে হবে। বিচারক বলেছেন সব প্ল্যাটফর্ম বন্ধ সম্ভব নয়। করণকে বলতে হবে নির্দিষ্ট কোন সাইট তাঁকে অসম্মান করেছে। সেক্ষেত্রে কোর্ট তা বন্ধ করার নির্দেশ দেবে। তবে মেটা বা অন্য কোনও প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে করণ যদি বেআইনি কিছু দেখেন, তাহলে তিনি আদালতে আসতে পারেন। পরবর্তী শুনানি হবে ১৫ সেপ্টেম্বর। প্রসঙ্গত, অভিষেক বচ্চন, ঐশ্বর্য রাই বচচন নিজের ইমেজ বাঁচানোর জন্য আদালতে গিয়েছেন এবং মামলা জিতেছেন।

## একনজরে সেরা ৫

### হুমা, রচিতের বাগদান

হুমা কুরেশি ও তাঁর দীর্ঘদিনের প্রেমিক রচিত সিংয়ের বাগদান হয়েছে, অন্তত জল্পনা তেমনই। হুমার বান্ধবী আকসা সিং দুজনের ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, এ তোমাদের নিজেদের স্বর্গ। সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির ইকবালের বিয়েতে দুজন একসঙ্গে নজর কাড়েন। রচিত জন্মদিনে একসঙ্গে ছবি তোলেন। সম্পর্ক ছিলই, এবার বাগদান হল সম্ভবত।

### মস্তিতে আরশাদ

মস্তি ৪-এ যোগ দিলেন আরশাদ ওয়ারশি। এর আগে তুষার কাপুর ও নরগিস ফকরিও এসেছেন। ছবিতে দুই বিবাহিত দম্পতি বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ও তার পরের নানা সমস্যা দেখা যাবে। পরিচালনায় মিলাপ জাফরি। অভিনয়ে মস্তি ফ্র্যাঞ্চাইজির সেই তিনমূর্তি, বিবেক ওবেরয়, আফতাব শিবদাসানি, রীতেশ দেশমুখ। এছাড়া জেনেলিয়া দেশমুখ, শাদ রানধাওয়া প্রমুখ।

### বিরাটের বায়োপিক

ক্রিকেটার বিরাট কোহলির বায়োপিক পরিচালনা করবেন অনুরাগ কাশ্যপ? কিন্তু অনুরাগ বলেছেন, 'মনে হয় না আমি করব। বিরাট খুব বড় স্টার। অজস্র মানুষের হিরো। ও খুব ভালো মানুষ। আমি ব্যক্তিগতভাবে ওকে চিনি। যদি বায়োপিক করি, তাহলে কোনও কঠিন বিষয় বাছব, সেটা অন্যরকম কোনও ব্যক্তিত্বের বায়োপিক হবে।

### প্রতারক রাজ, শিল্পা

৬০ কোটি টাকার প্রতারণা মামলায় জড়ালেন রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পা শেট্টি। ইকোনমিক অফেন্সেস উয়িং তাঁদের তলব করেছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। দীপক কোঠারি নামে এক ব্যবসায়ী বলেছেন, কুন্দ্রাদের বন্ধ হয়ে যাওয়া কোম্পানি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডে ওই টাকা লাগিয়ছিলেন। সে টাকা ফেরত পাননি। ওটা তখনই দেউলিয়া হয়েছিল।

### ২৫ শতাংশ লিভার

কুলি ছবিতে অ্যাকশন দৃশ্যে পেটে চোট পেয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। কেবিসি-তে তিনি বলেছেন, 'আমার ৬০ বোতল রক্তের দরকার ছিল। ২০০ জন রক্ত দেয়। তাদেরই কারওর হেপাটাইটিস বি ছিল, সেটি আমার শরীরে আসে। ২০০৫-এ জানতে পারি আমার লিভারের ৭৫ শতাংশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ২৫ শতাংশ নিয়ে বেঁচে আছি।

# হ্যায়ওয়ানের তিনমূর্তির ছবি নেটে

প্রিয়দর্শন পরিচালিত হ্যায়ওয়ানের আউটডোর শুটিং শেষ। উটি, কোচি, ভাগামনের অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের শুটিংয়ে ছিলেন প্রধান অভিনেতা অক্ষয় কুমার, সইফ আলি, সংযমী খের। তিনমূর্তি ছবি তুলেছেন শুটিং স্পট থেকে, সে ছবি নেটে ভাইরাল হয়েছে। এবার শুটিং হবে মুম্বাইয়ে। ছবির মুক্তি ২০২৬ সালে।

# বরুণ আর জাহ্নবী ফের একসঙ্গে

বরুণ ধাওয়ান ভালোবাসতেন সানিয়া মালহোত্রাকে। এদিকে সানিয়া বিয়ে করছেন রোহিত সরাফকে। তাঁকে আবার জাহ্নবী কাপুর ভালোবাসতেন। ব্যাপারটা গুলিয়ে যাচ্ছে, না? হ্যাঁ, এখানে সবই প্রাক্তনের ব্যাপারস্যাপার। একজোড়া প্রাক্তনের বিয়ে হচ্ছে, আরেক জোড়া প্রাক্তন গালে হাত দিয়ে বসে।

না না। বরুণ ধাওয়ান আর জাহ্নবী কাপুর মোটেও শুধু বসে থাকতে পারেন না। তাঁরা এবার দুজনে মিলে একটা পরিকল্পনা করলেন। যে করেই হোক, নিজেদের প্রাক্তনকে ফিরে পেতেই হবে। রোহিত আর সানিয়ার বিয়ের আসর থেকেই দরকার হয় নিজেদের প্রেমকে উদ্ধার করে আনতে হবে। একে অন্যের সঙ্গে জবরদস্ত কৌশল ছকলেন। বিয়ের আসরে দুজনে একেবারে ধামাকা এন্ট্রি নেবেন। সেই মতো সব হলও। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গিয়ে দেখা গেল, বরুণ ধাওয়ান একেবারে ঘেঁটে ঘ।

আর জাহ্নবী কাপুর? তিনিও তথৈবচ। এই ট্রেলার দেখে দর্শকরা তো হেসেই আকুল। ২ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডের এই ট্রেলারে 'বাওয়াল'-এর সেই পুরনো জুটির ঝলকটা আবারও সামনে এল। বরুণ আর জাহ্নবীকে নিয়ে জমে ক্ষীর হচ্ছে 'সানি সনস্কারি কি তুলসী কুমারী'। ট্রেলার এল সামনে। এবার পুজোর সপ্তাহেই মুক্তি পাচ্ছে এই রম-কম। আপনি তৈরি তো?

## ছোট্ট তারা

শ্রীনিকা ঘোষ কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রি নাসারি স্কুলের ছাত্রী। সম্প্রতি এই খুদে স্কুলভিত্তিক 'যেমন খুশি সাজো' প্রতিযোগিতায় 'মাতঙ্গিনী হাজরা'-র চরিত্রে সেজে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

# দুই শহরে টোটোর দাপট

ময়নাগুড়ি বাজারে ঢোকার মুখেই সারি সারি দাঁড়িয়ে রয়েছে টোটো। সোমবার।

## বাজারে ঢোকার মুখ বন্ধ, ব্যবস্থা

**বাণীব্রত চক্রবর্তী**

**ময়নাগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কমল সাহা সোমবার ময়নাগুড়ি বাজারে গিয়েছিলেন বাড়ির লোকেদের নিয়ে কেনাকাটা করতে। বাজারে ঢোকার রাস্তাটির অবস্থা দেখে থতোমতো খেয়ে গেলেন। ঢুকবেন কোথা দিয়ে? বাজারে ঢোকার মুখে রাস্তার সামনে যে লাইন দিয়ে টোটো দাঁড়িয়ে। বাজারে ঢুকতে এবং বেরোতে নাজেহাল হতে হচ্ছে কমলের মতো ক্রেতাদের। সমস্যা হচ্ছে বিক্রেতাদেরও। দুর্গাপুজো দোরগোড়ায় চলে এসেছে। সেইসঙ্গে বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনাও বেড়েছে। কিন্তু টোটোর 'ভিড়ে' চিঁড়েচ্যাপ্টা হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। সোমবার দুপুরে বিষয়টি ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক অফিসে গিয়ে জানান ব্যবসায়ীরা।

ময়নাগুড়ি ট্রাফিক ওসি অতুলচন্দ্র দাস বলেন, "ওই এলাকায় খুব তাড়াতাড়ি 'নো পার্কিং' বোর্ড লাগানো হবে। এদিন বাজারে ঢোকার মুখে বেআইনি পার্কিংয়ের জেরে কুড়িটি টোটো আটক করা হয়। সন্ধ্যার আগে সবাইকে এই বিষয়ে সতর্ক করে ছেড়ে দেওয়া হয়।" এরপরেও একই ঘটনা ঘটলে পদক্ষেপ করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন তিনি।

> এখানে আগে ট্রাফিক পুলিশের একটি 'নো পার্কিং' বোর্ড ছিল। কয়েকদিন ধরে দেখছি সেটা কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছে।
>
> **শুভজিৎ সাহা** *ব্যবসায়ী*

শহরের মূল কেন্দ্রস্থল ট্রাফিক মোড় ঘেঁষে ময়নাগুড়ি বাজারের মূল প্রবেশপথ। সেই পথটি খুব একটা চওড়া নয়। এমনিই খুব বেশি লোকজন একসঙ্গে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারেন না। তার মধ্যে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকে টোটো। স্থানীয় ব্যবসায়ী অলোক বণিক বলেন, 'টোটোচালকদের আমরা একাধিকবার নিষেধ করেছি এভাবে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে থাকতে। তাঁরা সেই নিষেধ মানছেন না।' বাজারে ঢোকার মুখে এমন বাধা পেলে তো ক্রেতারা বিরক্ত হয়ে আর এই পথ মাড়াবেন না। ক্ষতির আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের।

ব্যবসায়ী শুভজিৎ সাহা বললেন, 'এখানে আগে ট্রাফিক পুলিশের একটি 'নো পার্কিং' বোর্ড ছিল। কয়েকদিন ধরে দেখছি সেটা কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গিয়েছে।' শহরবাসী অমল সরকার প্রশ্ন তুললেন, 'নো পার্কিং বোর্ডটা ওঠাল কে? আর কেন-ই বা ওঠানো হল?'

টোটোর সংখ্যা শহরে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরজুড়ে টোটোর যন্ত্রণায় পথ চলাই দুষ্কর হয়ে উঠেছে। প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণও নেই বললেই চলে। গ্রামের অসংখ্য টোটো শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। পুরসভা থেকে টিআই নম্বর এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ করেনি অধিকাংশ টোটো। নিউ ময়নাগুড়ি টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক শৌভিক মণ্ডলের সাফাই, 'আমরাও দেখেছি বাজারে ঢোকার মুখেই টোটোগুলো দাঁড়িয়ে থাকে। রাস্তার ভেতরেও ঢুকে যায় অনেকসময়। বাইরে থেকে আসা টোটোচালকদের বেশিরভাগই এরকম করছেন। আমরা চাই, ট্রাফিক পুলিশ পদক্ষেপ করুক।' পুলিশকে সহযোগিতার আশ্বাসও দিলেন তিনি। অন্যদিকে, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'শহর পার্শ্ববর্তী এলাকার টোটোচালকদের টিআই নম্বর দেওয়ার কাজ চলছে। পরবর্তীতে টোটোচালকদের সঙ্গে বসে কথা বলা হবে।'

## কিউআর কোডের ভাবনা মাল পুরসভার

**অভিষেক ঘোষ**

**মালবাজার, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের পর রাস্তায় নামা টোটোর পুনর্নবীকরণ করা হবে না। টোটো চিহ্নিতকরণের জন্য থাকবে বিশেষ কিউআর কোড। সোমবার মাল পুরসভায় আয়োজিত বৈঠকে এরকমই সিদ্ধান্ত হয়েছে। মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি অবশ্য বললেন, 'সবটাই প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং সেটা টোটো ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করেই নেওয়া হয়েছে। মাঝেমধ্যে মাইকিং করে সতর্ক করা হবে চালকদের।'

এদিন দুপুরে মাল পুরসভায় শহরে টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই বৈঠকে পুরসভার চেয়ারম্যান ছাড়াও ছিলেন কাউন্সিলার পুলিন গোলদার ও অমিতাভ ঘোষ। বৈঠকে একতা টোটো ইউনিয়নের সদস্যরাও শামিল হন। এর আগেও টোটোর লাগামছাড়া সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে টোটো ইউনিয়ন আওয়াজ তুলেছিল। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি তখন।

মাল শহর সংলগ্ন বিধাননগর, তেশিমলা, রাঙ্গামাটি, ডামডিম, কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রচুর টোটো এসে শহরের ভেতরে চলাচল করছে। শহরের টোটোচালকরা এই বিষয়টি নিয়েই আপত্তি জানিয়েছেন। মাল শহরের টোটোচালক দুর্গা সুবেদীর আক্ষেপ, 'সারাদিন ঘুরলেও ৩০০ টাকা আয় হয় না।' আবার নম্বরহীন অনেক টোটোকেও জাতীয় সড়কে দেখা যাচ্ছে। রাতে সেগুলো হেডলাইট নিভিয়ে চলাচল করে।

পুরসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শহর এবং গ্রামের প্রতিটি টোটোতে থাকবে কিউআর কোড। সেই কিউআর কোডে থাকবে টোটোর চালকের নাম-পরিচয় সহ তথ্য। সেই কোড পেতে দশ টাকার একটি আবেদনপত্রের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আর গ্রামের টোটোগুলোকে কিউআর কোড দেবে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত। এদিনের বৈঠকে জানা গিয়েছে, শহরের টোটো ইউনিয়নের রুটের বিষয়টি মেনে নিয়েছে পুরসভা। তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটোর সীমানা হবে পম্পা সিনেমা হল পর্যন্ত। একইভাবে রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটো বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যাত্রী তুলতে পারবে। যদিও জরুরি পরিস্থিতিতে ছাড় রয়েছে।

একতা টোটো ইউনিয়নের সম্পাদক পার্থ মিত্রের আবেদন, শহরের টোটোচালকদের একটি সচিত্র পরিচয়পত্র দিক পুরসভা। এতে টোটো চলাচলে নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কাউন্সিলার পুলিন গোলদার জানান, পুজোর সময় শহরকে যানজটমুক্ত করতে যৌথ অভিযানে নামবে পুরসভা ও ট্রাফিক পুলিশ।

যদিও শহরে গ্রামের টোটো চলাচলে নিয়ন্ত্রণে আপত্তি বিরোধীদের পাশাপাশি গ্রামের টোটোচালকদেরও। সিপিএমের তেশিমলা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুশীল রায় বললেন, 'মালবাজার মহকুমা শহর। সেখানে যে কোনও জায়গা থেকে টোটো যেতে পারে। গ্রামের টোটোদের শহরে ঢুকতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।' বিজেপির মাল টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহাও একই কথা জানান।

*শহরের রাস্তায় নম্বরহীন টোটো।*

### পদক্ষেপ

- ২০২৪ সালের ডিসেম্বরের পর রাস্তায় নামা টোটোর পুনর্নবীকরণ করা হবে না
- নম্বরবিহীন টোটোর বিরুদ্ধে যৌথ অভিযানে নামবে পুরসভা ও ট্রাফিক পুলিশ।
- তেশিমলা পঞ্চায়েতের টোটো সীমানা হবে পম্পা সিনেমা হল পর্যন্ত
- রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের টোটো চলবে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত

টোটোর শহর।। জলপাইগুড়ির দিনবাজারে শানু শুভঙ্কর চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

## স্মারকলিপি

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** এগারো দফা দাবিতে সোমবার পুরসভায় স্মারকলিপি দিল সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী সংগঠন। তার আগে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান সহ দাবিগুলো তুলে ধরা হয়। স্মারকলিপি জমা দেওয়ার পর সংগঠনের সদর ব্লক সম্পাদিকা শীলা পাল বলেন, 'আমাদের রাজ্যে মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন ২০০০ টাকা। তা-ও এই সামান্য বেতন দেওয়া হয় ১০ মাস। পুজো ও গরমের ছুটির অজুহাতে বাকি দিনের বেতন দেওয়া হয় না। অন্য রাজ্যে বেতন বেশি, পুজোয় বোনাসও দেওয়া হয়। মূল্যবৃদ্ধির বাজারে আমাদের হিমসিম খেতে হচ্ছে।' এছাড়াও এগারো দফা দাবির মধ্যে রয়েছে, মিড-ডে মিল কর্মীদের দিয়ে স্কুলের অন্যান্য কাজ করানো যাবে না, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকার পাশাপাশি মাসিক বেতন ২৬ হাজার টাকা করতে হবে।

## বোনাস দাবি

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ন্যূনতম বেতন ২৬ হাজার টাকা, পুজোর বোনাস সহ ৯ দফা দাবিতে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ আশা স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের জলপাইগুড়ি শাখা। সোমবার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তরের সামনে সংগঠনের সদস্যরা বিক্ষোভ দেখান। সংগঠনের সম্পাদিকা চুমকি দাস বলেন, 'আশাকর্মীদের স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি দেওয়া, অবসরকালীন যাবতীয় সুযোগসুবিধা দেওয়া সহ একাধিক দাবিতে আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি।'

## গণস্বাক্ষর

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** সোমবার গণস্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করল জলপাইগুড়ি টাউন ব্লক কংগ্রেস। দলের জেলা কার্যালয় থেকে শুরু করে সমাজপাড়া রাজীব গান্ধির মূর্তি পর্যন্ত এক ঘণ্টাব্যাপী ওই কর্মসূচিতে মোট ১৮৭ জন সাধারণ মানুষের স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে বলে জানান কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য। তাঁর পাশাপাশি কর্মসূচিতে ছিলেন দলের মহিলা সভানেত্রী রুমা মুন্সি ও টাউন ব্লক (ওবিসি) চেয়ারম্যান নবীন কর্মকার। রাজীব গান্ধির মূর্তির পাদদেশে পথসভা হয়।

## নিখোঁজ এক

**মালবাজার, ১৫ সেপ্টেম্বর :** মালবাজার পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসস্ট্যান্ড এলাকার নরেশ ছেত্রী রবিবার বিকালে বেরিয়ে বাড়ি ফেরেননি। খোঁজখবর করেও তাঁর কোনও সন্ধান না পেয়ে সোমবার তাঁর স্ত্রী সুশীলা দেবী মাল থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে খোঁজ শুরু করেছে।

## বেহাল ট্রাফিক, ভোগান্তি শহরবাসীর

### বিকেলে বাজারের রাস্তায় ওয়ান ওয়ে

**অনসূয়া চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানবাহন। যা বর্তমান সময়ে জলপাইগুড়ি শহরবাসীর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সকলেই ব্যস্ত। কারও ট্রাফিক নিয়ম মানার বালাই নেই। কোথাও ট্রাফিক সিগন্যালে লাল আলো জ্বললেও এক লাইনে থাকে না কেউ। এমন পরিস্থিতিতে রীতিমতো শহরবাসীর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। একদিকে পুজো উপলক্ষ্যে শহর সংলগ্ন এলাকা থেকে সাধারণ মানুষ যেমন আসছে, তেমনই এই শহরের মানুষের সংখ্যাটাও কম নয়। সবমিলিয়ে দিন-রাতে চলাফেরা করাটাই চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রাফিক পুলিশের তরফে নো পার্কিং লেখা বোর্ড থাকলেও তা দেখার জো নেই টোটো, বাইক কিংবা গাড়িচালক কারও। এবিষয়ে, ডিএসপি ট্রাফিক অরিন্দম পালচৌধুরী বলেন, 'আমরা শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বিকেলে বাজারের দিকের রাস্তায় বেশি ভিড় থাকলে ওয়ান ওয়ে করছি। তবে, পরিস্থিতি বুঝে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' অন্যদিকে, জলপাইগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'যানজটের সমস্যা মেটাতে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে পুরসভা সিদ্ধান্ত নেবে। পুজোর পরে শহরের যানজট সমস্যা নিয়ে ফের পথে নামবে পুরসভা।'

শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা মোড় থেকে উকিলপাড়া যেতে আগে বাইক নিয়ে খুব বেশি হলে তিন মিনিট সময় লাগত। কিন্তু বর্তমানে সেই সময়টা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ থেকে ১৫ মিনিটে। এখানেই শেষ নয়। হাসপাতালে রোগী নিয়ে যেতে গিয়ে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের। অ্যাম্বুল্যান্সচালক বাপি সাহা বলেন, 'পান্ডাপাড়া এলাকা থেকে একজন রোগীকে নিয়ে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে যেতে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। রাত তখন প্রায় সাড়ে সাতটা। উকিলপাড়া মোড়ের কিছুটা আগে থেকে এমন অবস্থা যে হুইসল দিয়েও লাভ হচ্ছিল না। কেননা কেউ সাইড দিতে চাইলেও সাইড দিতে পারছে না। দুইদিক থেকে আসা গাড়ি, বাইক, টোটোর লাইন তিনটে। কেউ কোনওদিকে সরতে পারছে না। তারপর অনেক কষ্টে বের হতে পারি ওই যানজট থেকে।' রোগী সহ ছাত্রছাত্রী থেকে কমবেশি এখনও অনেকে চেষ্টা করছেন বাড়ি থেকে প্রায় ৩০ মিনিট হাতে নিয়ে বের হতে। কেননা মেইন রোডের সঙ্গে যানজটের সমস্যার প্রকোপ লক্ষ করা যাচ্ছে অলিগলিতে। শহরবাসী অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'শহরের পরিসর দিনকে দিন ছোট হচ্ছে। আর বেড়ে চলছে টোটো সহ যানবাহনের সংখ্যা। সিস্টেম না থাকলে এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। পার্কিং নেই, ফুটপাথ তো থেকেও নেই। যেখানে-সেখানে যার যখন মনে হচ্ছে, দোকান নিয়ে বসে পড়ছে রাস্তার উপরে।' শহরের যানজট নিয়ে বিরোধী কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি বলেন, 'জলপাইগুড়ি পুরসভা টোটো, পার্কিং, ও ফুটপাথ সমস্যা সমাধানে একশোতে একশো শতাংশ ব্যর্থ। ফলে তার ফল ভুগতে হচ্ছে শহরবাসীকে।'

### অভিযোগ

> শহরের পরিসর দিনকে দিন ছোট হচ্ছে। আর বেড়ে চলছে টোটো সহ যানবাহনের সংখ্যা। সিস্টেম না থাকলে এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। পার্কিং নেই, ফুটপাথ তো থেকেও নেই। যেখানে-সেখানে যার যখন মনে হচ্ছে, দোকান নিয়ে বসে পড়ছে রাস্তার উপরে।
>
> **অভিজিৎ চক্রবর্তী** *শহরবাসী*

## সমাধানের আশ্বাস সৈকতের

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** পাকা রাস্তা থাকলেও সেটি চলাচলের অযোগ্য। রাস্তাটি নতুন করে তৈরি না হলে ভোট বয়কটের হুমকি দিয়েছিলেন পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ বামনপাড়ার বাসিন্দারা। সোমবার দুপুরে এলাকায় গিয়েছিলেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায়। দ্রুত এলাকার রাস্তা তৈরি এবং জলনিকাশি সমস্যার সমাধান করা হবে বলে আশ্বাসও দেন।

দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে পাঁচ নম্বর গুমটি থেকে রেললাইনের পাশ দিয়ে দক্ষিণ বামনপাড়া যাওয়ার রাস্তাটির দশা শোচনীয়। সেই সঙ্গে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থাও তথৈবচ। সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তায় হাঁটুজল দাঁড়িয়ে যায়। জল নির্গমনের ব্যবস্থা ঠিক নেই বলে অভিযোগ। মাসখানেক আগে স্থানীয়রা রাস্তার দাবি জানিয়ে ভোট বয়কটের হুমকি দিয়েছিলেন। সেইসঙ্গে পাঁচ নম্বর গুমটি এলাকায় পাড়ার গলির মুখে 'রাস্তা দিন, ভোট নিন' লেখা একটি ফ্লেক্সও টাঙানো হয়। এলাকাবাসী ভরত সিং বলেন, 'আমাদের এলাকায় একটি হাইড্রেন রয়েছে। কিন্তু সেটির জল বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই। বৃষ্টি হলে নর্দমার জল রাস্তায় উঠে আসে। এদিন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান এসে রাস্তা এবং নিকাশি ব্যবস্থাটি দেখার বিষয়ে আশ্বস্ত করলেন। এখন দেখা যাক, পুরসভা কী পদক্ষেপ করে।'

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জানালেন, রাস্তাটি রয়েছে রেলের জমিতে। রেলের সঙ্গে কথা বলে রাস্তা নতুন করে তৈরির ছাড়পত্র চাইবেন। তাঁর দাবি, 'ছাড়পত্র না দিলে আন্দোলন হবে। আর নর্দমার জল কী করে বের করা যায়, সেটা খতিয়ে দেখছি। আশা করি, দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।' এদিন সৈকত চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে রাস্তার পাশে লাগানো ভোট বয়কটের ফ্লেক্সটি খুলে ফেলেন স্থানীয়রা।

## এক মাস ধরে সাঁকো ভাঙা

**অনীক চৌধুরী**

**জলপাইগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** প্রায় এক মাস আগে পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বজরাপাড়া এবং ছোট বজরাপাড়া এলাকার মধ্যের সংযোগকারী সাঁকোটি ভেঙে গিয়েছে। ধরধরা নদীর ওপর এই সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় মূল রাস্তায় যেতে এলাকাবাসীকে প্রায় দেড় কিলোমিটার অতিরিক্ত পথ অতিক্রম করতে হচ্ছে। এই ভোগান্তি দীর্ঘদিনের। বর্ষা নামলেই জল বাড়ে ধরধরা নদীর।

আর সাঁকোটি ভেঙে যায়। বেশিরভাগ সময়ই গ্রামবাসীরা নিজেরাই সাঁকোটি সারাই করেন। কখনো-কখনো পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সারাই করে দেওয়া হয়। প্রতি বছরের এই দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেতে একটি পাকা সেতুর দাবি এলাকাবাসীর অনেকদিনের। কেটে গিয়েছে দীর্ঘ চার দশক। জেলা সদর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই জনপদের সেতুর দাবি এখনও পূরণ হয়নি। তাই কখনও সাইকেল নিয়ে, কখনও বা হেঁটে এলাকার বাসিন্দারা এই সাঁকোটি পেরোন। পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটে প্রায়শই। এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা রাউত বলেন, 'সমস্যাটা আমরা জানি। আমরা ওই এলাকা পরিদর্শন করে একটি পরিকল্পনাও তৈরি করেছি। সাঁকোর পরিবর্তে ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণ করা হবে। আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত কাজটি শুরু করবার। যতদিন না সেতু তৈরি হচ্ছে সাঁকোটি সংস্কার করার দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েত নেবে।'

প্রশাসনের এই শুকনো আশ্বাসে ভুলতে নারাজ বাসিন্দারা। অভিযোগের সুরে স্থানীয় বাসিন্দা ইকবাল রহমান বলেন, 'আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। প্রতিদিন বাজারঘাট না করলে আমাদের চলে না। সাঁকোটি ভেঙে যাওয়ায় আমাদের অনেকটা ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে। পঞ্চায়েতকে বারবার বললেও সাঁকো সারাই করা হয়নি। আমরা চাই নদীর ওপর একটি পাকা সেতু তৈরি করে দেওয়া হোক।' বড়দের পাশাপাশি সমস্যায় পড়েছেন এলাকার খুদেরাও। এই সাঁকো পেরিয়ে পড়ুয়াদের স্কুলে যেতে হয়। সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে পড়ুয়ারা। প্রথম শ্রেণির পড়ুয়া অমন আলম বলে, 'ওই সাঁকো পেরিয়ে আমি স্কুলে যেতাম। সাঁকো ভেঙে যাওয়ায় অনেকটা ঘুরে স্কুলে যেতে হচ্ছে। বাড়ি থেকে অনেক আগে বেরোতে হচ্ছে, ফিরতেও দেরি হচ্ছে।'

এর আগেও প্রশাসনের তরফে বহুবার এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই পঞ্চায়েত প্রধানের আশ্বাসে বিশ্বাস নেই ঝরু মহম্মদ, আরশাদ আলিদের। বক্তব্য নয়, তাঁরা এবার কাজ দেখতে চান।

**চার দশকেও হয়নি সেতু**

## চকোলেটের টানে পুজোর আসনে

**সপ্তর্ষি সরকার**

**ধূপগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** প্রায় দুই দশক ধরে অষ্টমীতে কুমারীপুজোর প্রচলন রয়েছে ধূপগুড়ি স্বয়ংসিদ্ধা শারদীয়া উৎসব কমিটির দুর্গাপুজোয়। এবছরও তার অন্যথা হবে না। ধূপগুড়ি শহরের সূর্য সেন কলোনির এই মহিলা পরিচালিত পুজোমণ্ডপে এবার কুমারীরূপে পূজিতা হবে এলাকারই বাসিন্দা আরোহী চক্রবর্তী। আরোহী স্থানীয় ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের কেজি ওয়ানের ছাত্রী। সে আপাতত মজে আছে 'দেবী' হওয়ার আনন্দে। পরিবারে বড় ছেলে দীনবন্ধু চক্রবর্তী বললেন, 'কুমারীপুজো হল দেবী আদিশক্তি মহামায়ার আরাধনার এক আচার। আমাদের পরিবারের সন্তানের কুমারীপুজো হবে, তা আমাদের কাছে আনন্দের, সম্মানের।'

*আরোহী চক্রবর্তী।*

ধূপগুড়ি পুরসভার অস্থায়ী কর্মী সুশান্ত চক্রবর্তী এবং গৃহবধূ রাখি চক্রবর্তীর একমাত্র সন্তান আরোহী। কুমারীপুজো সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলেও সেজেগুজে মণ্ডপে বসে থাকতে হবে, সেটা জেনে গিয়েছে। তার বিশ্বাস, এমনটা করলে অনেক চকোলেট পাওয়া যাবে। আরোহীর মা বললেন, 'পাড়ায় আগে কুমারীপুজো দেখলেও বিষয়টা বুঝতে পারেনি। এবারে কমিটি থেকে যখন আমাদের মতো জানতে চাওয়া হল, তখন ওকে মোবাইলে দেখাই কীভাবে পুজো হয়।' পুজো শেষে বান্ধবী তানি এবং দীক্ষিতাকে সঙ্গী করে ভোজে বসবে জানিয়ে দিয়েছে এই খুদে। তার কথায়, 'মা বলেছে, পুজো হলে সবার ভালো হবে। আমিও চাই সবাই ভালো থাকুক।'

এল এল পুজো এল

## ১০৬ বছরে কালীবাড়ির পুজো

**বাণীব্রত চক্রবর্তী**

**ময়নাগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ময়নাগুড়ির ময়নামাতা কালীবাড়ির দুর্গাপুজো এবার ১০৬ বছরে পড়ল। সাবেকিয়ানায় জমজমাট এই পুজোকে ঘিরে উদ্দীপনা তুঙ্গে। ময়নাগুড়ি শহরের অন্যতম প্রাচীন পুজো হল এই কালীবাড়ির দুর্গাপুজো। ময়নামাতা কালীবাড়ির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় ১৯১০ সালে। মন্দির চত্বরে দেবী দুর্গার আলাদা পাকা মণ্ডপ রয়েছে। বিসর্জনের পর সেখানেই কাঠামো রেখে দেওয়া হয়। উলটোরথের দিন সেই কাঠামোপুজো করা হয়। দুর্গাপুজোর ১০০ বছর পূর্তিতে বলিপ্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেবলমাত্র শহরবাসী নন, এই পুজোকে ঘিরে পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের আলাদা একটা আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। পারিবারিক ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে অন্তত একবার সবাই মায়ের মন্দিরে দর্শন করে প্রণাম করে যান। তেমনি দুর্গাপুজোতেও বিগ বাজেটের পুজোর পাশাপাশি মায়ের মন্দির দর্শন এবং স্পর্শ করা চাই দর্শনার্থীদের। অনাড়ম্বর আয়োজন, থিম কিংবা অত্যাধুনিক আলোর রোশনাই নেই। নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো হয়। অষ্টমীতে কুমারীপুজো হয়। সেই কুমারীপুজোর এবার তৃতীয় বর্ষ। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ অসীম চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'কুমারীপুজোর ক্ষেত্রে জাতিধর্মের কোনও বিচার করা হয় না। এবারে সবমিলিয়ে ব্যয় হবে ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।' পুজোর কয়েকটা দিন সকলকেই প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ময়নামাতা কালীবাড়ি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য রণজিৎ দেবনাথ বলেন, 'যতদূর জানি শহরের পুরোনো পুজোগুলোর মধ্যে অন্যতম কালীবাড়ির দুর্গাপুজো। সময়ের সঙ্গে লোকবল কমেছে অনেকটাই। তবে পুজোয় আন্তরিকতায় কোনও ভাটা পড়েনি। এটাই উল্লেখযোগ্য বিষয়।' বিজয়া দশমীতে পান্তা ভাত আর বোঁদে দিয়ে মায়ের পুজো হলে সেই প্রসাদ বিতরণ করা হয় । পুরোহিত দিব্যেন্দু চক্রবর্তী। বিসর্জনের পর মণ্ডপে অপরাজিতাপুজো হয়। প্রতিমা তৈরির কাজ করছেন মৃৎশিল্পী সঞ্জীব রায়। পুজো কমিটির সভাপতি দেবেশ বল বলেন, 'সাবেকিয়ানা এবং নির্ভেজাল আন্তরিকতাই এই পুজোর মূল বৈশিষ্ট্য।'

প্রস্তুতি।। ময়নাগুড়ি ময়নামাতা কালীবাড়ি।

# ধামসার তালে জনসংযোগে বেচারাম

**নাগরাকাটা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** সোমবার আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে জনসংযোগও সারলেন রাজ্যের কৃষিজ বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। এদিন তাঁকে অন্যরকম মুডে দেখা যায় নাগরাকাটার চম্পাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের হিলা চা বাগানে। সেখানে শ্রমিকরা ধামসা-মাদলের তালে ১১০, ১১১ ও ১১২ নম্বর বুথ নিয়ে আয়োজিত ওই কর্মসূচির শিবিরে মন্ত্রীকে স্বাগত জানান। বেচারাম একজনের কাছ থেকে মাদল চেয়ে নিজেই তা বাজিয়ে মঞ্চ পর্যন্ত যান। সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা সহ অনেকে। হিলা থেকে তিনি চলে যান মাটিয়ালি ব্লকের মাটিয়ালি হাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ ও ১০ নম্বর বুথ নিয়ে আয়োজিত আরও একটি শিবিরে। মহকুমা শাসক শুভম কুণ্ডল প্রমুখ।

# সংবর্ধনা নিয়ে রেষারেষি

**বহরমপুর, ১৫ সেপ্টেম্বর :** বহু প্রতীক্ষার পর মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক নশিপুর-আজিমগঞ্জ রেলব্রিজ দিয়ে ট্রেন ছুটল। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জংশনে ট্রেন পৌঁছাতেই রণক্ষেত্র হয়ে উঠল স্টেশন চত্বর। সোমবার কলকাতা-সাইরাং এক্সপ্রেস মুর্শিদাবাদ জংশনে পৌঁছাতেই তৃণমূল সাংসদ আবু তাহের খানের অনুগামী ও বিজেপি বিধায়ক গৌরীশংকর ঘোষের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। পুরো ঘটনা ঘটে সাংসদ ও বিধায়কের উপস্থিতিতেই। কিন্তু এই ঘটনার পেছনে কারণ কী? এদিন ট্রেনের যাত্রী ও লোকোপাইলট সহ রেলের কর্মীদের শুভেচ্ছা জানাতে যান তৃণমূল সাংসদ। একই সময়ে বিজেপির বিধায়কও সেখানে হাজির হন। কোন পক্ষ আগে সংবর্ধনা দেবে, তা নিয়েই প্রথমে বচসা বেধে যায়। এক সময়ে বচসাই সংঘর্ষের আকার নেয়। ইঞ্জিনে লোকোপাইলটের দাঁড়ানোর জায়গাতেও ঢুকে দুইপক্ষের মারপিট চলতে থাকে।

এদিন সাইরাং এক্সপ্রেসের প্রথম যাত্রাকে স্বাগত জানাতে মুর্শিদাবাদ জংশনে দলবল নিয়ে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন সাংসদ। ঠিক সেই সময়েই সেখানে দলের কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে উপস্থিত হন স্থানীয় বিধায়ক। একসময় দুই রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। ওই পরিস্থিতির মধ্যেই সাংসদ আবু তাহের মুর্শিদাবাদ পুরসভার চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ধরকে সঙ্গে নিয়ে ইঞ্জিনে উঠে চালকদের বরণ করে নেন।

# প্রয়াত নেতা

**ময়নাগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন ময়নাগুড়ির বামপন্থী নেতা শিবেন পৈত (৬৬)। তিনি মৎস্যজীবী সংগঠনের জেলা সম্পাদকের পাশাপাশি কৃষকসভা ও সমবায় আন্দোলনের রাজ্য স্তরের নেতা ছিলেন। কলকাতায় সমবায়ের রাজ্য সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। এদিন বাড়ি ফেরার পর তিনি ফের অসুস্থ হলে, তাঁকে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

# নিরাপত্তায় জোর

**লাটাগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** পুজোর নেই বেশিদিন। কিন্তু এখনও ডুয়ার্সে পা পড়ছে না পর্যটকদের। এমন পরিস্থিতিতে তিন মাস বন্ধ থাকার পর মঙ্গলবার জঙ্গলের প্রবেশদ্বার খোলার প্রথম দিন কতজন জঙ্গলে পা রাখবেন, তা নিয়ে সংশয়ে পর্যটন ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি বনাধিকারিকরা। তবে পর্যটকদের স্বাগত জানাতে কোনও ত্রুটি রাখতে চাইছে না বন দপ্তর থেকে পর্যটন মহল। বন দপ্তর সূত্রে খবর, প্রতিটি বনবাংলোয় অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয়েছে।

### কাটিহার-শিলিগুড়ি পেল নতুন ট্রেন

# চিকেন নেকে নয়া রেলপথ

সানি সরকার

**শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** চিকেন নেকের সুরক্ষায় নয়া পদক্ষেপ।

১৯ বছরের প্রচেষ্টায় নতুন রেলপথে সংযোগ ঘটল আরারিয়া-গলগলিয়ার। স্বাধীনতার পর প্রথম দেশের রেল মানচিত্রে প্রবেশ ঘটল বিহারের সীমাঞ্চলের। ভারত-নেপালের মধ্যে নতুন বাণিজ্য পথ উন্মুক্ত হল। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ১১০.৭৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের নতুন রেলপথটি চালু করার পর আরারিয়া-গলগলিয়া প্রকল্পটিকে নিয়ে নানা ভাবনা সামনে আসছে। কিন্তু প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা বা শিলিগুড়ি করিডরের সুরক্ষা। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। এদিন শিলিগুড়িও পেয়েছে কাটিহার যাওয়ার নতুন এক্সপ্রেস ট্রেন।

চিন, বাংলাদেশ, ভুটান ও নেপাল, চার দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কথা মাথায় রেখে একাধিক রেলপ্রকল্পে সিলমোহর দিয়েছিল মনমোহন সিংয়ের ইউপিএ-১ সরকার। ১৯ বছর আগে ২০০৬-এ চিকেন নেকের সুরক্ষায় এমনই এক সিদ্ধান্ত ছিল আরারিয়া-গলগলিয়া রেলপ্রকল্প। মেচি-বাকরা নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে যাওয়ার পর সোমবার মোদির উপস্থিতিতে প্রকল্পটি বাস্তবের পথ ধরল। ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের দিন প্রথম ট্রেনের চাকা গড়াবে নতুন রেলপথে। রেলপথটি চালু হওয়ায় মূলত বিহারের সীমাঞ্চল এলাকার সাধারণ মানুষ যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই লাভের ফসল তুলতে পারবেন বাংলা-বিহারের কৃষক, ব্যবসায়ীরা। যে কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্র নেপালের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য পথ খুলে গেল বলে মনে করছেন অনেকেই। পাশাপাশি, বাংলাদেশের পর নেপালের সঙ্গে রেলপথে বন্ধুত্ব গড়তে যে উদ্যোগ বা পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত, তা আরও একধাপ এগোল বলেও মনে করা হচ্ছে। রেলকর্তাদের বক্তব্য, গলগলিয়া থেকে নেপালের কয়েকটি জায়গায় রেলপথ টেনে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে। তবে যেহেতু শিলিগুড়ি করিডর বা চিকেন নেক দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে স্পর্শকাতর, তাই প্রকল্পটি যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্নে। নতুন ট্র্যাকে ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার গতিবেগে ট্রেন ছুটতে পারবে। এদিন প্রধানমন্ত্রী সবুজ পতাকা দেখিয়েছেন কাটিহার-শিলিগুড়ি জংশন এক্সপ্রেসকে। বাণিজ্যিকভাবে ট্রেনটির যাত্রা শুরু হবে ১৭ সেপ্টেম্বর।

# উন্নতি বন্যা পরিস্থিতির

**ক্রান্তি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ভারী বৃষ্টিপাত না হওয়ায় কমেছে তিস্তার জলস্তর। ফলে আগের চেয়ে ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি ও চাপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক। তবে দুই পঞ্চায়েতের এখনও প্রায় আড়াইশোটি বাড়ি জলের তলায়। প্রশাসনের তরফে বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে। অসময়ের বৃষ্টিতে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলে এলাকার চাষিরা জানিয়েছেন।

ক্রান্তির বিডিও রিমিল সোরেন বলেন, 'বৃষ্টিপাত না হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতির অনেকটাই উন্নতি হয়েছে। পুরো বিষয়টাই আমাদের নজরে রয়েছে।' ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ কণিকা রায় জানান, গোটা ব্লকে বৃষ্টিতে কৃষির কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার রিপোর্ট তৈরির কাজ চলছে। বন্যাকবলিত মানুষদের ত্রাণসামগ্রী দেওয়া হয়েছে বলে জানান ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়।

সোমবার তিস্তার জল কমায় সকাল থেকে বাঁধে আশ্রয় নেওয়া বহু পরিবার নিজেদের বাড়িতে ফিরে যায়। তবে চাপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের

*খেতের জল ছেঁচে ফেলছেন কৃষক।*

মাস্টারপাড়া, কেরানিপাড়ার পাশাপাশি চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেববাড়ি এলাকা এখনও জলমগ্ন। চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেববাড়ি এলাকার বাসিন্দা ললিতা বেগম বলেন, 'কয়েক বছর আগে অন্যরকম পরিস্থিতি ছিল। ২০২৩ সালে সিকিমে লেক বিপর্যয়ে তিস্তায় পলি বেড়ে যাওয়ায় গত দুই বছর পাহাড়ে ভারী বৃষ্টি হলেই সাহেববাড়ির বিস্তীর্ণ এলাকায় উপচে পড়ে নদীর জল।' কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত সাদ্দাম আলি, উপেন রায়রা জানালেন, তাঁদের কয়েক বিঘা জমির সবজি জলের তলায় চলে গিয়েছে। ধনেপাতা, টমেটো, পটল ছাড়াও লংকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অনেক চাষি জমি থেকে জল নিষ্কাশনের চেষ্টা করছেন।

## পৃথিবীর পাঠশালা

### উল্কাপিণ্ডের ব্রেসলেট

পোল্যান্ডের চস্টোচোয়া এলাকায় ২৭০০ বছর পুরোনো লৌহযুগের একটি ব্রেসলেট পাওয়া গিয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, এটি আসলে উল্কার লোহা দিয়ে তৈরি! দুটি কবরস্থানে পাওয়া এই গয়নাগুলো প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকালের পোলিশ ধাতুকর্মীরা মহাজাগতিক জিনিস ব্যবহার করতে জানতেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এক উল্কাপাতের পর সেই উল্কাপিণ্ডের লোহা থেকেই এসব গয়না তৈরি করা হয়। এই আবিষ্কারের ফলে এটি পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ উল্কা-ধাতু সংগ্রহস্থল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

### গাছ নয়, জলভরা দুর্গ!

আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারের মরু অঞ্চলে দেখা যায় এক অদ্ভুত গাছ-'বাওবাব'। এই গাছগুলো ২৫০০ বছরেরও বেশি সময় বাঁচতে পারে এবং তাদের বিশাল কাণ্ডে ৩০ হাজার গ্যালনের বেশি জল জমা করে রাখতে পারে। তাই এই শুষ্ক অঞ্চলে বাওবাবকে 'জীবন্ত দুর্গ' বলা হয়। এটি শুধু পরিবেশগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, সেখানকার সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশও। বাওবাব গাছের নীচে অনেক সময় গ্রামের মিটিং হয়, গল্পকাহিনী বলা হয়, এমনকি বিরোধও নিষ্পত্তি করা হয়।

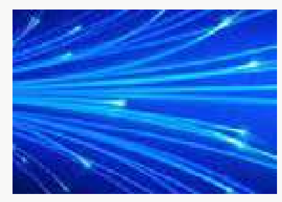

### আত্মহত্যা রুখছে নীল আলো

আত্মহত্যার হার কমাতে জাপানের রেলস্টেশনগুলোতে লাগানো হয়েছে নীল এলইডি লাইট। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই নীল আলো লাগানোর পর আত্মহত্যা প্রায় ৭৪-৮৪ শতাংশ পর্যন্ত কমে গিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন যে, নীল আলোর একটি শান্ত প্রভাব রয়েছে, যা স্ট্রেস কমায়, মেজাজ ভালো করে এবং মানুষের মধ্যে আবেগপ্রবণ আচরণ হ্রাস করে। ফলে এটি প্ল্যাটফর্মকে যাত্রীদের জন্য আরও নিরাপদ করে তোলে।

### গোরুরও পাসপোর্ট!

বিশ্বে মানুষের জন্য পাসপোর্ট তো আছেই, এবার গোরুদেরও পাসপোর্ট দিচ্ছে আয়ারল্যান্ড! হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। আয়ারল্যান্ডে প্রতিটি গোরুর জন্য একটি পাসপোর্ট বাধ্যতামূলক। এতে গোরুর আইডি নম্বর, জন্ম এবং বংশের সমস্ত বিবরণ থাকে। এই ব্যবস্থা খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। এই পাসপোর্ট দিয়ে প্রতিটি গোরুর জীবনযাত্রা ট্র্যাক করা হয়। ফলে, গোরুর মাংসের উৎপত্তিস্থল এবং গুণমান সম্পর্কে ক্রেতারা নিশ্চিত হতে পারেন। এমন অদ্ভুত আইডি সিস্টেম সত্যিই প্রশংসার যোগ্য!

# মেডিকেলে খুলে পড়ছে ফলস সিলিং

**শিলিগুড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** নিয়মিত খুলে পড়ছে ফলস সিলিং। আর তার জেরেই বিপত্তি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে। শনিবার এখানকার ইউরোলজি অন্তর্বিভাগে আচমকা ফলস সিলিংয়ের একাংশ রোগীর শয্যার পাশে খসে পড়ে। চিকিৎসকরা বলছেন, রোগীর শরীরে ফলস সিলিং ভেঙে পড়লে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। কিন্তু কার ভুলে এই দুর্ঘটনা, কেন সুপারস্পেশালিটি ব্লকে দিনের পর দিন ফলস সিলিং ভেঙে পড়লেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না, নির্মাণকারী সংস্থাকেই বা কেন তলব করা হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন উঠছে।

মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষ তথা হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক অবশ্য সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এই বিষয়টি পূর্ত দপ্তরকে দেখতে বলা হয়েছে। নির্মাণকারী সংস্থার গাফিলতি ছিল কিনা সেটাও দেখা প্রয়োজন।'

প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনার ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে সুপারস্পেশালিটি ব্লক তৈরি হয়েছে। এখনও পুরোদমে সেই ব্লকে সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা চালু হয়নি। কিন্তু তার আগেই ছ'তলা ভবনের প্রতিটি তলের ফলস সিলিং খুলে পড়তে শুরু করেছে। ছয়-সাত মাস ধরে ফলস সিলিং খুলে পড়ার ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যে গ্রাউন্ড ফ্লোরে বেশিরভাগ ফলস সিলিং সুরক্ষার স্বার্থে খুলে ফেলা হয়েছে। দোতলা, তিনতলায় আল্ট্রাসনোগ্রাফি থেকে শুরু করে বিভিন্ন বহির্বিভাগ, ২০ শয্যার করোনারি কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ), ২০ শয্যার ইউরোলজি অন্তর্বিভাগ চালু হয়েছে। সেখানেই এবার ফলস সিলিং খুলে পড়তে শুরু করেছে।

গত শনিবার ইউরোলজি অন্তর্বিভাগের ফলস সিলিং কিছুটা ভেঙে পড়ে। সেই সময় রোগীদের শয্যার পাশেই নার্সরা বসেছিলেন। নার্সদের খুব কাছে সিলিং ভেঙে পড়ায় সকলেই আঁতকে ওঠেন। খবর পেয়ে হাসপাতালের ডেপুটি সুপার, সহকারী সুপার থেকে শুরু করে পূর্ত দপ্তরের কর্মীরা সেখানে পৌঁছান। ওই অবস্থাতেই সোমবার পর্যন্ত ইউরোলজি অন্তর্বিভাগ চলেছে।

বিভাগীয় প্রধান ডাঃ বিশ্বজিৎ দত্তের বক্তব্য, 'এটা হাসপাতাল প্রশাসন আর পূর্ত দপ্তরের বিষয়। একটা নৃতুন তৈরি হাসপাতাল ভবনের ফলস সিলিং এভাবে খুলে পড়ার ঘটনা আশ্চর্যজনক।'

# বোনাস হয়নি

*প্রথম পাতার পর*

কম হারে বোনাস দেওয়ার কথা জানিয়েছে, যার বিরোধিতায় নামার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। মালবাজার শহর লাগোয়া কিছু বাগানে এখনও বোনাস দেওয়া হয়নি। নিউ গ্লেনকো চা বাগানের ম্যানেজার জেন শাহি জানান, 'আমাদের কিছু বকেয়া বেতন ছিল, যা ইতিমধ্যেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী ১৭-১৮ তারিখের মধ্যেই বোনাসও দেওয়া হবে।' কুমলাই চা বাগানে মালিকপক্ষের প্রস্তাবমতো ১৫ শতাংশের বোনাস নিতে রাজি নন শ্রমিকরা। ক্রান্তি ব্লকের কোনও চা বাগানেই এখনও অবধি বোনাস হয়নি। এলাকার কৈলাসপুর চা বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বোনাসের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া হবে। যোগেশচন্দ্র চা বাগানেও বোনাস হয়নি। তৃণমূলের ক্রান্তি ব্লক শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি পরিশ্রম চিকবড়াইক জানান, 'আনন্দপুর চা বাগান কর্তৃপক্ষ সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে বৈঠক করেছে। আশা করছি খুব দ্রুত শ্রমিকরা বোনাস পাবেন।'

রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর-ভাণ্ডারপুর চা বাগানেও বোনাস হয়নি। ম্যানেজার প্রসূন চক্রবর্তী বলেন, 'চায়ের বাজার মন্দা এবং আর্থিক পরিস্থিতি অনুকূল নয়। তাই সময় চাওয়া হয়েছে।' মাটিয়ালি ব্লকের বড়দিঘি চা বাগানে এখনও বোনাস হয়নি। নাগেশ্বরী, কিলকোট, সামসিং চা বাগানেও একই পরিস্থিতি। এখনও বোনাস দেওয়া হয়নি। নাগেশ্বরী চা বাগানে ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চলছে। নাগরাকাটার ধরণীপুর, বামনডাঙ্গা-টন্ডু, ক্যারন, নয়া সাইলি চা বাগানেও বোনাস হয়নি। গ্রাসমোড় চা বাগানে বোনাস নিয়ে টানাপোড়েন এদিনও অব্যাহত ছিল।

উৎসব... *নবরাত্রির আগে গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরে গারবা নাচের প্রস্তুতি। - পিটিআই*

# সম্প্রীতির বার্তায় পালিত উরস

**রাজগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর :** রাজগঞ্জের আমবাড়ি বড়ভিটার ফকির বাবার মাজার শরিফে সোমবার উরস উৎসব পালিত হয়। এদিন ফকির বাবার ৭৮তম মৃত্যুবার্ষিকী। প্রতিবছর ২৯ ভাদ্রের এই বিশেষ দিনে তাঁকে স্মরণ করে উরস উৎসব পালিত হয়। সঙ্গে মেলাও বসে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির বার্তা বয়ে নিয়ে আসে এই মেলা। শিলিগুড়ি শান্তিপাড়ার প্রফুল্ল দাস বাউল ও লাল সাধু যেমন প্রত্যেকবার মেলায় আসেন তেমনই উত্তর দিনাজপুর থেকে আসেন মজনু দরবেশ ও আলিম বাবা। সকলেরই মতে, বাউল ও সুফিদের কাছে আল্লা ও ভগবান জল ও পানির মতো। সকাল থেকে ধূপধুনো ও মোমবাতি জ্বালিয়ে ফকির বাবার স্মরণ এবং মানত করতে আসেন প্রচুর মানুষ।

মেলায় আসা খাদিম তফিজুল হোসেন বলেন, 'বর্তমানে যেখানে মাজার শরিফ সেই এলাকায় জঙ্গল ছিল। ফকির সাহেব জঙ্গলের মধ্যে এক বট গাছের নীচে থাকতেন। সঙ্গে একটি বাঘও থাকত। এলাকার মানুষের যে কোনও অসুখ হলে বাবার কাছে আসতেন। পরবর্তীতে তাঁর দেহত্যাগের পর সেই স্থানেই মাজার শরিফ করা হয়েছে।'

# কুসুমদিদিই 'মা দুর্গা'

*প্রথম পাতার পর*

মধ্যে রামশাই বা কালীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। তৃতীয় শ্রেণির পরি মুন্ডা বলে, 'প্রতিদিন স্কুলে যেতে পারি না। জঙ্গলের রাস্তা ধরে দলবেঁধে স্কুলে যেতে হয়। তাও অনেক সময় হাতি দাঁড়িয়ে থাকে। কারও আর সেদিন স্কুলে যাওয়া হয় না। তাই রোজ কুসুমদিদির কাছে পড়তে আসি।'

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী সঞ্জনা মুন্ডার বাবা-মা যাদবপুর ও রামশাই চা বাগানে চা শ্রমিকের কাজে যান। তাই স্কুলে যায় বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু রাস্তায় মাঝেমধ্যেই হাতি-চিতাবাঘ দেখে ভয়ে বাড়ি ফিরে আসতে হয়। এমনও হয়েছে, সপ্তাহে চার-পাঁচদিন কেউ স্কুলে যেতে পারেনি বুনোদের ভয়ে। কুসুমদিদি না থাকলে তারও হয়তো স্কুলের পাট চুকে যেত অনেক আগেই।

ভেলোরডাঙ্গার একেবারে শেষপ্রান্তে কুসুমদের বাড়ি। নিজে কলেজে যান বলে বিকেলের দিকেই বাড়ির বারান্দায় বনবস্তির ছেলেমেয়েদের পড়ান কুসুম। কথায় কথায় তিনি বলেন, 'বন্যপ্রাণীর উপদ্রবে দিনের পর দিন স্কুলে না যেতে পারা ছেলেমেয়েগুলো আর পড়াশোনাই করত না। ওদের দেখে খারাপ লাগত। ওদের পড়াশোনার অভ্যাসের মধ্যে রাখতে নিজেই উদ্যোগ নিয়ে বছর দুয়েক আগে পড়ানো শুরু করেছিলাম। ময়নাগুড়ি সিঙ্গিমারি বিএড কলেজের শিক্ষক মনোজ দাসের অনুপ্রেরণায় কুসুম আরও মনে জোর পান। কিছু আর্থিক সাহায্যও তাঁর কাছ থেকে পেয়েছেন কুসুম। তারপরই বাড়ির বারান্দায় পাটি পেতে পড়ানো শুরু করে দিই।'

কুসুম যেদিন কলেজ যান না সেদিন নিজেও চা বাগানে পাতা তোলার কাজ করেন নিজের হাতখরচ জোগাড় করতে। অনেক সময় আবার তাঁর স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য চকোলেট-বিস্কুটের পয়সা জোগাড় হয় চা পাতা তুলেই। কুসুমের আক্ষেপ, 'বনবস্তির কচিকাঁচারা দলবেঁধে জঙ্গল রাস্তা ধরে নদী পেরিয়ে স্কুলে যায়। হাতি ও চিতাবাঘের ভয়ে অনেকে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। এইভাবে বনবস্তির ছেলেমেয়েরা আরও অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।' কুসুমের মনে একটা গোপন ইচ্ছা আছে। তা হল, তাঁর পাঠশালার টিনের চালাঘর যদি সংস্কার করাতে পারতেন তাহলে আরও বেশি ছেলেমেয়েকে ভালো করে পড়ানো যেত।

মাঝেমধ্যেই পাশের গরুমারার জঙ্গল থেকে হাতি বেরিয়ে আসে। ফসল ও বাড়ির ক্ষতি করে যায়। সামনেই দুর্গাপুজো। ময়নাগুড়িতে পুজো দেখতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কুসুমের। পারলে তাঁর স্কুলের কচিকাঁচাদের নিয়ে যাবেন মা-কে দেখতে। সেখানে মাকে বলবেন

# গণ অভ্যুত্থান রুখতে

*প্রথম পাতার পর*

তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এই সংস্থাগুলি আন্দোলনের পিছনে লুকিয়ে থাকা অর্থের উৎসও খুঁজে বের করবে।

দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করতেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। দেশে বিভিন্ন ধর্মীয় সমাবেশগুলির ওপরও বিস্তারিত সমীক্ষা করতে বলা হয়েছে বিপিআরঅ্যান্ডডি-কে। এই ধরনের জনসমাগমে কেন বারবার হুড়োহুড়ি বা পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা ঘটে, তা বোঝা এবং ভবিষ্যতে তা প্রতিরোধের জন্য একটি এসওপি তৈরি করাই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং পঞ্জাবের সাধারণ অপরাধমূলক কার্যকলাপ মোকাবিলায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এনআইএ, বিএসএফ এবং এনসিবি-কে আলাদা কার্যপদ্ধতি তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। এই সমস্যাগুলো মোকাবিলার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে পঞ্জাব বিষয়ে ভালো বোঝেন, এমন আধিকারিকদের নিয়ে একটি দল গঠন করতে বলা হয়েছে। এনআইএ-কে বিশেষ করে অপরাধী-সন্ত্রাসবাদী নেটওয়ার্কের ঘরোয়া কেন্দ্রগুলি ভেঙে দেওয়ার জন্য 'আউট-অফ-দ্য-বক্স' পদ্ধতি ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল, জেলের ভিতর থেকে যারা এই নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে, তাদের দেশের অন্য প্রান্তে বিভিন্ন জেলে স্থানান্তরিত করা।

# শ্রমিক আবাস ধসে

*প্রথম পাতার পর*

প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে বারবার প্রতারণা করেছে। যার ফলে মালিকপক্ষ ঘর তৈরি করছে না। আমরা দাবি করছি, অবিলম্বে নিরাপদ শ্রমিক আবাস তৈরি হোক, যাতে এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে।' ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বিডিও রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস। তিনি জানান, 'আহত শ্রমিককে হাসপাতালে দেখে, প্রাথমিক ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন মহলে জানানো হয়েছে।' রাজা চা বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, বাগানে ইতিমধ্যেই বহু ঘর তৈরি হয়েছে।

# দেশের সুরক্ষার স্বার্থে বন্ধু

*প্রথম পাতার পর*

উত্তর-পূর্ব ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রেও একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেনাকর্তারা। অন্যদিকে, ব্রিকস সম্মেলনে চিনের সঙ্গে সখ্য পরিবেশ তৈরির পর উত্তর-পূর্বে চিন সীমান্তে সেনার নজরদারি ও কর্মপদ্ধতিতে কৌশলগত পদক্ষেপ কেমন হবে সে বিষয়ে সেনাকর্তাদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। অরুণাচলে ভারত-চিন সীমানা নির্ধারণকারী ম্যাকমোহন লাইন বরাবর নজরদারিতে সেনা তৎপরতা নিয়েও কথা বলেছেন তিনি।

সেনার ইস্টার্ন কমান্ড সূত্রের খবর, সোমবারের কলকাতায় সেনার বিশেষ সভায় চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সেখানে জরুরি পরিস্থিতিতে চিকেন নেক এড়িয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বিকল্প সড়ক ও রেলপথ তৈরির প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গও উঠেছে। চিকেন নেক এলাকায় বায়ুসেনার শক্তিবৃদ্ধির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রকে। সেইমতো উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কয়েকটি ছোট এয়ারবেস তৈরির সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে একটি কমিটি দ্রুত কাজ শুরু করতে পারে। হাসিমারা ও বাগডোগরা এয়ারবেসকে আরও শক্তিশালী করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন বায়ুসেনা কর্তারা। তিন বাহিনীর প্রস্তাব মেনে চিকেন নেকে সেনার ড্রোন স্কোয়াড্রনের সংখ্যা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কার্যত চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। ডিজিটাল লড়াইয়ে সেনাবাহিনীকে আরও উন্নত করার জন্য উত্তরবঙ্গে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং গবেষণাকেন্দ্র খুলতে পারে কেন্দ্র। অনুপ্রবেশ রুখতে অসম এবং পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্তে ধাপে ধাপে অত্যাধুনিক কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের কাজ শুরুর বিষয়েও সেনা বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

সূত্রের খবর, সেনার তরফে 'উত্তর-পূর্ব ভারতের সমস্যা ও উন্নয়ন' শীর্ষক একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেওয়া হয়েছে। কীভাবে প্রতিবেশী দেশগুলি থেকে অস্ত্র ও মাদক উত্তর-পূর্ব ভারত হয়ে ঢুকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে, রিপোর্টে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষকে টাকার প্রলোভন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন সেনা গোয়েন্দারা। সেনা সূত্রের খবর, প্রাণঘাতী মাদকের নেশায় জড়িয়ে ভারতের যুব সম্প্রদায়কে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য দেশবিরোধী শক্তিগুলির পরিকল্পনা, 'অপারেশন ডি' বা 'অপারেশন ড্রাগ'-এর ব্লু-প্রিন্টের কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন সেনাকর্তারা। কয়েকটি জঙ্গিগোষ্ঠী মিলে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকেই 'অপারেশন ডি'-এর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করছে। তথ্য, পরিসংখ্যান ও প্রমাণ দিয়ে তা জানিয়েছেন সেনকর্তারা। উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে ৭০টিরও বেশি জঙ্গি সংগঠন 'অপারেশন ডি' বাস্তবায়িত করতে সক্রিয় হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তাঁরা। শুধু বন্দুক হাতে যে 'অপারেশন ডি'-এর মোকাবিলা সম্ভব নয় সেকথা ভালোই বুঝেছেন দুঁদে সেনাকর্তারা। তাই এবার জনসংযোগ ও উন্নয়নকে হাতিয়ার করতে চাইছেন তাঁরা।

# কেরলে সিপিএমের পালটিতে অবাক

*প্রথম পাতার পর*

তার আগে এতদিন সেই মন্দিরে ১০ থেকে ৫০ বছরের মহিলাদের ছিল প্রবেশ নিষেধ। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে শীর্ষ আদালতের সেই রায়ে বলা হয়েছিল রজস্বলা মহিলাদের শবরীমালা মন্দিরে ঢোকা আটকানো মানে তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার হরণ। তাঁদের যেতে দিতে হবে। এটা তাঁদের মৌলিক অধিকার।

ব্যাস, তারপরই তুলকালাম বেধে যায় কেরলে। পরিষ্কার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায় গোটা রাজ্য। একদিকে এতদিনের সংস্কার, প্রথা ভাঙার বিরুদ্ধে প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীলরা। অন্যদিকে, সংস্কারপন্থী আধুনিক ভাবনাচিন্তার লোকজন। সেসময় শবরীমলায় মহিলাদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার বিপক্ষের লোকজন গোটা কেরলে হিংসাত্মক বনধ করে জনজীবন অচল করে দিয়েছিলেন। ক্ষমতাশালী নায়ার সোসাইটি আর হিন্দুত্ববাদী নানা সংগঠন একদিকে।

অন্যদিকে, পিনারাই বিজয়নের নেতৃত্বে বাম সরকার। বামেরা তীব্র আক্রমণ করে রক্ষণশীলদের। সেসময় রাজ্যজুড়ে সভায় সভায় বিজয়ন বলে এসেছিলেন, তাঁরা বিরোধিতা করছেন কোনও তাৎক্ষণিক কারণে নয়। এটা আসলে বামপন্থীদের নীতিগত অবস্থান। এইসব প্রাচীনপন্থা আর গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করেই কেরলের উন্নতি হয়েছে। এ লড়াই প্রতিক্রিয়া বনাম প্রগতির। কংগ্রেসিদের কেউ কেউ রায়ের বিরুদ্ধে ছিলেন, কেউ ছিলেন স্পিকটি নট। তাঁদের নীরব সমর্থন ছিল।

সেসব ৬ বছর আগের কথা। এখন সব উলটে গিয়েছে। তখন যাঁরা সিপিএমের বিরোধিতা করেছিলেন, তাঁরাই এখন পিনারাইয়ের পিছনে। আর যাঁরা প্রগতিশীল শিবিরের, তাঁরা এখন একেবারে হতভম্ব। যেসব দলিত সংগঠন, নাগরিক সমাজ, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাম সরকারের সঙ্গে মানববন্ধন করেছিল, তারা সিপিএমের এহেন পালটিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তাদের এক কথা, হিন্দুত্বের চাপে মাথা নত করেছে সিপিএম। রাজ্যের শাসকদলটি সংস্কারের পথে ছেড়ে দিয়েছে। তাদের কথা, সরকার কিংবা মন্দিরের বোর্ড এমন আয়াপ্পার সম্মেলন করতেই পারে। কিন্তু কারা সেখানে আমন্ত্রিত, আলোচনাই বা হবে কী নিয়ে? সরকার জানিয়েছে, সেখানে প্রথা আর সংস্কার নিয়ে কথা হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায় নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না।

কেরলের রাজনীতির ব্যাপারে ওয়াকিবহালরা জানেন, ২০১৮ সালের ওই রায়ের পর ২০১৯ সালে শবরীমালা ইস্যুতে ভারী মূল্য চোকাতে হয়েছিল সিপিএমকে। সে বছরের লোকসভা ভোটে রাজ্যের ২০টি সিটের মধ্যে মাত্র একটি জিততে পেরেছিল বাম-গণতান্ত্রিক জোট। বাকি ১৯টিতেই জিতেছিল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট। বিজেপি কোনও সিট না পেলেও তাদের ভোট বেড়েছিল তিন পার্সেন্ট। এই ফলই চাপে ফেলে দিয়েছিল পোড়খাওয়া বাম নেতাদের। এই রেজাল্টই তাঁদের বাধ্য করেছিল লাইন বদলাতে। অমানবিক কুপ্রথার বিরোধিতা থেকে সরে এসে বামেরা সর্বসম্মতি আর স্পর্শকাতরতার কথা বলতে শুরু করেছে। তাই এখন সুপ্রিম কোর্টের রায় পুরোপুরি কাজে লাগানোর বদলে আয়াপ্পা সম্মেলনের লাইন ধরেছে।

বিরোধীদের ভাষায়, এটা সুবিধাবাদ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সরকারকে বলতে হবে, মহিলাদের প্রবেশের অধিকার নিয়ে তাদের অবস্থান বদলাবে কি না, সেসময় যাঁরা আন্দোলন করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে তখন দায়ের করা কেস তুলে নেবে কি না। মহিলাদের শবরীমালা মন্দিরে প্রবেশাধিকারের বিষয়টি ক্লোজড চ্যাপ্টার বলে সিপিএম জানালেও ত্রিবাঙ্কুর দেবস্বম বোর্ড সুপ্রিম কোর্টে রিভিউ পিটিশন করার ইঙ্গিত দিয়েছে। সিপিএম সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছে, আয়াপ্পা সম্মেলন অরাজনৈতিক। সে যা-ই বলুক, এটা যে সরে যাওয়া হিন্দু ভোট ফেরানোর মরিয়া চেষ্টা, তা নিয়ে বিশেষ একটা দ্বিমত নেই কারও। ইতিমধ্যে নায়ারদের সংগঠনকে পাশে পেয়েছে সিপিএম। ইঝাভাদের সংগঠন শ্রীনারায়ণ ধর্ম প্রতিপালনেরও সমর্থন পাচ্ছে। তাতে বিজেপি আর কংগ্রেসকে ঠেকানো যাবে বলে মনে করছে সিপিএম। বসে নেই সংঘ পরিবারও। তারা আলাদা আয়াপ্পা সম্মেলনের তোড়জোড় শুরু করেছে। যেখানে অমিত শা-কে আনার চেষ্টা হচ্ছে। অনেকের নিশ্চয়ই মনে আছে বিন্দু আম্মিনি আর কনকদুর্গা নামে দুই মহিলার কথা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর ২০১৯ সালে ওই দুই সাহসিনী শবরীমালা মন্দিরে ঢুকে গিয়েছিলেন। তা নিয়ে বিস্তর হট্টগোল হয়েছিল।

প্রগতিশীল বাম রাজত্বে তারপর তাঁদের কী হয়েছিল? কনকদুর্গাকে তাঁর পরিবার ত্যাগ করেছিল। অকথ্য অত্যাচার করেছিলেন তাঁর শাশুড়ি। আরেকজন বিন্দু আম্মিনিকে বহুবার মারধর করা হয়। সমাজচ্যুত হয়ে আর থাকতে না পেরে কেরল ছেড়ে অন্য রাজ্যে চলে গিয়েছেন তিনি। কনকদুর্গা থাকেন সরকারি হোমে। পরিবারচ্যুত, একলা। এই দুই নির্যাতিতা আয়াপ্পা সম্মেলনে আমন্ত্রণ পাননি। নিজের সুবিধায় তাঁদের ভুলে গিয়েছে সিপিএম।

# কুলদীপকে বুঝতেই পারেনি, দাবি আক্রামের

১৮ রান দিয়ে পাকিস্তানের ৩ উইকেট তুলে নেন কুলদীপ যাদব।

## প্রথম বল থেকে 'আফ্রিদি' হতে যেও না : শাহিদ

**দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর :** 'প্রথম বল থেকে শাহিদ আফ্রিদি হতে যেও না।

পিচ পরিস্থিতি বুঝে নিজেদের প্রয়োগের চেষ্টা করতে হয়।' ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান ব্যাটারদের জঘন্য পারফরমেন্সের পর নিজের নাম টেনে সাইম আয়ুবদের ঠিক এভাবেই তুলোধোনা করেছেন শাহিদ আফ্রিদি।

মাঠের বাইরে দলের হয়ে বারবার ব্যাট ধরেছেন। যদিও মাঠের লড়াই সেই দলের ছন্নছাড়া ব্যাটিং কুরে-কুরে খাচ্ছে। আফ্রিদি বলেছেন, 'জিততে হলে ব্যাটারদের রান করতে হবে। সাইমকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। পরিস্থিতি, পিচ বুঝে প্রথম বলটা খেলা দরকার। সেখানে প্রথম বলেই শাহিদ আফ্রিদি হওয়ার চেষ্টা করলে হবে না। একজন ব্যাটারকেও দেখতে পাইনি, যে জেতাতে পারে।'

হতাশ বোলিং নিয়েও। প্রথমসারির একাধিক পেসারকে বিশ্রামের যৌক্তিকতাও খুঁজে পাচ্ছেন না। আফ্রিদির দাবি, 'জেনুইন ফাস্ট বোলারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এই মিলিজুলি বোলিং অ্যাটাকের ভাবনা ভারতের বিরুদ্ধে কোনও কাজ করেনি।'

কিংবদন্তি ওয়াসিম আক্রামের মতে, কুলদীপ যাদবের স্পিন সামলানোর দক্ষতা কিংবা ধৈর্য, কোনওটাই ছিল না পাক ব্যাটারদের। ফল চোখের সামনে। বলেছেন, 'কুলদীপকে পড়তেই পারেনি ওরা। সানিভাই (সুনীল গাভাসকার)

> জিততে হলে ব্যাটারদের রান করতে হবে। সাইমকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। পরিস্থিতি, পিচ বুঝে প্রথম বলটা খেলা দরকার। সেখানে প্রথম বলেই শাহিদ আফ্রিদি হওয়ার চেষ্টা করলে হবে না। একজন ব্যাটারকেও দেখতে পাইনি, যে জেতাতে পারে। -শাহিদ আফ্রিদি

বলছিলেন, কুলদীপকে সামলাতে হলে ওর হাত পড়তে হবে। নাহলে বুঝতেই পারবে না, কী বল আসছে। প্রতি দুই বলে সুইপ করা মানে, ব্যাটাররা কুলদীপকে পড়তেই পারেনি।'

পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিনার দানিশ কানেরিয়ার যুক্তি, দুই দলের মধ্যে দক্ষতা, স্কিলের ব্যবধান অনেক। দুবাই দ্বৈরথে তা আরও একবার সামনে চলে এসেছে। কানেরিয়ার কথায়, পাকিস্তান বর্তমানে ছোট ছোট দলের কাছেও হারছে। বারবার দলে পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে। বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ানরা নেই। একঝাঁক নতুন মুখ। সেখানে ভারত অনেক শক্তিশালী। ভারসাম্য বেশ ভালো। প্রতি বিভাগেই তারকাদের ভিড়, যা ম্যাচে তফাত গড়ে দিয়েছে।

শোয়েব মালিক, উমর গুলরা অবাক পাক ব্যাটারদের পরিকল্পনাতে। ম্যাচে প্রায় ১০ ওভার মতো ডট বল! বিগ হিট না এলে স্ট্রাইক রোটেট করতে হয়। যদিও সেই চেষ্টা কেন করা হল না, অবাক তাঁরা। গুলের দাবি, 'বল মোটেই ঘোরেনি। অথচ, কুলদীপকে উইকেট দিয়ে এসেছি আমরা।' শোয়েব মালিক অবশ্য স্বীকার করে নিচ্ছেন, কুলদীপ-রহস্য ভেদ করতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে পাকিস্তান। যার খেসারত দিতে হচ্ছে। এর জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। যদিও পাক দলের খেলার তার ছিটেফোঁটা নেই।

মিসবা-উল-হক টেকনিকেই খুঁত দেখছেন। প্রাক্তনের অভিযোগ, শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে টেকনিক গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক পরীক্ষার সামনেও পড়তে হয়। বাইরে থেকে কোচ সবকিছু বলে দেবে না। মাঠে নেমে ক্রিকেটারদের যার মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু দক্ষ বোলিংকে সামলাতে যে টেকনিক, মানসিকতা প্রয়োজন, তার অভাব রয়েছে পাক ব্যাটারদের মধ্যে।

## অজি বিশ্বকাপারদের গুরুত্ব দিচ্ছে না আহল

# এবার এশিয়াতেও ছাপ রাখতে চায় বাগান

**সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** মাথায় সাদা চুলের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ! কপালের ভাঁজ আরও বেশি প্রকট।

সবুজ-মেরুন সমর্থকদের প্রত্যাশার চাপেই কি এই ছয় মাসে আরও খানিকটা বুড়িয়ে গেলেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা? সম্ভবত। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের লিগ-শিল্ড ও কাপ জেতা হয়ে গিয়েছে একই মরশুমে। দেশের কেন বলতে গেলে দক্ষিণ এশিয়ারই এখন অন্যতম সেরা দল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। কিন্তু গত মরশুমে ক্লাব কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার আগ্রহের পরও এএফসির টুর্নামেন্ট সুখকর হয়নি। তাই এবার এসিএল টুয়ে ছাপ রাখাই যে ম্যানেজমেন্টের এক এবং একমাত্র লক্ষ্য তা বিলক্ষণ বুঝেছেন মোলিনা। তিনি বলেও দিলেন, 'এদেশের ফুটবলে আমরা ভালো করেছি। এবার সময় এশিয়াতেও ভালো কিছু করার।'

ম্যানেজমেন্টের মতো সমর্থকদের প্রত্যাশার চাপও অপরিসীম। এই দুইয়ের চাপ আছে ফুটবলারদের মধ্যেও। সবমিলিয়ে তুর্কমেনিস্তানের আহল এফকের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার আগে অস্বস্তি তো আছেই।

এই অস্বস্তির আরও কারণ হল, ঘরোয়া ফুটবলের টালমাটাল পরিস্থিতি। এত তাড়াতাড়ি আইএসএল শুরু না হলেও তার জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত এতদিনে। সেখানে কবে কী হবে, তার কোনও পরিষ্কার চিত্র নেই বলেই মানসিকভাবে একেবারেই স্বস্তিতে নেই কোনও কোচ-ফুটবলার। তবু সামনে এসিএলের ম্যাচ থাকাতেই হয়তো ডুরান্ড কাপের পর টানা প্রায় তিন সপ্তাহ নিরবচ্ছিন্ন প্রস্তুতি নিতে পেরেছে মোহনবাগান। সেখানে দুই মাস ঘরোয়া লিগ খেলে এই ম্যাচ খেলতে এসেছে আহল এফকে। ফলে তাদের ফুটবলাররা ম্যাচের মধ্যেই আছে। তারা ওদেশের লিগে দ্বিতীয় স্থানে কিন্তু এক নম্বরে থাকা এফকে আর্কাদাগের থেকে ২৮ পয়েন্ট পিছিয়ে। তাই খেলার মধ্যে থাকলেও এই গ্রুপ 'সি'-তে প্রতিপক্ষ হিসাবে এই দলটাকেই অন্তত হারানোর ক্ষমতা রাখে মোহনবাগান। প্রতিপক্ষ আহলে কোনও বিদেশি নেই। তার পরেও অবশ্য মোহনবাগানের তিন অস্ট্রেলিয়ান বিশ্বকাপারকে নিয়ে তাঁরা চিন্তিত নন বলে জানালেন কোচ এজিজ আনামুহামেদভ, 'আমরা বিদেশি খেলাই না কারণ আমরা নিজেদের দেশের তরুণ ফুটবলারদের আন্তর্জাতিক মানের তৈরি করতে চাই। মোহনবাগানে যে তিনজন অস্ট্রেলীয় বিশ্বকাপার আছে, সেটা জানি। তবে ওদের আটকানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাও আমাদের করা আছে। আর তাছাড়া ওদের নিয়ে আমরা শুধু ভাবতে যাব কেন, ওরাও দেখতে পাবে আমাদের ডিফেন্ডারদের কীরকম ক্ষমতা।' বলতে গেলে, খানিকটা হুংকারই দিয়ে রাখলেন।

প্রস্তুতি সেরে ফেরার সময় জেসন কামিন্সের সঙ্গে রসিকতায় রবসন রোবিনহো। দর্শক শুভাশিস বসু। ছবি : ডি মণ্ডল

**এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ-২**
**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম আহল এফকে**
**সময় :** সন্ধ্যা ৭.১৫ মিনিটে
**স্থান :** যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
**সম্প্রচার :** ফ্যানকোড অ্যাপ

তবে এসব বলে অবশ্য টলানো মুশকিল মোলিনার দুর্ভেদ্য ডিফেন্স। তিনি এককথায় সারলেন, 'আগামীকাল ম্যাচে সবাই দেখতে পাবে, আমরা কেমন খেলি।' তাঁর দলে মনবীর সিং ছাড়া অবশ্য গোটা দলটাই ফিট। ফলে আত্মবিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। নতুন আসা রবসন রোবিনহো, অভিষেক সিং টেকচাম কী কিয়ান নাসিরিরাও তাঁর পরিকল্পনার সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে বলে নিজেই সানন্দে জানান মোলিনা। ফলে এসিএল টুয়ের প্রথম ম্যাচ জিতে শুরুটা ভালো করতে চায় সবুজ-মেরুন শিবির। আর তাদের সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পাশে থাকার সম্ভাবনা প্রায় হাজার পঞ্চাশেক সমর্থকের। যাঁরা গত কয়েক বছরে মোহনবাগানকে একাধিক ট্রফি জিততে সাহায্য করে এসেছেন।

## আইসিসি-র মাসের সেরা সিরাজ

**দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর :** এশিয়া কাপ দলে সুযোগ হয়নি মহম্মদ সিরাজের। ঘরে বসেই দেখতে হচ্ছে সতীর্থদের খেলা। সেই সিরাজকেই এদিন সুখবর শোনাল আইসিসি। অগাস্ট মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস। ইংল্যান্ডে টেস্ট সিরিজে দুরন্ত পারফরমেন্সের (সর্বাধিক ২৩ উইকেট নেন) সুবাদে সংক্ষিপ্ত তিনজনের তালিকায় জায়গা পেয়েছিলেন সিরাজ। শেষপর্যন্ত নিউজিল্যান্ডের ম্যাট হেনরি ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের জেডন সিলসকে পিছনে ফেলে আইসিসি-র মাসের সেরা পুরস্কার সিরাজের দখলে।

সিরাজ বলেছেন, 'আইসিসি-র পুরস্কার। স্পেশাল সম্মান আমার কাছে। অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার সিরিজ দুর্দান্ত কেটেছিল। আমার খেলার অন্যতম সেরা সিরিজ। গুরুত্বপূর্ণ সময়ে দলের সাফল্যে অবদান রাখতে পেরে আমি গর্বিত। শক্তিশালী ব্যাটিং লাইনআপের বিরুদ্ধে মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ আমার সেরাটা বের করে আনতে সাহায্য করেছে।'

## ফিডে গ্র্যান্ড সুইসে চ্যাম্পিয়ন বৈশালী

**সমরখন্দ, ১৫ সেপ্টেম্বর :** মহিলাদের ফিডে গ্র্যান্ড সুইস চেসে মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলেন ভারতের রমেশবাবু বৈশালী। সেইসঙ্গে প্রথম দাবাড়ু হিসেবে টানা দুইবার এই প্রতিযোগিতা জেতার নজির গড়লেন তিনি। শেষ রাউন্ডে চিনের তান ঝোংগির সঙ্গে ড্র করেন বৈশালী। ফলে ১১ রাউন্ডে ৮ পয়েন্ট নিয়ে খেতাব নিশ্চিত করেন তিনি। চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় আগামী বছরের ক্যান্ডিডেটস দাবায় মহিলাদের বিভাগে তৃতীয় ভারতীয় হিসেবে নামার ছাড়পত্র পেলেন বৈশালী। এর আগে কোনেরু হাম্পি ও দিব্যা দেশমুখ ক্যান্ডিডেটস দাবায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

# এ কোন পাকিস্তান! কটাক্ষ গাভাসকারের

**দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ভারতের সামনে আরও একটা লজ্জার পারফরমেন্স। আবারও অসহায় আত্মসমর্পণ পাকিস্তানের। দলের জঘন্য ক্রিকেটে বিতর্কের ঢেউ ওয়াঘার ওপারে। অবাক সুনীল গাভাসকারের মতো ভারতীয় কিংবদন্তিরাও।

এশিয়া কাপের কমেন্ট্রি টিমে অন্যতম মুখ সানির প্রশ্ন, এ কোন পাকিস্তান। মাঝেমধ্যে তো বুঝতেই অসুবিধা হচ্ছিল, আদৌ এটা পাকিস্তান দল তো? সলমন আলি আঘাদের লজ্জার হারে নুন ছিটিয়ে গাভাসকার বলেছেন, 'অজয় জাদেজা, ইরফান পাঠান, বীরেন্দ্র শেহবাগরা আমার সঙ্গে একমত হবে কিনা জানি না। তবে আগে কখনও এইরকম দুর্বল পাকিস্তান দল আমি দেখিনি।'

হানিফ মহম্মদের প্রসঙ্গ টেনে সানি আরও বলেছেন, '১৯৬০ থেকে ওদের খেলা দেখছি। চার্চগেট থেকে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম পর্যন্ত দৌড়োতাম শুধুমাত্র হানিফ মহম্মদের খেলা দেখব বলে। তার পাশে এই দল ছায়ামাত্র। মনে হচ্ছিল, এটা পাকিস্তান নয়। দিশাহীন শট খেলে আউট হল ব্যাটাররা। বোলারদের হালও তথৈবচ।'

ভারতের কাছে হারলেও পাকিস্তানের সুপার ফোর যাওয়ার দরজা অবশ্য খোলা থাকছে। গ্রুপ লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হারালেই টিকিট নিশ্চিত। সেক্ষেত্রে পরের রবিবার ফের ভারত-পাক মহারণের হাতছানি। সাত দিনের মধ্যে ধাক্কা কাটিয়ে ব্যবধান মুছে ফেলা আদৌ কি সম্ভব হবে?

রবিচন্দ্রন অশ্বীনের দাবি, পাকিস্তানের থেকে এই মুহূর্তে কয়েক মাইল এগিয়ে ভারত। দুই দলের মধ্যে কোনও তুলনাই চলে না। অশ্বীনের যুক্তি, 'সাইম আয়ুব বোলিংয়ে কিছুটা টেম্পারামেন্ট দেখিয়েছে। তিনটি উইকেটই ওর দখলে। বাকিরা সবাই তো খোঁড়াল। উলটো দিকে ভারত একেবারে অন্য মানের দল। তুলনা অযৌক্তিক।'

আইপিএল-কে অনেকাংশে কৃতিত্ব দিচ্ছেন অশ্বীন। বলেছেন, 'মেগা লিগে চাপের মধ্যে খেলতে অভ্যস্ত অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মারা। অভিষেক প্রথম বল থেকেই শাহিন শা আফ্রিদির ওপর ঝাঁপিয়েছে। একই চেষ্টা জসপ্রীত বুমরাহর বিরুদ্ধে করেছিল মহম্মদ হ্যারিস। যার পরিণতি সহজ ক্যাচে উইকেট খোয়ানো। পাক ইনিংসে শেষদিকে শাহিনের ব্যাটিং বাদ দিলে ওদের কেউই বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদবকে পড়তেই পারেনি।'

ভারতের দুর্দান্ত জয়ে উচ্ছ্বসিত ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী দলের সদস্য সৈয়দ কিরমানিও। তবে মনে করছেন, হ্যান্ডশেক বিতর্ক না হলেই ভালো হত। কিরমানির যুক্তি, খেলাধুলো থেকে রাজনীতিকে দূরে রাখা উচিত। এক প্রশ্নের জবাবে ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা উইকেটকিপার বলেছেন, 'বিশ্বজুড়েই রাজনীতির দাপট। তবে ক্রীড়া সম্প্রীতির বার্তা বহন করে। রাজনীতি আর খেলাকে তাই মিশিয়ে ফেললে ভুল হবে। দুইটি সম্পূর্ণ আলাদা।'

> ১৯৬০ থেকে ওদের খেলা দেখছি। চার্চগেট থেকে ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়াম পর্যন্ত দৌড়োতাম শুধুমাত্র হানিফ মহম্মদের খেলা দেখব বলে। তার পাশে এই দল ছায়ামাত্র। মনে হচ্ছিল, এটা পাকিস্তান নয়। দিশাহীন শট খেলে আউট হল ব্যাটাররা। বোলারদের হালও তথৈবচ। -সুনীল গাভাসকার

আউট হয়ে ফিরছেন সলমন আলি আঘা। উচ্ছ্বসিত কুলদীপ যাদব।

## ভারতের সাফল্য অনুপ্রেরণা অনিরুদ্ধদের

# এএফসির প্রস্তুতিতে সন্তুষ্ট কোচ মোলিনা

**সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** কাফা নেশনস কাপে ভারতের সাফল্য এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে লড়াইয়ের জন্য অনুপ্রাণিত করছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে। গত একটা মরশুমে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের প্রত্যাশা অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছেন হোসে মোলিনা। আইএসএলে 'ডাবল' জেতার পর এবার এএফসি-র মঞ্চেও ভালো কিছু করার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন তিনি। অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে ডুরান্ড কাপে খেলতে হয়েছিল মোহনবাগানকে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ফুটবলারদের ফিটনেসের অভাব চোখে পড়েছিল। তারপর অনেকটা সময় পাওয়া গিয়েছে। এসিএল টু-তে অভিযান শুরুর আগে দলের প্রস্তুতি নিয়ে সন্তুষ্ট হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। বলেছেন, 'গত এক মাস খেলোয়াড়রা খুব পরিশ্রম করেছে। প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সুযোগ না পাওয়ায় একটু সমস্যা হয়েছে ঠিকই। তবে একটা হলেও ভালো প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছি আমরা।'

আহল এফকে-র বিরুদ্ধে এসিএল টু-তে অভিযান শুরুর আগে স্বয়ং মোলিনার চোখেমুখেও আত্মবিশ্বাসের ছাপ স্পষ্ট। ভিতরে চাপ অনুভব করলেও তা একেবারেই বুঝতে দিলেন না। আহল এফকে ম্যাচের আগে মোহনবাগানের স্প্যানিশ কোচ বলেছেন, 'প্রমাণ করেছি আমরাই ভারতের সেরা দল। এশিয়ার মঞ্চেও যে আমরা ভালো কিছু করতে পারি এবার সেটাই প্রমাণ করার পালা। আহল নিঃসন্দেহে ভালো দল। তবে নিজের দলের ওপরও পূর্ণ আস্থা রয়েছে।' মোলিনার পাশে বসে সেই সুরেই গলা মেলালেন মোহনবাগানের মিডফিল্ড জেনারেল অনিরুদ্ধ থাপা। তিনি বলেছেন, 'এএফসি-তে প্রতিটা ম্যাচই কঠিন। তবুও আশা করছি শুরুটা ভালোই হবে। আমরা আমাদের দল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী। এই মরশুমে আমাদের দলে খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি। যে কারণে কোচ কী চান তা ভালোভাবেই জানি।

সাংবাদিক সম্মেলনে মোহনবাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। -ডি মণ্ডল

সেভাবেই খেলব আমরা।' সদ্য কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জজয়ী ভারতীয় ফুটবল দলকে শুভেচ্ছা জানান অনিরুদ্ধ। সেই রেশ ধরেই বলেছেন, 'এশিয়ার যে কোনও দলের বিরুদ্ধে খেলাই কঠিন। কাফায় জাতীয় দলের এই সাফল্য আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করছে। আমরাও আগামী ম্যাচগুলোতে আরও ভালো কিছু করতে চাই।' কথাতেই অনিরুদ্ধ বুঝিয়ে দিলেন খালিদ জামিলের দলের সাফল্য, তাঁদের তাগিদটাও অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

## ছয় গোল অপ্রতিরোধ্য বার্সেলোনার

**বার্সেলোনা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** বার্সেলোনার দুরন্ত ফুটবলে ৬-০ গোলে উড়ে গেল ভ্যালেন্সিয়া। জোড়া গোল করলেন ফেরমিন লোপেজ, রাফিনহা এবং রবার্ট লেওয়ানডস্কি। লা লিগার ইতিহাসে প্রথমবার পরিবর্ত হিসেবে নেমে একই দলের দুই ফুটবলার জোড়া গোল করলেন। এই বিরল নজির গড়লেন রাফিনহা-লেওয়ানডস্কি।

আগাগোড়া ম্যাচের রাশ ছিল কাতালানদের দখলে। ৭২ শতাংশ বল পজেশনের সঙ্গে ২৪টি শট তারই প্রমাণ। ম্যাচের পর বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের মন্তব্য, 'সবকিছু নিখুঁত হয়েছে। আমি যেভাবে চেয়েছি, প্রথম মিনিট থেকেই ছেলেরা সেভাবেই খেলেছে। দারুণ দলগত পারফরমেন্স।'

২৯ মিনিটে বার্সাকে এগিয়ে দেন ফেরমিন। ৫৬ মিনিটে তিনি আরও একটি গোল করেন। ৫৩ ও ৬৬ জোড়া গোল করেন রাফিনহা। শেষের দিকে নেমে আরও দুটি গোল করে জয় নিশ্চিত করেন পোলিশ গোলমেশিন লেওয়ানডস্কি।

জয়ের সুবাদে ৪ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় দুইয়ে উঠে এলেন রাফিনহারা। শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট।

## ১০ বছর পর দলীপ মধ্যাঞ্চলের

**বেঙ্গালুরু, ১৫ সেপ্টেম্বর :** প্রত্যাশামতোই দলীপ ট্রফিতে চ্যাম্পিয়ন হল মধ্যাঞ্চল। ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারাল দক্ষিণাঞ্চলকে। সোমবার ম্যাচের শেষদিনে জেতার জন্য মধ্যাঞ্চলের দরকার ছিল ৬৫ রান। হাতে ছিল দশটি উইকেট। দিনের শুরুতে ২৪ রানে ৩ উইকেট তুলে নিয়ে অঘটনের ক্ষীণ আশা জাগিয়েছিল দক্ষিণাঞ্চল। শেষপর্যন্ত ৪ উইকেটে ৬৬ রান তুলে নেয় মধ্যাঞ্চল। অক্ষয় ওয়াদকার ১৯ ও যশ রাঠোর ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন। ফাইনালে প্রথমদিন থেকেই চালকের আসনে ছিল মধ্যাঞ্চল। প্রথম ইনিংসে দক্ষিণাঞ্চলের ১৪৯ রানের জবাবে ৫১১ রান তোলেন রজত পাতিদাররা। ৩৬২ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ৪২৬ রান করে দক্ষিণাঞ্চল। চলতি বছরের জুন মাসে অধিনায়ক হিসেবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে আইপিএল জিতিয়েছিলেন রজত। এবার তাঁর নেতৃত্বে দীর্ঘ ১০ বছর পর দলীপ জিতল মধ্যাঞ্চল। শেষবার তারা দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ২০১৪-'১৫ মরশুমে। সেবারও ফাইনালে তারা দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়েছিল।

# আজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল-মার্সেই

**মাদ্রিদ, ১৫ সেপ্টেম্বর :** লা লিগায় দুর্দান্ত ছন্দে রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথম চার ম্যাচের চারটিতেই জিতে লিগ টেবিলের মগডালে বসে মাদ্রিদ জায়েন্টরা। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রথম ম্যাচে জয়ের খোঁজে নামছে জাভি অলন্সোর দল।

মঙ্গলবার রাতে ঘরের মাঠ স্যান্টিয়াগো বার্নাব্যুতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করছে রিয়াল। প্রতিপক্ষ ফরাসি ক্লাব মার্সেই। ধারেভারে এগিয়ে অলন্সোর দলই। তবুও প্রতিপক্ষকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন রিয়াল মাঝমাঠের অন্যতম ভরসা অরলিয়েন চৌয়ামেনি। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রতিটা ম্যাচই আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। মার্সেই শক্তিশালী দল। জিততে হলে আমাদের সেরাটা উজাড় করে দিতে হবে।'

গত চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রত্যাশিত সাফল্য আসেনি। এবার মরশুমের শুরু থেকে দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন দলের সেরা তারকা কিলিয়ান এমবাপে। সেটাই আরও বেশি আত্মবিশ্বাস দিচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদকে। চৌয়ামেনি বলেছেন, 'এমবাপের উপস্থিতিই ফারাক গড়ে দেয়।' সেই রেশ ধরেই অলন্সো বলেছেন, 'ব্যক্তিগত নৈপুণ্যয় পার্থক্য গড়ে দিতে পারে এমবাপে। ও একা নয়, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার, রডরিগো সবাইকে নিয়ে আমাদের দল। দলগত একতাই আমাদের শক্তি।'

মঙ্গলবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নামছে আর্সেনালও। তাদের প্রতিপক্ষ স্পেনের অ্যাথলেটিক বিলবাও। গত মরশুমে প্যারিস সাঁ জাঁ-এর কাছে সেমিফাইনালে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল গানারদের। তারুণ্য ও অভিজ্ঞতার মিশেলে এবার নতুন করে দল সাজিয়েছেন মিকেল আর্তেতা। বিশেষ করে আক্রমণভাগের খোলনলচে বদলে ফেলেছেন। তাতে ভর করেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভালো শুরুর অপেক্ষায় আর্সেনাল।

**চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ**
পিএসভি আইন্দহোভেন বনাম ইউনিয়ন সেন্ট-গিল্লোইসে
অ্যাথলেটিক বিলবাও বনাম আর্সেনাল
**সময় :** রাত ১০.১৫ মিনিট
রিয়াল মাদ্রিদ বনাম মার্সেই
জুভেন্তাস বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
বেনফিকা বনাম কারাবাগ এফকে
টটেনহ্যাম হটস্পার বনাম ভিয়ারিয়াল
**সময় :** রাত ১২.৩০ মিনিট
**সম্প্রচার :** সোনি টেন নেটওয়ার্ক

# হাল্যান্ডে পূর্ণ আস্থা পেপের

**লন্ডন, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ক্লাব কিংবা জাতীয় দল। আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড রয়েছেন বিধ্বংসী মেজাজে।

কয়েকদিন আগেই দেশের জার্সিতে মলডোভার বিরুদ্ধে করেছিলেন পাঁচটি গোল। তারপর রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে খেলতে নেমে জোড়া গোল করেছেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির এই গোলমেশিন। এই নিয়ে ইপিএলে চার ম্যাচে পাঁচ গোল হয়ে গেল হাল্যান্ডের।

হাল্যান্ডের পারফরমেন্সে মুগ্ধ ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তিনি বলেছেন, 'ম্যান সিটিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে হাল্যান্ড একবারও আমাদের হতাশ করেনি। যেজন্য ওর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করা হয়েছে। হাল্যান্ড দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।'

দলকে ডার্বি জেতাতে পেরে উচ্ছ্বাসে ভাসছেন স্বয়ং হাল্যান্ড। ম্যাচের পর নরওয়ের গোলমেশিন বলেছেন, 'ডার্বি জিততে গেলে নিজেদের মনের মধ্যে বাড়তি তাগিদ থাকতে হবে। এই ম্যাচে আমাদের মধ্যে সেটা ছিল। এমন একটা ম্যাচ জিততে পেরে আমি দারুণ খুশি। তবে এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে।'

## ফুটবল দর্শন বদলাব না : অ্যামোরিম

এদিকে, পরপর হারের ধাক্কায় বিপর্যস্ত ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাঞ্চেস্টার ডার্বিতে হারার পরে কোচ রুবেন অ্যামোরিমের পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তর সমালোচনা শুরু হয়েছে। যদিও ইউনাইটেড কোচ স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিজের ফুটবল দর্শন থেকে বিন্দুমাত্র সরছেন না তিনি। বলেছেন, 'পরিস্থিতিটা আমি বুঝতে পারছি। এই পারফরমেন্স লাল ম্যাঞ্চেস্টারের সঙ্গে মানায় না। তবে যাই হয়ে যাক, নিজের ফুটবল দর্শন পরিবর্তন করব না। যতদিন আমি কোচ থাকব, এই পরিকল্পনাতেই ম্যান ইউ খেলবে।'

শনিবার ঘরের মাঠে চেলসির মুখোমুখি হবে ইউনাইটেড। এই ম্যাচ থেকেই প্রিমিয়ার লিগে ঘুরে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর লাল ম্যাঞ্চেস্টার।

# হ্যান্ডশেক চাই, নাহলে খেলব না

## কান্না পাকিস্তানের

**দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর :** ব্যাট-বলের যুদ্ধে বাইশ গজে অসম্মানের হার।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে কুলদীপ যাদব, অভিষেক শর্মাদের 'মিসাইল' হানায় লন্ডভন্ড পাকিস্তান দলের যাবতীয় হুংকার। হারের যে জ্বালা জুড়োতে শেষপর্যন্ত হ্যান্ডশেক বিতর্ককে হাতিয়ার করছে পাকিস্তান।

পাকিস্তানের দাবি, ক্রিকেটীয় সৌজন্যতা না দেখিয়ে তাঁদের কার্যত অসম্মান করেছে ভারতীয় দল। টসের সময় পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে প্রথামাফিক হাত মেলাননি সূর্যকুমার যাদব। ম্যাচের পরও সূর্য, শিবম দুবে সোজা সাজঘরে চলে যান। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

পাকিস্তানের হেডকোচ মাইক হেসন সূর্যদের শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ থাকায় ফিরে আসেন। সলমন, ফখর জামানদের ইচ্ছে থাকলেও পহলগামের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কোনও ভারতীয় খেলোয়াড়রা হাত মেলানোর পথে হাঁটেননি।

লজ্জাজনক হারের মাঝেও যা হাতিয়ার করে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে পাক ক্রিকেট মহল। চলছে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের মুণ্ডুপাতও। খবর, পাইক্রফটই টসের সময় পাকিস্তান অধিনায়ক সলমনকে বলেন, সে যেন সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত না মেলায়। আইসিসি-র কাছে যা নিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। দাবি, পাইক্রফটের এই অবস্থান আইসিসি-র নিয়মবিরুদ্ধ। অবিলম্বে তাঁকে ছাঁটাই করতে হবে। খবর, দাবি পূরণ না হলে এশিয়া কাপ থেকেই সরে দাঁড়াতে পারে পাকিস্তান।

হ্যান্ডশেক বিতর্কের জেরে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করেন পাকিস্তান অধিনায়ক। তাৎক্ষণিক মৌখিক প্রতিবাদ জানানোর পর আইসিসি-কে পত্রবাণ। পাক বোর্ডের দাবি, ম্যাচ রেফারিই নাকি টসের আগে হ্যান্ডশেক না করার কথা বলেন! ফলে আইসিসি-কে জমা দেওয়া ম্যাচ রেফারির রিপোর্টে ভারতের বিরুদ্ধে নেতিবাচক কিছু থাকার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

পাক বোর্ড তথা এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি এই ইস্যুতে এশিয়া কাপ থেকে দল তুলে নেওয়ার প্রচ্ছন্ন হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। নকভির অভিযোগ, 'আইসিসি-র আচরণবিধি এবং এমসিসি-র নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন ম্যাচ রেফারি। অবিলম্বে তাঁকে ছাঁটাই করতে হবে। আইসিসির কাছে লিখিত দাবি জানিয়েছি। আমাদের কাছে দেশের সম্মান সবার আগে। দাবিপূরণে শেষপর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আমরা।' নিশানায় ভারতীয় দলও। নকভির দাবি, সূর্যকুমারদের আচরণ খেলোয়াড়ি মানসিকতার পরিপন্থী। সরকারিভাবেও টিম ইন্ডিয়ার আচরণ নিয়ে পাক ক্রিকেট দলের ম্যানেজার নাভিদ আক্রাম চিমা অভিযোগ দায়ের করেছেন। এসিসি-র কাছে কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন।

হ্যান্ডশেক বিতর্কের জেরে ছাঁটাই হলেন পিসিবি-র ডিরেক্টর অফ ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট উসমান ওয়াহলা। রিপোর্টের মতে, হ্যান্ডশেক বিতর্কের পুরো বিষয়টি ওয়াহলা যথাযথভাবে সামলাতে পারেননি। যার জন্য তাঁকে ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নকভির পাকিস্তান বোর্ড।

নকভিদের সুরে সুর মিলিয়েছেন পাকিস্তানের হেডকোচ হেসনও। তিনি বলেছেন, 'আমরা হতাশ ওদের আচরণে। ম্যাচের পর আমরা হাত মেলানোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু ওরা সোজা বেরিয়ে যায়। দলের পারফরমেন্সেও আমি হতাশ। তবে ফলাফল ভুলে হ্যান্ডশেক করা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। তাই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে না আসার সিদ্ধান্ত নেয় সলমন (অধিনায়ক)। সবমিলিয়ে শেষটা খুব খারাপভাবে হল।'

সূর্যদের পদক্ষেপে হতাশ শোয়েব আখতার বলেছেন, 'ভারত প্রত্যাশামাফিক ভালো খেলেছে। ওদের শুভেচ্ছা। তবে ক্রিকেটকে রাজনীতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে। অনেক সমস্যা, লড়াই থাকে। কিন্তু তা ভুলে এগিয়ে যেতে হয়। আমি হলে হ্যান্ডশেক করতাম। সেদিক থেকে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে না গিয়ে সলমান ঠিক করেছে।'

প্রাক্তন পাক অধিনায়ক রশিদ লতিফের দাবি, 'যুদ্ধ, পহলগাম নিয়ে ভারতের প্রতিবাদ ন্যায্য হতে পারে। তবে খেলার মাঠে সৌজন্যতা বজায় রাখাও জরুরি। যারা হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তাদের ধরো। আর যুদ্ধংদেহি মেজাজে থাকলে সেটাই চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। ক্রিকেট খেলা উচিত হয়নি ভারতের। আগেও যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু কখনও এরকম হয়নি।'

ম্যাচ শেষে তখনও ভারতীয় খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলানোর আশায় পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা।

খেলা শেষে শিবম দুবেকে বগলদাবা করে ড্রেসিংরুমের পথে সূর্যকুমার যাদব।

- পাকিস্তানের দাবি, ক্রিকেটীয় সৌজন্যতা না দেখিয়ে তাঁদের কার্যত অসম্মান করেছে ভারতীয় দল।
- ম্যাচের পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা ফিরতেই ভিতর থেকে ড্রেসিংরুমের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়।
- পাকিস্তানের হেডকোচ মাইক হেসন শুভেচ্ছা জানাতে গিয়েও দরজা বন্ধ থাকায় ফিরে আসেন।
- সলমন আঘা, ফখর জামানদের ইচ্ছে থাকলেও পহলগামের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কোনও ভারতীয় খেলোয়াড় হাত মেলাননি।
- ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটই নাকি পাকিস্তান অধিনায়ক সলমন আঘাকে টসের সময় সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে হাত মেলাতে না বলেন।
- আইসিসির কাছে এই নিয়ে লিখিতভাবে অভিযোগ জানিয়ে ম্যাচ রেফারির ছাঁটাই দাবি করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।
- দাবি পূরণ না হলে এশিয়া কাপ থেকেই সরে দাঁড়াতে পারে পাকিস্তান।

# সিদ্ধান্ত পুরো দলের : সূর্য

**দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর :** দুর্দান্ত ক্রিকেট। নিখুঁত পরিকল্পনা। অনায়াস জয়।

পাকিস্তানকে চূর্ণ করে বাইশ গজে অপারেশন সিঁদুরের শক্তি দেখিয়ে এশিয়া কাপের মঞ্চে এগিয়ে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। আর পাকিস্তান ম্যাচ শেষ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে ধুন্ধুমার বিতর্ক। যার রেশ সুদূরপ্রসারী হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

টসের সময় সৌজন্য দেখিয়ে প্রতিপক্ষ পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে হাত মেলাননি ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। খেলা শেষের পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। পহলগাম কাণ্ডে নিহতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সূর্য। ভারতীয় সেনাকে পাকিস্তান দখলের সাফল্য উৎসর্গ করেছেন। সবশেষে প্রায় মধ্যরাতে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ভারত অধিনায়ক স্পষ্ট করেছেন পাকিস্তান নিয়ে তাঁর মনোভাব। জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সঙ্গে করমর্দন না করার সিদ্ধান্ত ছিল পুরো দলের। তাছাড়া পাকিস্তানকে বার্তা দেওয়ার প্রয়োজনও ছিল। সূর্যের কথায়, 'ওদের সঙ্গে হাত না মেলানোর সিদ্ধান্ত পুরো দলের। পাকিস্তানকে কিছু বোঝানোর ছিল। আমরা সেই জবাবটা দিয়ে দিয়েছি। কিছু বিষয় থাকে যা খেলার গণ্ডি পার করে বৃহত্তর কিছুর মধ্যে চলে যায়।'

পাকিস্তান শুধু খেলা শুরুর আগে টসে জিতেছিল। বাকি সময় সলমনদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণে, এমন দিশেহারা পাকিস্তান বড্ড অচেনা। কিন্তু তার দায় তো টিম ইন্ডিয়ার নয়। তাই ভারত অধিনায়ক রাতের সাংবাদিক সম্মেলনে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, 'আমাদের এই জয় পুরো দলের। পুরো দেশেরও। পহলগামে নিহতদের পাশে রয়েছি আমরা। একইসঙ্গে ভারতীয় সেনার জন্যও আমরা গর্বিত। আমরা চাই, ভারতীয় সেনা আমাদের আরও গর্বের মুহূর্ত উপহার দিক। যেখান থেকে আমরা দল হিসেবে আরও অনুপ্রেরণা পেতে পারি।' মহারণ পরবর্তী পর্বে দুই প্রতিবেশীর খারাপ সম্পর্ক আরও কত তলানিতে পৌঁছাবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে বিপক্ষ দলের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে ভারতীয় দলের অন্দরে রয়েছে চাপা গর্ব।

### হ্যান্ডশেক বিতর্ক নিয়ে

পাকিস্তানকে ক্রিকেটীয় জবাব দেওয়ার পাশে নিজের দলেরও প্রশংসা শোনা গিয়েছে ভারত অধিনায়কের গলায়। সূর্যের মনে হয়েছে, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদবরা ভারতীয় ক্রিকেটের গর্ব। সূর্যের কথায়, 'খেলার শুরু থেকেই ম্যাচের দখল ছিল আমাদের হাতে। কুলদীপ-অক্ষররা নিজেদের কাজটা দারুণভাবে করেছে। পরে আমাদের ব্যাটাররা রান তাড়া করে দলকে পৌঁছে দিয়েছে সঠিক লক্ষ্যে।'

জয়ের পর স্ত্রী দেবিশার সঙ্গে জন্মদিন সেলিব্রেশনে সূর্যকুমার যাদব।

# 'যা ঠিক মনে করেছে সূর্য, সেটাই করেছে'

### নয়া ভূমিকায় মহারাজ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** তাঁর ব্যস্ততার শেষ নেই। মাঝে মাঝে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে হয়, দিনটা চব্বিশের বদলে আরও বেশি সময়ের হলে ভালো হত।

গতকাল সন্ধ্যায় সিএবি সভাপতির পদের জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। সোমবার সন্ধ্যায় কলকাতার ইএম বাইপাস সংলগ্ন এক পাঁচতারা হোটেলে নয়া ভূমিকায় দেখা গেল মহারাজকে। নিজের পোশাকের ব্র্যান্ড সৌরাগ্যর আত্মপ্রকাশ ঘটালেন। অনলাইন বিপণন সংস্থা মিন্ত্রার সঙ্গে যৌথভাবে বাজারে এল সৌরভের স্বপ্নের সৌরাগ্য।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক যেদিন তাঁর নয়া ব্র্যান্ড বাজারে আনলেন, সেদিন ক্রিকেট দুনিয়ায় শুধুই ভারত বনাম পাকিস্তান নিয়ে হইচই। গতকাল রাতে দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে প্রতিবেশী পাকিস্তানকে নিয়ে ছেলেখেলা করেছে টিম ইন্ডিয়া। অনায়াসে জিতেছে ম্যাচ। কিন্তু সেই ম্যাচের ফলাফলকে ছাপিয়ে সামনে এসেছে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও তাঁর দলের পাকিস্তানের সঙ্গে হাত না মেলানোর বিষয়টি। স্কাই যা করেছেন, সেই সিদ্ধান্তকে কি আপনি সমর্থন করেন? এমন প্রশ্নের সামনে সৌরভের জবাব, 'এত দূর থেকে এমন প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। আমার মনে হয়, সূর্য যা ঠিক মনে করেছে, সেটাই করেছে। মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার সব খেলার অধিনায়কের ভাবনা, পরিকল্পনা এক হয় না। তবে একটা কথা আবারও বলতে চাই, সন্ত্রাস বন্ধ হওয়া খুব জরুরি।'

দিন কয়েক আগেই প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক জানিয়েছিলেন, পাকিস্তান ক্রিকেট এখন অতীতের ছায়া মাত্র। দল হিসেবে অত্যন্ত দুর্বল। এমন দলের বিরুদ্ধে এশিয়া কাপের মঞ্চে অনায়াসে জিতবে টিম ইন্ডিয়া। বাস্তবে ঠিক সেটাই ঘটেছে। একপেশে ভারত-পাক মহারণ নিয়ে সৌরভ আজ বলেছেন, 'প্রত্যাশিতভাবেই ভারত পাকিস্তানকে হারিয়েছে। শেষ দশ-বারো বছরের পরিসংখ্যান দেখলেই বোঝা যাবে, ভারত প্রতিবেশীর তুলনায় কতটা শক্তিশালী। আমার মতে, এই পাকিস্তান কোনও প্রতিপক্ষই নয়। আমি তো গতকাল রাতে প্রথম ১৫ ওভারের পর খেলাই দেখিনি। চ্যানেল বদলে ফুটবল ম্যাচ দেখছিলাম। পাকিস্তান দলে অতীতের মতো দক্ষ ও স্কিলফুল ক্রিকেটারই নেই এখন।'

কলকাতায় একটি অনুষ্ঠানে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সোমবার।

# 'আপেলের সঙ্গে কমলার তুলনা হয় না'

### পাকিস্তানকে অভিনব খোঁচা গম্ভীরের

**দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর :** উত্তেজনার ম্যাচ। টেনশনের আবহ। আর সেই আবহে অনায়াস জয়।

বিপক্ষ পাকিস্তানকে নিয়ে ক্রিকেটের আসরে ছেলেখেলা টিম ইন্ডিয়ার। শুধু তাই নয়, টসের সময় থেকে শুরু করে খেলা শেষের পরও বিপক্ষের সঙ্গে করমর্দনের সৌজন্যতা না দেখিয়ে সূর্যকুমার যাদবরা পাকিস্তানের উপর ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছেন।

আর তার ফল হয়েছে সাংঘাতিক। পাকিস্তান বুঝেই উঠতে পারছে না কী করবে। কীভাবে পরিস্থিতি সামলাবে। কখনও ভারত-পাক মহারণের ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে থাকা অ্যান্ডি পাইক্রফটকে দায়িত্ব থেকে সরানোর দাবি তুলছে। আবার কখনও পাকিস্তান এশিয়া কাপ থেকেই সরে দাঁড়ানোর হুমকি দিচ্ছে। বাইশ গজে ক্রিকেটীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সলমন আলি আঘার দলের ক্রিকেট যেমন অতীতের তুলনায় বড্ড অচেনা। ঠিক তেমনই মাঠের বাইরের কাণ্ডকারখানার মাধ্যমে নিজেদের আরও হাস্যকর করে তুলছে ওয়াসিম আক্রামের দেশ।

টসের সময় ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব পাকিস্তান অধিনায়ক সলমনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেননি। ছক্কা হাঁকিয়ে দলের অনায়াস জয় নিশ্চিত করার পরও রাতের দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠ থেকে সতীর্থ শিবম দুবেকে সঙ্গে নিয়ে সোজা সাজঘরে ঢুকে গিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। দ্রুত সাজঘরের দরজাও বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে কোনওরকম সৌজন্যতা দেখানোর প্রয়োজন মনে করেনি টিম ইন্ডিয়া। কেন এমন ভাবনা?

> আপনি আপেলের সঙ্গে কমলালেবুর তুলনা করতে পারেন না। এই দলটাও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এখনও যাচ্ছে। ছবিটা বাইরে থেকে বেশিরভাগ সময় বোঝা যায় না। বর্তমান ভারতীয় দলের উপর আমাদের পুরো ভরসা রয়েছে। আমি নিশ্চিত, এই দল আগামীদিনে আরও সাফল্য এনে দেবে।
>
> **গৌতম গম্ভীর**

পাকিস্তানের বয়কট করা পুরস্কার বিতরণী মঞ্চে ভারত অধিনায়ক স্কাই নিজেই স্পষ্ট করেছেন। পহলগামে নির্মম জঙ্গিহানার শিকার হয়ে প্রাণ হারানো ২৬ জনের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। ভারতীয় সেনাকে পাকিস্তান-বধের সাফল্যও উৎসর্গ করেছেন তিনি। একা সূর্য নন, শুভমান গিলও একই পথে হেঁটেছেন। মরুদেশে ঘটনাবহুল রাতকে আরও রঙিন করে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। রাতের দুবাই স্টেডিয়ামে ম্যাচ জয়ের পর তিনি সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে আপেল ও কমলালেবুর যে কোনওভাবেই তুলনা হয় না, স্পষ্ট করেছেন তিনি। ভারত অধিনায়ক কারও নাম না করে দুই দলের মধ্যে ফারাক কতটা, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন। গম্ভীরের কথায়, 'আপনি আপেলের সঙ্গে কমলালেবুর তুলনা করতে পারেন না। এই দলটাও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। এখনও যাচ্ছে। ছবিটা বাইরে থেকে বেশিরভাগ সময় বোঝা যায় না। বর্তমান ভারতীয় দলের উপর আমাদের পুরো ভরসা রয়েছে। আমি নিশ্চিত, এই দল আগামীদিনে আরও সাফল্য এনে দেবে।'

টিম ইন্ডিয়া আগামীদিনে কতটা সফল হবে, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে গতরাতের দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে শাহিন শা আফ্রিদিদের বিরুদ্ধে যে দাপট দেখিয়েছে ভারত, কোচ গম্ভীর তার প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, 'এর চেয়ে ভালো আর কী-ই বা হতে পারে। বিপক্ষকে ১২৭ রানে আটকে দিয়েছি আমরা। পরে হাসতে হাসতে ম্যাচ জিতেছি। পুরো ম্যাচে কোনও ভুল করিনি আমরা। কোচ হিসেবে দলের কাছে এর চেয়ে বেশি আর কী-ই বা চাওয়া যায়।' পহলগামে জঙ্গিহানা, ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের পরও টিম ইন্ডিয়ার তরফে আরও প্রতিবাদের প্রয়োজন ছিল বলে মনে করছেন ভারতীয় কোচ। গম্ভীর ও তাঁর দল গতকাল রাতে পাকিস্তানকে দুরমুশ করে ঠিক সেটাই করে দেখিয়েছেন। ভারতীয় কোচের কথায়, 'পহলগামে নিহতদের পাশে থাকতে চেয়েছিলাম আমরা। সেটা করে দেখিয়েছে আমাদের দল। ভারতীয় সেনা আমাদের গর্ব। আজকের সাফল্য ভারতীয় সেনাকে উৎসর্গ করতে পারার মধ্যেও রয়েছে তৃপ্তি।'

# সুপার ফোরে ভারত, জিতল শ্রীলঙ্কা

**আবু ধাবি ও দুবাই, ১৫ সেপ্টেম্বর :** এশিয়া কাপে সোমবার গ্রুপ 'এ'-র খেলায় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ৪২ রানে ওমানকে হারিয়ে দেয়। যার ফলে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সুপার ফোরে চলে গেল ভারত। মহম্মদ ওয়াসিম (৫৪ বলে ৬৯) ও আলিশান শরাফু (৩৮ বলে ৫১) ওপেনিং জুটিতে আমিরশাহিকে ৮৮ রানে পৌঁছে দেন। ২০ ওভারে তারা ৫ উইকেটে ১৭২ রানে শেষ করে। জবাবে ওমান ১৮.৪ ওভারে ১৩০ রানে অল আউট হয়।

গ্রুপ 'বি'-র খেলায় হংকংয়ের বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কা ৪ উইকেটে জিতেছে। ২০ ওভারে হংকং ৪ উইকেটে ১৪৯ রান করে। অংশুমান রথ ৪৮ রান করেন। নিজাকত খান অপরাজিত থাকেন ৫২ রানে। জবাবে পাথুম নিসাঙ্কার (৪৪ বলে ৬৮) দাপটে শ্রীলঙ্কা ১২ ওভারে ২ উইকেটে ১১৯ রানে পৌঁছে গিয়েছিল। তবে শেষবেলায় পরপর উইকেট হারিয়ে তারা চাপে পড়ে যায়। শেষপর্যন্ত ১৮.৫ ওভারে শ্রীলঙ্কা ৬ উইকেটে ১৫৩ রান তুলে নেয়।

### এশিয়া কাপে আজ

**আফগানিস্তান বনাম বাংলাদেশ**

**সময় :** রাত ৮টা, **স্থান :** আবু ধাবি
**সম্প্রচার :** সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

বিজ্ঞাপন

## ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন শিলিগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, শিলিগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা পারস জৈন - কে 13.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70K 95988 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই জীবন পরিবর্তনকারী সুন্দর এমন একটি সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই জয় শুধুমাত্র আর্থিক স্থিতিশীলতা এনে দিয়েছে তা নয় বরং নতুন উদ্যোগ এবং সম্ভবনার দ্বারও খুলে দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস রামমোহন ফ্যানস ক্লাবের। ছবি : রামপ্রসাদ মোদক

# চ্যাম্পিয়ন রামমোহন ফ্যানস ক্লাব

**রাজগঞ্জ, ১৫ সেপ্টেম্বর :** এমএলএ কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ময়নাগুড়ির রামমোহন ফ্যানস ক্লাব। রবিবার গভীর রাতে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৫-৩ গোলে হারিয়েছে ফাড়াবাড়ির ওমিশা এন্টারপ্রাইজকে। আমবাড়ি চিন্তামোহন হাইস্কুলের মাঠে নির্ধারিত ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। টাইব্রেকারে দুইটি শট সেভ করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন রামমোহনের গোলরক্ষক বাপি রায়। চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সমিজউদ্দিন আহমেদ। চ্যাম্পিয়ন দলকে ট্রফির সঙ্গে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা পেয়েছে ট্রফি সহ আশি হাজার টাকা।

# সেমিফাইনালে তেলিপাড়া

**নাগরাকাটা, ১৫ সেপ্টেম্বর :** লুকসানের কাঞ্চন ক্লাবের ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল তেলিপাড়া ফুটবল অ্যাকাডেমি। সোমবার তারা সাডেন ডেথে ৬-৫ গোলে হারিয়েছে আয়োজকদের। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা তেলিপাড়ার গোলরক্ষক রাজ ওরাওঁ। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে ইউনাইটেড ব্রাদার্স ও নরসিংপুর ফুটবল অ্যাকাডেমি।

# ফাইনালে সারনা

**ওদলাবাড়ি, ১৫ সেপ্টেম্বর :** মিলন সংঘের বাইতুল আলম ও রামবাহাদুর থাপা ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল ওদলাবাড়ি চা বাগানের সারনা ক্লাব। সোমবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে সিকিমের সিএসএ দলকে।

শান্তি কলোনি মাঠে গোল করেন খোকন রায়, ন্যাথুউ সিলাম, কৈলাশ ছেত্রী, সুরেশ ওরাওঁ ও ম্যাচের সেরা অরিজিৎ বিশ্বাস। ২১ সেপ্টেম্বর ফাইনালে সারনার প্রতিপক্ষ এসএসবি রানিডাঙ্গা।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিয়ে অরিজিৎ বিশ্বাস। ছবি : অনুপ সাহা

# সংশোধনী

সোমবার বারোর পাতায় প্রকাশিত 'ক্রান্তির ফুটবলে রানার্স ব্রাইট' শীর্ষক খবরে ব্রাইট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল পড়তে হবে। ফাইনালে শিলিগুড়ি ব্রাইট স্পোর্টিং ক্লাব ৪-১ গোলে বিহার বিএস একাদশকে হারিয়েছিল। প্রকাশিত ছবিটিও ব্রাইট স্পোর্টিং ক্লাবের। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।